নামায

আল্লাহ তায়ালার কুদরত হইতে সরাসরি ফায়দা হাসিল করার উপায় হইল, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের হুকুমগুলিকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকায় পুরা করা। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও বুনিয়াদী আমল হইল নামায।

ফরয নামায

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ العنكبوت:٤٥

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিশ্চয় নামায নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হইতে বিরত রাখে। (আনকাবূত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾ [البقرة:٢٧٧]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে। আর (বিশেষভাবে) নামাযের পাবন্দী করিয়াছে এবং যাকাত আদায় করিয়াছে তাহাদের রবের নিকট তাহাদের সওয়াব

সংরক্ষিত রহিয়াছে। আর না তাহাদের কোন আশংকা থাকিবে এবং না তাহারা চিন্তিত হইবে। (বাকারাহ-২৭৭)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ﴾ [ابراهيم:٣١]

আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন—আমার ঈমানদার বান্দাদিগকে বলিয়া দিন, যেন তাহারা নামাযের পাবন্দী করে এবং আমি যাহা কিছু তাহাদিগকে দিয়াছি উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান-খয়রাতও করে—সেইদিন আসিবার পূর্বে যেদিন না কোন ক্রয়-বিক্রয় থাকিবে (অর্থাৎ কোন জিনিস দিয়া নেক আমল খরিদ করিয়া লওয়া যাইবে না।) আর না কোন বন্ধুত্ব কাজে আসিবে। (অর্থাৎ কোন বন্ধু তোমাকে নেক আমল দান করিবে না)

(সূরা ইবরাহীম-৩১)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ﴾ [ابراهيم:٤٠]

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দোয়া করিয়াছেন—হে আমার রব্ব, আমাকে বিশেষভাবে নামাযের পাবন্দী করনেওয়ালা বানাইয়া দিন এবং আমার বংশধরগণের মধ্য হইতেও। হে আমাদের রব্ব, এবং আমার দোয়া কবুল করুন। (সূরা ইবরাহীম-৪০)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا﴾ [بنى اسرائيل:٧٨]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন—সূর্য ঢলিয়া পড়ার পর হইতে রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত নামাযগুলি আদায় করিতে থাকুন। (অর্থাৎ জোহর আসর মাগরিব এশা) আর ফজরের নামাযও আদায় করিতে থাকুন, নিশ্চয় ফজরের নামায (আমল লেখার কাজে নিয়োজিত) ফেরেশতাদের উপস্থিতির সময়।

(বনি ইসরাঈল-৭৮)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ﴾ [المؤمنون:٩]

আল্লাহ তায়ালা সফলকাম ঈমানদারদের একটি গুণ এরূপ উল্লেখ

করিয়াছেন—আর যাহারা নিজেদের ফরয নামাযসমূহের পাবন্দী করে।

(সূরা মুমিনূন-৯)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ [الجمعة:٩]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—হে ঈমানদারগণ, যখন জুমুআর দিনে (জুমুআর) নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিকির (অর্থাৎ খোতবা ও নামায)এর দিকে তৎক্ষণাৎ ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় (ও অন্যান্য কাজকর্ম) ত্যাগ কর, ইহা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম যদি তোমাদের কিছু জ্ঞান থাকে। (সূরা জুমুআহ-৯)

হাদীস শরীফ

١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: بُنِىَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. رواه البخارى، باب دعاؤكم إيمانكم ....، رقم:٨

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইসলামের ইমারত পাঁচ জিনিসের উপর কায়েম করা হইয়াছে, (এক) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর সাক্ষ্য প্রদান। (অর্থাৎ এই সত্য কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ এবাদতের উপযুক্ত নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও রাসূল।) (২) নামায কায়েম করা। (৩) যাকাত আদায় করা। (৪) হজ্জ করা। (৫) রমযান মাসের রোযা রাখা। (বোখারী)

٢- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا أُوْحِىَ إِلَىَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ، وَأَكُوْنَ مِنَ التَّاجِرِيْنَ، وَلٰكِنْ أُوْحِىَ إِلَىَّ أَنْ: سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ. رواه البغوى فى شرح السنة، مشكوة المصابيح، رقم:٥٢٠٦

২. হযরত জুবাইর ইবনে নুফাইর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমাকে এই হুকুম দেওয়া হয় নাই যে, আমি মাল জমা করি এবং ব্যবসায়ী হই, বরং আমাকে এই হুকুম দেওয়া হইয়াছে যে, আপনি আপনার রব্বের তসবীহ ও প্রশংসা করিতে থাকুন, নামায পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন এবং মৃত্যু আসা পর্যন্ত আপনার রব্বের এবাদত করিতে থাকুন।

(শরহে সুন্নাহ, মেশকাত)

٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سُؤَالِ جِبْرَئِيْلَ إِيَّاهُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَأَنْ تُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوْءَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ. قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: صَدَقْتَ. رواه ابن خزيمة ٤/١

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, জিবরাঈল (আঃ) (একজন অপরিচিত ব্যক্তির বেশে উপস্থিত হইয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি (উত্তরে) বলিলেন, ইসলাম এই যে, তুমি (অন্তর ও মুখ দ্বারা) এই সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার রাসূল, নামায পড়, যাকাত আদায় কর, হজ্জ ও ওমরা কর, জানাবাত হইতে পাক হওয়ার জন্য গোসল কর, অযুকে পূর্ণ কর এবং রমযানের রোযা রাখ। হযরত জিবরাঈল (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি এই সকল আমল করিলে কি মুসলমান হইয়া যাইব? এরশাদ করিলেন, হাঁ। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন।

(ইবনে খুযাইমাহ)

٤- عَنْ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوْصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَلْفَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِيْ حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ أَنْ تُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَتُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَتَحُجُّوا الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَتَصُوْمُوْا رَمَضَانَ فَإِنَّ فِيْهِ لَيْلَةً خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَتُحَرِّمُوْا دَمَ

الْمُسْلِمِ وَمَالَهُ وَالْمُعَاهَدَ إِلَّا بِحَقِّهِ وَتَعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ وَالطَّاعَةِ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٣٤٢/٤

৪. হযরত কুররাহ ইবনে দা'মুস (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বিদায় হজ্জে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাদিগকে কি কি বিষয়ে অসিয়ত করিতেছেন? তিনি এরশাদ করিলেন, আমি তোমাদিগকে অসিয়ত করিতেছি যে, নামায কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে, বাইতুল্লার হজ্জ করিবে এবং রমযান মাসের রোযা রাখিবে। এই মাসে এমন একটি রাত্র রহিয়াছে যাহা হাজার মাস হইতে উত্তম। কোন মুসলমান ও জিম্মিকে (অর্থাৎ যাহাদের সহিত মুসলমানদের কোন প্রকার চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে) কতল করা এবং তাহার মালসম্পদকে নিজের জন্য হারাম মনে করিবে। অবশ্য কোন অপরাধ করিলে তাহাকে আল্লাহ তায়ালার হুকুম অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হইবে। তোমাদিগকে আরো অসিয়ত করিতেছি যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার আনুগত্যকে মজবুত করিয়া ধরিয়া থাক। (অর্থাৎ গায়রুল্লার রাজি নারাজির পরওয়া না করিয়া হিম্মতের সহিত দ্বীনের কাজে লাগিয়া থাক।) (বায়হাকী)

٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ. رواه أحمد ٣٤٠/٣

৫. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতের চাবি হইল নামায, আর নামাযের চাবি হইল অযূ। (মুসনাদে আহমাদ)

٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلَاةِ. (وهو بعض الحديث) رواه النسائى، باب حب النساء، رقم: ٣٣٩١

৬. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার চোখের শীতলতা নামাযের মধ্যে রাখা হইয়াছে। (নাসায়ী)

٧- عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الصَّلَاةُ عَمُوْدُ الدِّيْنِ. رواه أبونعيم فى الحلية وهو حديث حسن، الجامع الصغير ١٢٠/٢

৭. হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, নামায দ্বীনের স্তম্ভ। (জামে সগীর)

٨- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، اتَّقُوا اللّٰهَ فِيْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. رواه أبوداؤد، باب في حق المملوك، رقم:٥١٥٦

৮. হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ অসিয়ত এই করিয়াছেন যে, নামায, নামায, আপন গোলাম ও অধীনস্থদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর। (অর্থাৎ তাহাদের হক আদায় কর।) (আবু দাউদ)

٩- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ، وَمَعَهُ غُلَامَانِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَخْدِمْنَا، قَالَ: خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، قَالَ: خِرْ لِيْ قَالَ: خُذْ هٰذَا وَلَا تَضْرِبْهُ، فَإِنِّيْ قَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيْ مَقْفِلَنَا مِنْ خَيْبَرَ، وَإِنِّيْ قَدْ نُهِيْتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلٰوةِ.

(وهو بعض الحديث) رواه أحمد والطبراني، مجمع الزوائد ٤٣٣/٤

৯. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুইটি গোলাম ছিল। হযরত আলী (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, খেদমতের জন্য আমাদিগকে কোন খাদেম দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই দুইজনের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা হয় লইয়া যাও। হযরত আলী (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আপনিই পছন্দ করিয়া দিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনের প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, ইহাকে লইয়া যাও। তবে তাহাকে মারধর করিও না, কারণ খাইবার হইতে ফিরিবার পথে আমি তাহাকে নামায পড়িতে দেখিয়াছি। আর আমাকে নামাযীদের মারধর করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٠- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ، مَنْ

أَحْسَنَ وُضُوْءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ، كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. رواه أبوداؤد، باب المحافظة على الصلوات، رقم:٤٢٥

১০. হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই নামাযগুলির জন্য উত্তমরূপে অযূ করে, উহাকে মুস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করে, রুকু (সেজদা) এতমিনানের সহিত করে এবং পরিপূর্ণ খুশু'র সহিত পড়ে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহার জন্য এই ওয়াদা যে, তাহাকে অবশ্য মাফ করিয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি এই নামাযগুলিকে সময়মত আদায় করে না এবং খুশু'র সহিতও পড়ে না তাহার মাগফিরাতের কোন ওয়াদা নাই। ইচ্ছা হইলে মাফ করিবেন, আর না হয় শাস্তি দিবেন।

(আবু দাউদ)

١١- عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيْدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلٰى وُضُوْءِهَا وَمَوَاقِيْتِهَا وَرُكُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا يَرَاهَا حَقًّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ. رواه أحمد ٢٦٧/٤

১১. হযরত হানযালা উসাইদী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে এরূপ পাবন্দীর সহিত আদায় করে যে, ওযু ও সময়ের এহতেমাম করে, রুকু সেজদা উত্তমরূপে আদায় করে এবং এইভাবে নামায আদায় করাকে নিজের উপর আল্লাহ তায়ালার হক মনে করে তবে জাহান্নামের আগুনের জন্য তাহাকে হারাম করিয়া দেওয়া হইবে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٢- عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنِّيْ فَرَضْتُ عَلٰى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَعَهِدْتُ عِنْدِيْ عَهْدًا، أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِيْ. رواه أبوداؤد، باب المحافظة على الصلوات، رقم:٤٣٠

১২. হযরত আবু কাতাদাহ ইবনে রিবঈ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, আমি তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছি এবং আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে সময়মত আদায় করিবার এহতেমাম করিয়া আমার নিকট আসিবে আমি তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইব। আর যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করে নাই তাহার জন্য আমার কোন দায়িত্ব নাই। (ইচ্ছা হইলে মাফ করিব, আর না হয় শাস্তি দিব।) (আবু দাউদ)

١٣- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلَاةَ حَقٌّ وَاجِبٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه عبد الله بن أحمد في زياداته وأبويعلى إلا أنه قال: حَقٌّ مَكْتُوْبٌ وَاجِبٌ والبزار بنحوه، ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١٥/٢

১৩. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামায পড়া জরুরী মনে করিবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

(বাযযার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُرْطٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. رواه الطبراني في الأوسط ولا بأس بإسناده إنشاء الله، الترغيب ٢٤٥/١

১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কুরত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব করা হইবে। যদি নামায ঠিক থাকে তবে বাকি আমলও ঠিক হইবে। আর যদি নামায খারাপ হইয়া থাকে তবে বাকি আমলও খারাপ হইবে। (তাবারানী, তারগীব)

١٥- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّيْ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ. قَالَ: سَيَنْهَاهُ مَا يَقُوْلُ. رواه البزار ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٥٣١/٢

১৫. হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করিল, অমুক ব্যক্তি (রাত্রে) নামায পড়ে আবার সকাল হইতেই চুরি করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার নামায অতিসত্বর তাহাকে এই খারাপ কাজ হইতে রুখিয়া দিবে। (বাযযার, মাজমা)

١٦- عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُّ هٰذَا الْوَرَقُ، وَقَالَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ﴾ [هود: ١١٤]. (وهو جزء من الحديث) رواه أحمد ٤٣٧/٥

১৬. হযরত সালমান (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমান যখন উত্তমরূপে অযু করিয়া পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে তখন তাহার গুনাহসমূহ এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন এই (গাছের) পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে। অতঃপর তিনি কোরআন পাকের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

"وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ"

অর্থ ঃ (হে মুহাম্মাদ,) আর আপনি দিনের দুই প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে নামাযের পাবন্দী করুন, নিঃসন্দেহে নেক কার্যাবলী মন্দ কার্যসমূহকে দূর করিয়া দেয়, ইহা হইতেছে (পরিপূর্ণ) নসীহত নসীহত মান্যকারীদের জন্য। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ কোন কোন আলেমের মতে দিনের দুই প্রান্তের দ্বারা দিনের দুই অংশ বুঝানো হইয়াছে। অতএব প্রথম অংশ দ্বারা ফজরের নামায ও দ্বিতীয় অংশ দ্বারা জোহর ও আসরের নামায উদ্দেশ্য। রাত্রির কিছু অংশে নামাযের দ্বারা মাগরিব ও এশার নামায আদায় করা উদ্দেশ্য।

(তফসীরে ইবনে কাসীর)

١٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلٰى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ. رواه مسلم، باب الصلوات الخمس ....، رقم: ٥٥٢

১৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমুআর নামায বিগত জুমুআর নামায পর্যন্ত এবং রমযানের রোযা বিগত রমযানের রোযা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সকল গুনাহের জন্য কাফ্‌ফারা হইবে। যদি এই আমলসমূহ পালনকারী কবিরা গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে। (মুসলিম)

١٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ حَافَظَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

(الحديث) رواه ابن خزيمة فى صحيحه ٢/ ١٨٠

১৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পাবন্দী করে সে আল্লাহ তায়ালার এবাদত হইতে গাফেল ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হয় না। (ইবনে খুযাইমাহ)

١٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُوْرٌ وَلَا بُرْهَانٌ، وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ. رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات،

مجمع الزوائد ٢/ ٢١

১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের আলোচনা প্রসঙ্গে এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করিবে এই নামায কেয়ামতের দিন তাহার জন্য নূর হইবে, তাহার (কামেল ঈমানদার হওয়ার) দলীল হইবে এবং কেয়ামতের দিন আযাব হইতে বাঁচার উপায় হইবে। যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করে না তাহার জন্য কেয়ামতের দিন না নূর হইবে, না তাহার (ঈমানদার হওয়ার) কোন দলীল হইবে, আর না আযাব হইতে বাঁচার কোন উপায় হইবে। সে কেয়ামতের দিন ফেরআউন, হামান ও উবাই ইবনে খালাফের সহিত থাকিবে।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٠- عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَّمُوْهُ الصَّلَاةَ. رواه الطبرانى فى الكبير ٨/ ٣٨٠ وفى الحاشية: قال فى المجمع ١/ ٢٩٣: رواه الطبرانى والبزار ورجاله رجال الصحيح.

২০. হযরত আবু মালেক আশজায়ী (রাযিঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কেহ মুসলমান হইলে (সাহাবা (রাযিঃ)) সর্বপ্রথম তাহাকে নামায শিক্ষা দিতেন। (তাবারানী)

٢١- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ.

رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب حديث ينزل ربنا كل ليلة.....، رقم: ٣٤٩٩

২১. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন্ সময় দোয়া বেশী কবুল হয়? তিনি বলিলেন, রাত্রির শেষ অংশে এবং ফরয নামাযের পর। (তিরমিযী)

٢٢- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَعْتَمِلُ فَكَانَ بَيْنَ مَنْزِلِهِ وَمُعْتَمَلِهِ خَمْسَةُ أَنْهَارٍ، فَإِذَا أَتٰى مُعْتَمَلَهُ عَمِلَ فِيْهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَأَصَابَهُ الْوَسَخُ أَوِ الْعَرَقُ فَكُلَّمَا مَرَّ بِنَهْرٍ اغْتَسَلَ مَا كَانَ ذٰلِكَ يُبْقِيْ مِنْ دَرَنِهِ، فَكَذٰلِكَ الصَّلَاةُ كُلَّمَا عَمِلَ خَطِيْئَةً فَدَعَا وَاسْتَغْفَرَ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَهَا. رواه البزار والطبرانى فى الأوسط والكبير وزاد فيه: ثُمَّ صَلّٰى صَلَاةً اسْتَغْفَرَ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وفيه: عبد الله بن قريظ ذكره ابن حبان فى الثقات، وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/ ٣٢

২২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে

শুনিয়াছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায উহার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারাহ। (অর্থাৎ এক নামায হইতে অপর নামায পর্যন্ত যত সগীরা গুনাহ হয় তাহা নামাযের বরকতে মাফ হইয়া যায়।) অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি কোন ব্যক্তির একটি কারখানা থাকে এবং সে উহাতে কাজকর্ম করে। তাহার কারখানা ও বাড়ীর পথে পাঁচটি নহর পড়ে। সে যখন কারখানায় কাজ করে তখন তাহার শরীরে ময়লা লাগে অথবা তাহার ঘাম বাহির হয়। অতঃপর সে বাড়ী যাওয়ার সময় প্রতিটি নহরে গোসল করিতে করিতে যায়। তাহার (এই বার বার গোসল করার দরুন) শরীরে কোন ময়লা থাকে না। নামাযের উদাহরণও তদ্রূপ। যখনই সে কোন গুনাহ করে তখন (নামাযের মধ্যে) দোয়া এস্তেগফার করার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা নামাযের পূর্বে কৃত তাহার সকল গুনাহকে মাফ করিয়া দেন।(বায্যার, তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

٢٣- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ وَنَحْمَدَهُ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ وَنُكَبِّرَهُ أَرْبَعًا وَّثَلَاثِيْنَ قَالَ: فَرَأَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: أَمَرَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ وَتَحْمَدُوا اللّٰهَ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاجْعَلُوا خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ وَاجْعَلُوا التَّهْلِيْلَ مَعَهُنَّ فَغَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ: افْعَلُوا. رواه الترمذى وقال: هذاحديث صحيح، باب منه ماجاء فى التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام، رقم:٣٤١٣، الجامع الصحيح وهو سنن الترمذى، طبع دار الكتب العلمية

২৩. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ) বলেন, (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে) আমাদিগকে হুকুম করা হইয়াছিল যে, আমরা যেন প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ তেত্রিশ বার ও আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার ও আল্লাহু আকবার চৌত্রিশ বার পাঠ করি। একজন আনসারী সাহাবী (রাযিঃ) স্বপ্নে দেখিলেন, কেহ বলিতেছে, তোমাদিগকে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার ও আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার পড়িতে হুকুম করিয়াছেন? উক্ত সাহাবী বলিলেন, হাঁ। সে ব্যক্তি বলিল, প্রত্যেকটিকে পঁচিশ বার পড়িয়া উহার

সহিত লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ পঁচিশ বার বাড়াইয়া লও। সুতরাং সকাল বেলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া উক্ত সাহাবী স্বপ্নের কথা বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, এই রকমই পড়। অর্থাৎ স্বপ্ন অনুযায়ী পড়িবার অনুমতি দান করিলেন। (তিরমিযী)

٢٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ أَتَوا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالُوا: قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ. فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّيْ، وَيَصُوْمُونَ كَمَا نَصُوْمُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ؟ وَلَا يَكُوْنُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ. قَالُوا: بَلٰى، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ مَرَّةً، قَالَ أَبُوْصَالِحٍ: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ. رواه مسلم، باب استحباب الذكر بعد الصلاة.....، رقم:١٣٤٧

২৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার গরীব মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন, ধনীগণ উচ্চ মরতবা ও চিরস্থায়ী নেয়ামতসমূহ লইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কিরূপে? তাহারা বলিলেন, তাহারা আমাদের ন্যায় নামায পড়ে আমাদের ন্যায় রোযা রাখে, উপরন্তু তাহারা সদকা খয়রাত করে আমরা তাহা করিতে পারি না, তাহারা গোলাম আযাদ করে আমরা তাহা করিতে পারি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন জিনিস বলিয়া দিব না, যাহাতে তোমরা তোমাদের অপেক্ষা অগ্রগামীদের মরতবা হাসিল করিয়া লও এবং তোমাদের অপেক্ষা কম মরতবাওয়ালাদের উপর অগ্রগামী থাক, আর কেহ তোমাদের অপেক্ষা উত্তম হইবে না যতক্ষণ সে এই আমল না করিবে? তাহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন, প্রত্যেক

নামাযের পর সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার তেত্রিশ তেত্রিশবার করিয়া পড়িয়া লও। (অতএব তাহারা এরূপ আমল করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর ধনীগণও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদের কথা জানিতে পারিয়া উহার উপর আমল করিতে শুরু করিলেন।) গরীব মুহাজিরগণ পুনরায় খেদমতে হাজির হইয়া আরয করিলেন যে, আমাদের ধনী ভাইরাও জানিতে পারিয়া এই আমল করিতে শুরু করিয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা তো আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী যাহাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। (মুসলিম)

٢٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَحَمِدَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ وَكَبَّرَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ، وَقَالَ: تَمَامَ الْمِائَةِ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. رواه مسلم، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، رقم:١٣٥٢

২৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার ও আল্লাহু আকবার তেত্রিশ বার পড়ে। ইহাতে সর্বমোট ৯৯ বার হইল। আর একবার

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

পড়িয়া একশতবার পূর্ণ করে তাহার গুনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনা বরাবর হইলেও তাহা মাফ হইয়া যায়। (মুসলিম)

٢٦- عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّمْرِيِّ أَنَّ أُمَّ الْحَكَمِ -أَوْ ضُبَاعَةَ- ابْنَتَيِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حَدَّثَتْهُ، عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبْيًا فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِيْ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيْهِ وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَأْمُرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنَ السَّبْيِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: سَبَقَكُنَّ يَتَامٰى

بَدْرٍ، وَلٰكِنْ سَأَدُلُّكُنَّ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُنَّ مِنْ ذٰلِكَ، تُكَبِّرْنَ اللّٰهَ عَلٰى إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ تَكْبِيْرَةً وَثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ تَسْبِيْحَةً وَثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ تَحْمِيْدَةً وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. رواه أبوداوُد، باب فى مواضع قسم الخمس . . . . ، رقم:٢٩٨٧

২৬. হযরত ফজল ইবনে হাসান যামরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত যুবায়ের ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সাহেবযাদী দ্বয়ের মধ্য হইতে হযরত উম্মে হাকাম (রাযিঃ) অথবা হযরত যুবাআহ (রাযিঃ) এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কয়েকজন কয়েদী আসিল। আমি ও আমার বোন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহেবযাদী হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)—আমরা এই তিনজন তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া নিজেদের কষ্টের কথা বলিলাম এবং খেদমতের জন্য কয়েকজন কয়েদী চাহিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, খাদেম পাওয়ার ব্যাপারে বদরের যুদ্ধের এতীমগণ তোমাদের অপেক্ষা অগ্রগণ্য। অতএব আমি তোমাদেরকে খাদেম অপেক্ষা উত্তম জিনিস বলিয়া দিতেছি। প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার এই তিনটি কলেমার প্রত্যেকটিকে তেত্রিশবার করিয়া এবং একবার

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

পড়িয়া লইও। (আবু দাউদ)

٢٧- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ، أَوْ فَاعِلُهُنَّ: ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ تَسْبِيْحَةً، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ تَحْمِيْدَةً، وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ تَكْبِيْرَةً فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ. رواه مسلم، باب استحباب الذكر بعد الصلاة . . . . ، رقم:١٣٥٠

২৭. হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নামাযের পর পড়া হয় কতিপয় কলেমা এমন রহিয়াছে যাহার পাঠকারী কখনও বঞ্চিত হয় না। সেই কলেমাগুলি এই—প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার এবং আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার। (মুসলিম)

٢٨- عَنِ السَّائِبِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا زَوَّجَهُ فَاطِمَةَ بَعَثَ مَعَهُ بِخَمِيْلَةٍ، وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ، وَرَحَيَيْنِ وَسِقَاءٍ، وَجَرَّتَيْنِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ذَاتَ يَوْمٍ: وَاللّٰهِ لَقَدْ سَنَوْتُ حَتّٰى لَقَدِ اشْتَكَيْتُ صَدْرِىْ، قَالَ: وَقَدْ جَاءَ اللّٰهُ أَبَاكِ بِسَبْيٍ فَاذْهَبِىْ فَاسْتَخْدِمِيْهِ، فَقَالَتْ: وَأَنَا وَاللّٰهِ قَدْ طَحَنْتُ حَتّٰى مَجِلَتْ يَدَاىَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكِ أَىْ بُنَيَّةُ؟ قَالَتْ: جِئْتُ لِأُسَلِّمَ عَلَيْكَ وَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلَهُ وَرَجَعَتْ فَقَالَ: مَا فَعَلْتِ، قَالَتْ: اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ، فَأَتَيْنَاهُ جَمِيْعًا، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لَقَدْ سَنَوْتُ حَتّٰى اشْتَكَيْتُ صَدْرِى، وَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا: قَدْ طَحَنْتُ قَدْ طَحَنْتُ حَتّٰى مَجِلَتْ يَدَاىَ، وَقَدْ جَاءَكَ اللّٰهُ بِسَبْيٍ وَسَعَةٍ فَأَخْدِمْنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَاللّٰهِ لَا أُعْطِيْكُمَا وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّفَّةِ تُطْوَى بُطُوْنُهُمْ لَا أَجِدُ مَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، وَلٰكِنِّى أَبِيْعُهُمْ وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمْ أَثْمَانَهُمْ، فَرَجَعَا فَأَتَاهُمَا النَّبِيُّ ﷺ، وَقَدْ دَخَلَا فِىْ قَطِيْفَتِهِمَا إِذَا غَطَّيَا رُؤُوْسَهُمَا تَكَشَّفَتْ أَقْدَامُهُمَا، وَإِذَا غَطَّيَا أَقْدَامَهُمَا تَكَشَّفَتْ رُؤُوْسُهُمَا فَثَارَا، فَقَالَ: مَكَانَكُمَا. ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمَا بِخَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَانِى؟ قَالَا: بَلٰى، فَقَالَ: كَلِمَاتٌ عَلَّمَنِيْهِنَّ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: تُسَبِّحَانِ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدَانِ عَشْرًا، وَتُكَبِّرَانِ عَشْرًا، وَإِذَا أَوَيْتُمَا إِلٰى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ. قَالَ: فَوَاللّٰهِ مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكَوَّاءِ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّيْنَ، فَقَالَ: قَاتَلَكُمُ اللّٰهُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ نَعَمْ، وَلَا لَيْلَةَ صِفِّيْنَ. رواه أحمد ١/١٠٦

২৮. হযরত সায়েব (রাযিঃ) বলেন, হযরত আলী (রাযিঃ) বলিয়াছেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সহিত হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)কে বিবাহ দেন তখন হযরত ফাতেমা

(রাযিঃ)এর সঙ্গে একটি চাদর, একটি চামড়ার বালিশ যাহার মধ্যে খেজুরের ছাল ভর্তি ছিল, দুইটি যাঁতা, একটি মশক ও দুইটি মটকা দিলেন। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, আমি একদিন হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)কে বলিলাম, আল্লাহর কসম, কুয়া হইতে বালতি টানিতে টানিতে আমার বুকে ব্যথা হইয়া গিয়াছে, তোমার পিতার নিকট আল্লাহ তায়ালা কিছু কয়েদী পাঠাইয়াছেন। তাঁহার খেদমতে যাইয়া একজন খাদেম চাহিয়া লও। হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) বলিলেন, যাঁতা চালানোর দরুন আমার হাতেও গিঁট পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার প্রিয় বেটি, কি মনে করিয়া আসিয়াছ? হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) বলিলেন, সালাম করিতে আসিয়াছি। লজ্জার দরুন প্রয়োজনের কথা বলিতে পারিলেন না। এমনিই ফিরিয়া আসিলেন। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করিয়াছ? তিনি বলিলেন, লজ্জার দরুন খাদেম চাহিতে পারি নাই। অতঃপর আমরা উভয়েই একত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ কুয়া হইতে পানি টানিতে টানিতে আমার বুকে ব্যথা হইয়া গিয়াছে। হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, যাঁতা ঘুরাইতে ঘুরাইতে আমার হাতে গিঁট পড়িয়া গিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা আপনার নিকট কয়েদী পাঠাইয়াছেন এবং কিছু সচ্ছলতা দান করিয়াছেন। কাজেই আমাদিগকেও একজন খাদেম দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহর কসম, আহলে সুফফার লোকজন ক্ষুধার কারণে তাহাদের পেটের চামড়ায় ভাঁজ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের উপর খরচ করার মত আমার নিকট আর কিছুই নাই, কাজেই এই সকল গোলাম বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য সুফফার লোকদের উপর ব্যয় করিব। ইহা শুনিয়া আমরা উভয়ে ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রে আমরা দুইজন ছোট একটি কম্বল জড়াইয়া শুইয়াছিলাম। যখন উহা দ্বারা মাথা ঢাকিতাম তখন পা খুলিয়া যাইত, আর যখন পা ঢাকিতাম মাথা খুলিয়া যাইত। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিলেন। আমরা তাড়াতাড়ি উঠিতে চাহিলাম, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা নিজের জায়গায় শুইয়া থাক। তারপর বলিলেন, তোমরা আমার নিকট যে খাদেম চাহিয়াছ, তোমাদিগকে উহা হইতে উত্তম জিনিস বলিয়া দিব কি? আমরা

আরজ করিলাম, অবশ্যই বলিয়া দিন। এরশাদ করিলেন, এই কয়েকটি কলেমা জিবরাঈল (আঃ) আমাকে শিখাইয়াছেন। তোমরা উভয়ে প্রত্যেক নামাযের পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদুলিল্লাহ, দশবার আল্লাহু আকবার পড়িয়া লইও। আর যখন বিছানায় শুইয়া পড় তখন তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পড়িও।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, যেদিন হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই কলেমাগুলি শিক্ষা দিয়াছেন সেদিন হইতে আমি কখনও উহা ছাড়ি নাই। ইবনে কাওয়া (রহঃ) হযরত আলী (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, সিফফীনের যুদ্ধের রাত্রেও কি আপনি উহা পড়া ছাড়েন নাই? তিনি বলিলেন, হে ইরাকবাসী, তোমার উপর আল্লাহর মার পড়ুক, সিফফীনের রাত্রেও আমি এই কলেমাগুলি ছাড়ি নাই। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُمَا يَسِيْرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ يُسَبِّحُ اللّٰهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ، قَالَ: فَقَالَ: خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيْزَانِ، وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِائَةً، فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيْزَانِ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ، قَالَ: كَيْفَ لَا يُحْصِيْهِمَا؟ قَالَ: يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، وَهُوَ فِي صَلَاةٍ، فَيَقُوْلُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، حَتّٰى شَغَلَهُ وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَعْقِلَ، وَيَأْتِيْهِ فِي مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتّٰى يَنَامَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: حديث صحيح ٥/٣٥٤

২৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুইটি অভ্যাস এমন রহিয়াছে, যে কোন মুসলমান উহার পাবন্দী করিবে সে জান্নাতে অবশ্যই প্রবেশ করিবে। সেই দুইটি অভ্যাস অত্যন্ত সহজ, কিন্তু উহার উপর আমলকারী অত্যন্ত কম। একটি এই যে, প্রত্যেক নামাযের

পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদুলিল্লাহ, দশবার আল্লাহু আকবার পড়িবে। হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি যে, নিজ অঙ্গুলীর উপর তিনি উহা গুণিতেছিলেন। এইভাবে (তিনটি কলেমা প্রতেক নামাযের পর দশবার করিয়া) পড়ার দ্বারা একশত পঞ্চাশবার হইবে, কিন্তু আমল ওজন করার পাল্লায় (দশগুণ বৃদ্ধির কারণে) পনের শত হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় অভ্যাস এই যে, যখন শুইবার জন্য বিছানায় যাইবে তখন সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার একশতবার পড়িবে। (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার এবং আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার) এরূপে একশত কলেমা পড়া হইলেও সওয়াবের হিসাবে একহাজার নেকী হইল। (এখন ইহা ও সারা দিনে নামাযের পরের সংখ্যা মিলাইয়া মোট দুই হাজার পাঁচশত নেকী হইয়া গেল।) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সারাদিনে দুই হাজার পাঁচশত গুনাহ কে করে? অর্থাৎ এই পরিমাণ গুনাহ হয় না অথচ দুই হাজার পাঁচশত নেকী লেখা হইয়া যায়।

হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই অভ্যাসগুলির উপর আমলকারী কম হওয়ার কারণ কি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, (কারণ এই যে,) শয়তান নামাযের মধ্যে আসিয়া বলে, অমুক প্রয়োজন বা অমুক কথা স্মরণ কর। অবশেষে তাহাকে এই সমস্ত খেয়ালে মশগুল করিয়া দেয়, যেন এই কলেমাগুলি পড়ার কথা খেয়াল না থাকে। আর শয়তান বিছানায় আসিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইতে থাকে। এইভাবে সে এই কলেমাগুলি না পড়িয়াই ঘুমাইয়া পড়ে। (ইবনে হিব্বান)

٣٠- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: يَا مُعَاذُ! وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ: أُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ! لَا تَدَعَنَّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُوْلُ: اللّٰهُمَّ! أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. رواه أبوداود، باب في الإستغفار، رقم:١٥٢٢

৩০. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার হাত ধরিয়া এরশাদ করিয়াছেন, হে মুআয, আল্লাহর কসম, তোমাকে আমি মহব্বত করি। অতঃপর বলিলেন, আমি তোমাকে অসিয়ত করিতেছি যে, কোন

নামাযের পর ইহা পড়িতে ছাড়িও না—

اللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমাকে সাহায্য করুন, যেন আমি আপনার যিকির করি, আপনার শোকর করি এবং উত্তমরূপে আপনার এবাদত করি। (আবু দাউদ)

٣١- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوْتَ. رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة، رقم:١٠٠، وفى رواية: **وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ** رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد، مجمع الزوائد ١٠/١٢٨

৩১. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়িবে তাহার জান্নাতে প্রবেশ করিতে শুধু মৃত্যুই বাধা হইয়া রহিয়াছে। এক রেওয়ায়াতে আয়াতুল কুরসীর সহিত সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ পড়ার কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। (তাবারানী,মাজমায়ে যাওয়ায়েদ, আমালুল ইয়াউমে ওয়াল লাইলাহ)

٣٢- عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِيْ دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ فِيْ ذِمَّةِ اللهِ إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرٰى رواه الطبرانى وإسناده حسن، مجمع الزوائد ١٠/١٢٨

৩২. হযরত হাসান ইবনে আলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়িয়া লয় সে পরবর্তী নামায পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার হেফাজতে থাকে। (তাবারানী ও মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٣- عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ نَبِيِّكُمْ ﷺ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ خَطَايَايَ وَذُنُوْبِيْ كُلَّهَا، اللَّهُمَّ وَانْعَشْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِيْ لِصَالِحِهَا، وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ. رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط وإسناده جيد، مجمع الزوائد ١٠/١٤٥

৩৩. হযরত আবু আইয়ুব (রাযিঃ) বলেন, আমি যখনই তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়িয়াছি, তাঁহাকে নামায শেষ করিয়া এই দোয়া পড়িতে শুনিয়াছি—

اللَّهُمَّ اغْفِرْ خَطَايَايَ وَذُنُوْبِيْ كُلَّهَا، اللَّهُمَّ وَانْعَشْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِيْ لِصَالِحِهَا، وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমার সমস্ত ভুল–ভ্রান্তি ও গুনাহ মাফ করিয়া দিন, আয় আল্লাহ, আমাকে উন্নতি দান করুন, আমার ক্রুটি–বিচ্যুতি দূর করিয়া দিন, এবং আমাকে উত্তম আমল ও উত্তম আখলাকের তৌফিক নসীব করুন, কারণ উত্তম আমল ও উত্তম আখলাকের প্রতি হেদায়াত আপনি ব্যতীত আর কেহ দিতে পারে না, এবং খারাপ আমল ও খারাপ আখলাক আপনি ব্যতীত আর কেহ দূর করিতে পারে না।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٤- عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه البخارى، باب فضل صلوة الفجر، رقم:٥٧٤

৩৪. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডার সময়ের নামায আদায় করে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (বোখারী)

ফায়দা ঃ দুই ঠাণ্ডার সময়ের নামায বলিতে ফজর ও আসরের নামায বুঝানো হইয়াছে। ফজর ঠাণ্ডার সময়ের শেষের দিকে ও আসর ঠাণ্ডার সময়ের শুরুতে আদায় করা হয়। এই দুই নামাযকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হইল, ফজরের নামায নিদ্রার আধিক্যের কারণে এবং আসরের নামায কাজ–কারবারে ব্যস্ততার দরুন আদায় করা কঠিন হইয়া যায়। অতএব যে ব্যক্তি এই দুই নামাযের পাবন্দী করিবে সে অবশ্যই বাকি তিন নামাযেরও পাবন্দী করিবে। (মেরকাত)

٣٥- عَنْ رُوَيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا، يَعْنِى الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. رواه مسلم، باب فضل صلاتى الصبح والعصر.....، رقم:١٤٣٦

৩৫. হযরত রুআইবাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামায আদায় করে—অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায, সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। (মুসলিম)

٣٦- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ يَوْمَهُ ذٰلِكَ كُلَّهُ فِي حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوْهٍ وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشِّرْكَ بِاللّٰهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب في ثواب كلمة التوحيد...، رقم:٣٤٧٤ ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة، رقم:١١٧ وذكر بِيَدِهِ الْخَيْرُ مكان يُحْيِي وَيُمِيْتُ، وزاد فيه: وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عِتْقُ رَقَبَةٍ، رقم:١٢٧ ورواه النسائي أيضا في عمل اليوم والليلة من حديث معاذ، وزاد فيه: وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ أُعْطِيَ مِثْلَ ذٰلِكَ فِي لَيْلَتِهِ. رقم:١٢٦

৩৬. হযরত আবু যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের পর (যেভাবে নামাযে বসে সেভাবে) হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কাহারো সহিত কথা বলার পূর্বে দশবার (নিম্নোক্ত কলেমাগুলি) পড়িয়া লয়। এক রেওয়ায়াতে আছে, আসরের নামাযের পরও দশবার পড়িয়া লয়, তাহার জন্য দশটি নেকী লিখিয়া দেওয়া হয়, দশটি গুনাহ মুছিয়া দেওয়া হয়, দশটি মর্তবা বুলন্দ করিয়া দেওয়া হয়। সারাদিন সে অবাঞ্ছিত ও অপছন্দনীয় জিনিস হইতে নিরাপদ থাকে। এই কলেমাগুলি শয়তান হইতে বাঁচাইবার জন্য পাহারাদারীর কাজ করে এবং সেদিন শিরক ব্যতীত আর কোন গুনাহ তাহাকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। এক রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক কলেমা পড়ার বিনিময়ে একটি করিয়া গোলাম আযাদ করার সওয়াব লাভ হয় এবং আসরের পর পড়ার দ্বারাও রাতভর সেরূপ সওয়াব লাভ হয় যেরূপ ফজরের পর পড়ার দ্বারা দিনভর

লাভ হয়। (কলেমাগুলি নিম্নরূপ)—

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ

لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

এক রেওয়ায়াতে يُحْيِي وَ يُمِيْتُ এর পরিবর্তে بِيَدِهِ الْخَيْرُ আসিয়াছে।

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই, তিনি আপন সত্তা ও গুণাবলীর মধ্যে একক, কেহ তাঁহার অংশীদার নাই। দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত রাজত্ব তাহারই, তাহারই হাতে সকল কল্যাণ। সকল প্রশংসা তাহারই জন্য তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দান করেন, তিনি সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। (তিরমিযী)

٣٧- عَنْ جُنْدُبٍ الْقَسْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللّٰهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلٰى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. رواه مسلم، باب فضل صلاة العشاء...، رقم:١٤٩٤

৩৭. হযরত জুন্দুব কাসরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করে সে আল্লাহ তায়ালার হেফাজতে আসিয়া যায়। (অতএব তাহাকে কষ্ট দিও না) এবং এই ব্যাপারে সতর্ক থাকিও যে, আল্লাহ তায়ালা যাহাকে আপন হেফাজতে লইয়াছেন তাহাকে কষ্ট দেওয়ার কারণে তিনি যেন তোমার নিকট কোন জিনিসের দাবী না করিয়া বসেন, কারণ আল্লাহ তায়ালা যাহাকে আপন হেফাজতে লইয়াছেন, তাহার ব্যাপারে যাহার নিকট কোন প্রকার দাবী করিবেন তাহাকে পাকড়াও করিবেন, অতঃপর তাহাকে উপুড় করিয়া জাহান্নামের আগুনে ফেলিয়া দিবেন। (মুসলিম)

٣٨- عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ: اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذٰلِكَ ثُمَّ مُتَّ فِي لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا، وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذٰلِكَ، فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ فِي يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا. رواه أبو داود، باب ما يقول إذا أصبح، رقم:٥٠٧٩

৩৮. হযরত মুসলিম ইবনে হারেস তামীমী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে চুপে চুপে বলিলেন, যখন তুমি মাগরিবের নামায হইতে ফারেগ হইয়া যাও তখন সাতবার এই দোয়া পড়িয়া লইও—

اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِیْ مِنَ النَّارِ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমাকে দোযখ হইতে নিরাপদ রাখিও। যদি তুমি ইহা পড়িয়া লও আর সেই রাত্রে তোমার মৃত্যু আসিয়া যায় তবে দোযখ হইতে নিরাপদ থাকিবে। যদি এই দোয়া সাতবার ফজরের নামাযের পরও পড়িয়া লও, আর সেই দিন তোমার মৃত্যু আসিয়া যায় তবে দোযখ হইতে নিরাপদ থাকিবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপে চুপে এই জন্য বলিয়াছেন যেন শ্রোতার মনে উহার গুরুত্ব পয়দা হয়।(বজঃ মাজহুদ)

٣٩- عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ فِیْ أَوَّلِ وَقْتِهَا. رواه أبوداؤد، باب المحافظة على الصلوات، رقم:٤٢٦

৩৯. হযরত উম্মে ফারওয়া (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সবচেয়ে উত্তম আমল কি? তিনি এরশাদ করিলেন, ওয়াক্তের শুরুতে নামায আদায় করা। (আবু দাউদ)

٤٠- عَنْ عَلِیٍّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: یَا أَهْلَ الْقُرْآنِ! أَوْتِرُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ یُحِبُّ الْوِتْرَ. رواه أبوداؤد، باب استحباب الوتر، رقم:١٤١٦

৪০. হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে কুরআনওয়ালাগণ, অর্থাৎ হে মুসলমানগণ, তোমরা বিতর নামায পড়িও। কারণ আল্লাহ তায়ালা বিতর অর্থাৎ বেজোড়। অতএব তিনি বিতর পড়াকে পছন্দ করেন। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ বিতর বেজোড় সংখ্যাকে বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা বিতর হওয়ার অর্থ হইল, তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। বিতর পড়াকে পছন্দ করার কারণও ইহাই যে, এই নামাযের রাকাত বেজোড়।

(মাজমায়ে বিহারিল আনওয়ার)

٤١- عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَیْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ، وَهِیَ خَیْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِیَ الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِیْمَا بَیْنَ الْعِشَاءِ إِلٰی طُلُوْعِ الْفَجْرِ. رواه أبوداؤد، باب استحباب الوتر، رقم:١٤١٨

৪১. হযরত খারেজাহ ইবনে হোযাফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিলেন এবং এরশাদ করিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা আরেকটি নামায তোমাদিগকে দান করিয়াছেন যাহা তোমাদের জন্য লালবর্ণের উটের পাল হইতে উত্তম। আর তাহা বেতরের নামায। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য উহা আদায়ের সময় এশার নামাযের পর হইতে ফজর পর্যন্ত নির্ধারণ করিয়াছেন। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ আরবদের নিকট লালবর্ণের উট অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ মনে করা হইত।

٤٢- عَنْ أَبِی الدَّرْدَاءِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِیْ خَلِیْلِیْ ﷺ بِثَلَاثٍ: بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَرَكْعَتَیِ الْفَجْرِ.

رواه الطبرانی فی الكبیر ورجاله رجال الصحیح، مجمع الزوائد٢/٤٦٠

৪২. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমাকে আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বিষয়ের অসীয়ত করিয়াছেন, প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখা, শুইবার আগে বেতর পড়িয়া লওয়া এবং ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করা।(তাবারানী, মাজঃ যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ যাহাদের রাত্রে উঠার অভ্যাস আছে তাহাদের জন্য (রাত্রে তাহাজ্জুদের সময়) উঠিয়া বেতর পড়া উত্তম। আর যদি রাত্রে উঠার অভ্যাস না থাকে তবে ঘুমাইবার পূর্বেই বেতর পড়িয়া লওয়া উচিত।

٤٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا إِیْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طُهُوْرَ لَهُ، وَلَا دِیْنَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّیْنِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ. رواه الطبرانی فی الأوسط والصغیر وقال: تفرد به الحسین بن الحكم الحبری، الترغیب ١/٢٤٦

৪৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমানতদার নহে সে কামেল ঈমানদার নহে। যাহার অযূ নাই তাহার নামায আদায় হয় নাই। আর যে ব্যক্তি নামায পড়ে না তাহার কোন দ্বীন নাই। দ্বীনের মধ্যে নামাযের মর্যাদা এমন যেমন শরীরের মধ্যে মাথার মর্যাদা। অর্থাৎ মাথা ব্যতীত যেমন মানুষ জীবিত থাকিতে পারে না তদ্রূপ নামায ব্যতীত দ্বীন বাকি থাকিতে পারে না। (তাবারানী, তারগীব)

٤٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ. رواه مسلم، باب بيان إطلاق اسم الكفر ......، رقم: ٢٤٧

৪৪. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, নামায ছাড়িয়া দেওয়া মুসলমানকে কুফর ও শিরক পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ ওলামায়ে কেরাম এই হাদীসের কয়েকটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, বেনামাযী গুনাহের কাজে নির্ভীক হইয়া যায়। এই কারণে তাহার কুফরীতে দাখেল হইয়া যাওয়ার আশংকা থাকে। দ্বিতীয় এই যে, বেনামাযীর জন্য বেঈমান হইয়া মৃত্যুর আশংকা রহিয়াছে। (মেরকাত)

٤٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. رواه البزار والطبراني في الكبير، وفيه: سهل بن محمود ذكره ابن أبي حاتم وقال: روى عنه أحمد بن ابراهيم الدورقي و سعدان بن يزيد، قلت: وروى عنه محمد بن عبد الله المخرمي ولم يتكلم فيه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/٢٦

৪৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামায ছাড়িয়া দেয় সে আল্লাহর সহিত এমনভাবে সাক্ষাৎ করিবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি অত্যাধিক নারাজ থাকিবেন।

(বাযযার, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٤٦- عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٤: ٣٣٠

৪৬. হযরত নাওফাল ইবনে মুআবিয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার এক ওয়াক্ত নামায ছুটিয়া গেল তাহার যেন ঘরবাড়ী পরিবার পরিজন ও মালদৌলত সবই ছিনাইয়া লওয়া হইল। (ইবনে হিব্বান)

٤٧- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. رواه أبو داؤد، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم: ٤٩٥

৪৭. হযরত আমর ইবনে শোআইব তাহার পিতা হইতে এবং তিনি তাহার পিতা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিজ সন্তানদিগকে সাত বৎসর বয়সে নামাযের হুকুম কর। দশ বৎসর বয়সে নামায না পড়িলে তাহাদেরকে মার এবং এই বয়সে (ভাইবোনের) বিছানা পৃথক করিয়া দাও। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ মারধর করিতে ইহার খেয়াল রাখিবে যেন, শারীরিক কোন ক্ষতি না হয়।

জামাতের সহিত নামায আদায়

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ﴾ [البقرة:٤٣]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর, আর রুকু করণেওয়ালাদের সঙ্গে রুকু কর অর্থাৎ জামাতের সহিত নামায আদায় কর। (সূরা বাকারাহ)

হাদীস শরীফ

৪৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ صَلَاةً، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا. رواه أبو داوُد، باب رفع الصوت بالأذان، رقم:٥١٥

৪৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুয়ায্যিনের গুনাহ ঐ স্থান পর্যন্ত মাফ করিয়া দেওয়া হয় যেস্থান পর্যন্ত তাহার আযানের আওয়াজ পৌঁছায়। (অর্থাৎ যদি এত দূর পর্যন্ত জায়গা তাহার গুনাহ দ্বারা ভরিয়া যায় তবুও সমুদয় গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়) প্রাণী ও নিষ্প্রাণ যাহারাই মুয়াযযিনের আওয়াজ শুনিতে পায় তাহারা সকলেই কেয়ামতের দিন তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দান করিবে। মুয়াযযিনের আওয়াজ শুনিয়া যাহারা নামায পড়িতে আসে তাহাদের জন্য পঁচিশ নামাযের সওয়াব লিখিয়া দেওয়া হয় এবং এক নামায হইতে বিগত নামায পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ কোন কোন ওলামাদের মতে পঁচিশ নামাযের সওয়াব মুয়াযযিনের জন্য এবং তাহার এক আযান হইতে বিগত আযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী গুনাহসমূহ মাফ হইয়া যায়। (বযলুল মাজহুদ)

৪৯- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مُنْتَهٰى أَذَانِهِ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ. رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار إلا أنه قال: وَيُجِيْبُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٨١/٢

৪৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে স্থান পর্যন্ত মুয়াযযিনের আওয়াজ পৌঁছে, সে স্থান পর্যন্ত তাহার মাগফিরাত করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক প্রাণী ও নিষ্প্রাণ যাহারাই তাহার আযান শুনিতে পায় তাহার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে। এক রেওয়ায়াতে আছে, প্রত্যেক প্রাণী ও নিষ্প্রাণ জিনিস তাহার আযানের জওয়াব দেয়। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, বায্যার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

৫০- عَنْ أَبِي صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُوْسَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: إِذَا كُنْتَ فِي الْبَوَادِيْ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ شَجَرٌ، وَلَا مَدَرٌ، وَلَا حَجَرٌ، وَلَا جِنٌّ، وَلَا إِنْسٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ. رواه ابن خزيمة ٢٠٣/١

৫০. হযরত আবু সা'সাআহ (রাযিঃ) বলেন, হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) (আমাকে) বলিয়াছেন, তুমি যখন ময়দানে থাক তখন উচ্চস্বরে আযান দিও, কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে গাছ, মাটির ঢিলা, পাথর জ্বিন ও ইনসান মুয়াযযিনের আওয়াজ শুনিতে পায় তাহারা সকলে কেয়ামতের দিন মুয়াযযিনের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। (ইবনে খুযাইমাহ)

৫১- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلّٰى مَعَهُ. رواه النسائي، باب رفع الصوت بالأذان، رقم:٦٤٧

৫১. হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা প্রথম কাতারে যাহারা শরীক হয় তাহাদের উপর রহমত নাযিল করেন, ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন, এবং মুয়াযযিন যত বেশী তাহাদের আওয়াজকে উঁচা করে ততবেশী তাহার গুনাহকে মাফ করিয়া দেওয়া হয়। যে সমস্ত প্রাণী বা নিষ্প্রাণ জিনিস তাহার আযান শুনে সকলে তাহার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং মুয়াযযিন সেই সকল নামাযীদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করে যাহারা তাহার সহিত নামায আদায় করিয়াছে। (নাসায়ী)

ফায়দা ঃ কোন কোন ওলামায়ে কেরাম হাদীসের দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ এরূপও বর্ণনা করিয়াছেন যে, আযানের স্থান হইতে আযানের আওয়াজ পৌঁছা পর্যন্ত মধ্যবর্তী স্থানে মুয়াযযিনের যত গুনাহ হইয়াছে সমুদয় গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। এক অর্থ ইহাও করা হইয়াছে যে, যেখান পর্যন্ত মুয়াযযিনের আযানের আওয়াজ পৌঁছে সেখান পর্যন্ত সমস্ত লোকের গুনাহ মুয়াযযিনের সুপারিশের দ্বারা মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

(বযলুল মাজহুদ)

٥٢- عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: الْمُؤَذِّنُوْنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه مسلم، باب فضل الأذان.....رقم:٨٥٢

৫২. হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মুয়াযযিন কেয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা লম্বা ঘাড়ওয়ালা হইবে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ ওলামায়ে কেরাম এই হাদীসের কয়েকটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক এই যে, যেহেতু মুয়াযযিনের আযান শুনিয়া সকলে নামাযের জন্য মসজিদে যায় সেহেতু নামাযীগণ অনুসারী ও মুয়াযযিন আসল হইল। আর যে আসল হয় সে সরদার হইয়া থাকে। অতএব মুয়াযযিনের ঘাড় লম্বা হইবে যেন তাহার মাথা সকলের উপরে দেখা যায়। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, মুয়াযযিন যেহেতু অনেক বেশী সওয়াব লাভ করিবে সেহেতু সে নিজের অধিক সওয়াবের আগ্রহে বারবার ঘাড় উঠাইয়া দেখিবে। এই কারণে তাহার ঘাড় লম্বা দেখাইবে। তৃতীয় ব্যাখ্যা এই যে, মুয়াযযিনের ঘাড় উন্নত হইবে, কারণ সে নিজ আমলের উপর লজ্জিত হইবে না। যে লজ্জিত হয় তাহার ঘাড় ঝুকানো থাকে। চতুর্থ ব্যাখা এই যে, ঘাড় লম্বা হওয়ার অর্থ হইল, হাশরের ময়দানে মুয়াযযিনকে সকলের চাইতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দেখা যাইবে। কোন কোন ওলামায়ে কেরামের মতে

হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, কেয়ামতের দিন মুয়াযযিন দ্রুতগতিতে জান্নাতের দিকে যাইবে। (নাভাভী)

٥٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ بِتَأْذِيْنِهِ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَبِإِقَامَتِهِ ثَلَاثُوْنَ حَسَنَةً. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي ١/٢٠٥

৫৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি বার বৎসর আযান দিয়াছে তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। তাহার জন্য প্রত্যেক আযানের বিনিময়ে ষাট নেকী লেখা হয় এবং প্রত্যেক একামতের বিনিময়ে ত্রিশ নেকী লেখা হয়। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٥٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ثَلَاثَةٌ لَا يَهُوْلُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ، وَلَا يَنَالُهُمُ الْحِسَابُ، هُمْ عَلٰى كَثِيْبٍ مِنْ مِسْكٍ حَتّٰى يُفْرَغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ: رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ، وَأَمَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ رَاضُوْنَ بِهِ، وَدَاعٍ يَدْعُوْ إِلَى الصَّلَوَاتِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ، وَعَبْدٌ أَحْسَنَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَفِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوَالِيْهِ. رواه الترمذي باختصار، وقد رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه: عبد

৫৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন ব্যক্তি এমন আছে যাহাদের জন্য কেয়ামতের কঠিন পেরেশানীর ভয় নাই, তাহাদের কোন হিসাব কিতাব দিতে হইবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত মাখলুক তাহাদের হিসাব কিতাব হইতে অবসর হইবে ততক্ষণ তাহারা মেশকের টিলার উপর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। এক সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কুরআন পড়িয়াছে এবং এমনভাবে ইমামতী করিয়াছে যে, মুক্তাদীগণ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট রহিয়াছে। দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লোকদেরকে নামাযের জন্য ডাকে। তৃতীয় সেই ব্যক্তি যে নিজের রবের সহিতও ভাল সম্পর্কে রাখিয়াছে এবং নিজ অধীনস্থ লোকদের সহিতও ভাল সম্পর্ক রাখিয়াছে।

(তিরমিযী, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ثَلَاثَةٌ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ -أُرَاهُ قَالَ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُمُ الْأَوَّلُوْنَ وَالْآخِرُوْنَ: رَجُلٌ يُنَادِيْ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَرَجُلٌ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُوْنَ، وَعَبْدٌ أَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ. رواه الترمذى وقال: هذاحديث حسن غريب، باب أحاديث فى صفة الثلاثة الذين يحبهم الله، رقم:٢٥٦٦

৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন প্রকারের লোক কেয়ামতের দিন মেশকের টিলার উপর অবস্থান করিবে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ তাহাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইবে। এক সেই ব্যক্তি যে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য আযান দিত। দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যে লোকদের এমনভাবে ইমামতী করিয়াছে যে, তাহারা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট রহিয়াছে। তৃতীয় সেই গোলাম যে আল্লাহ তায়ালার হকও আদায় করিয়াছে আবার আপন মনিবের হকও আদায় করিয়াছে। (তিরমিযী)

٥٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اَللّٰهُمَّ! أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ.

رواه أبوداؤد، باب ما يجب على المؤذن رقم:٥١٧

৫৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইমাম একজন দায়িত্ববান ব্যক্তি, আর মুয়াযযিনের উপর নির্ভর করা হয়। আয় আল্লাহ, ইমামদের পথ প্রদর্শন করুন, আর মুয়াযযিনদের মাগফিরাত করুন। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ ইমাম দায়িত্ববান হওয়ার অর্থ এই যে, ইমামের উপর যেমন তাহার নিজের নামাযের দায়িত্ব আছে তেমনি মুক্তাদীদের নামাযেরও দায়িত্ব রহিয়াছে। কাজেই ইমামের জন্য যথাসম্ভব জাহেরী ও বাতেনীভাবে উত্তমরূপে নামায পড়ার চেষ্টা করা উচিত। এইজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে তাহাদের জন্য দোয়াও করিয়াছেন। 'মুয়াযযিনের উপর নির্ভর করা হয়' এর অর্থ এই যে, লোকেরা নামায রোযার সময়ের ব্যাপারে তাহার উপর আস্থা রাখিয়াছে। কাজেই মুয়াযযিনের জন্য সঠিক সময়ে আযান দেওয়া উচিত। যেহেতু কখনও

কখনও আযানের সময়ের ব্যাপারে মুয়াযযিনের দ্বারা ভুল হইয়া যায় সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করিয়াছেন। (বযলুল মাজহুদ)

٥٧- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، ذَهَبَ حَتّٰى يَكُوْنَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ قَالَ سُلَيْمَانُ رَحِمَهُ اللّٰهُ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ؟ فَقَالَ: هِيَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ سِتَّةٌ وَّثَلَاثُوْنَ مِيْلًا. رواه مسلم، باب فضل الأذان..... رقم:٨٥٤

৫৭. হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, শয়তান যখন নামাযের আযান শোনে তখন সে রাওহা নামক স্থান পর্যন্ত দূরে চলিয়া যায়। হযরত সুলাইমান (রহঃ) বলেন, আমি হযরত জাবের (রাযিঃ)এর নিকট রাওহা নামক স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, উহা মদীনা হইতে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। (মুসলিম)

٥٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِيْنَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِيْنُ أَقْبَلَ، حَتّٰى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتّٰى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيْبُ أَقْبَلَ، حَتّٰى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ. يَقُوْلُ لَهُ: اذْكُرْ كَذَا، وَاذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ، حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِيْ كَمْ صَلّٰى. رواه مسلم، باب فضل الأذان..... رقم:٨٥٩

৫৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান সশব্দে বায়ু ত্যাগ করিতে করিতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ভাগিয়া যায়, যেন আযান শুনিতে না হয়। আযান শেষ হইবার পর আবার ফিরিয়া আসে। যখন একামত বলা হয় তখন আবার সে ভাগিয়া যায়। একামত শেষ হইবার পর নামাযীর অন্তরে ওয়াসওয়াসা দিবার জন্য পুনরায় সে ফিরিয়া আসে। সুতরাং সে নামাযীকে বলে, এই কথা স্মরণ কর, এই কথা স্মরণ কর। এমন এমন কথা স্মরণ করায় যাহা নামাযের পূর্বে নামাযীর স্মরণ ছিল না। অবশেষে নামাযীর ইহাও

স্মরণ থাকে না যে, কত রাকাত হইয়াছে। (মুসলিম)

٥٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا. (وهوجزء من الحديث) رواه البخارى، باب الإستهام فى الأذان، رقم:٦١٥

৫৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি লোকেরা আযান ও প্রথম কাতারে (নামাযে)র সওয়াব জানিত এবং লটারী ব্যতীত আজান ও প্রথম কাতার হাসিল করা সম্ভব না হইত তবে তাহারা অবশ্যই লটারী করিত। (বোখারী)

٦٠- عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضٍ قِيٍّ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ، فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُوْدِ اللّٰهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ. رواه عبد الرزاق فى مصنفه ١/٥١٠

৬০. হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কেহ মাঠে থাকে আর নামাযের সময় হইয়া যায় তবে অযূ করিবে, আর যদি পানি না পায়, তবে তায়াম্মুম করিবে। অতঃপর যখন সে একামত বলিয়া নামায পড়ে তখন তাহার (আমলনামা লেখক) দুই ফেরেশতা তাহার সহিত নামায পড়ে। আর যদি আযান দেয়, তারপর একামত বলিয়া নামায পড়ে তবে তাহার পিছনে আল্লাহ তায়ালার বাহিনী অর্থাৎ ফেরেশতাদের এত বিরাট সংখ্যা নামায আদায় করে যাহার দুই কিনারা দৃষ্টিগোচর হয় না। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক)

٦١- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: يَعْجَبُ رَبُّكَ عَزَّوَجَلَّ مِنْ رَاعِى غَنَمٍ فِىْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّىْ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: اُنْظُرُوْا إِلٰى عَبْدِىْ هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ. رواه أبوداود، باب الأذان فى السفر، رقم:١٢٠٣

৬১. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের রব সেই বকরীর রাখালের প্রতি অত্যধিক খুশী হন, যে কোন পাহাড়ের চূড়ায় আযান দেয় এবং নামায আদায় করে। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার এই বান্দাকে দেখ, আযান দিয়া নামায আদায় করিতেছে। সে এইসব আমার ভয়ে করিতেছে। আমি আমার বান্দাকে মাফ করিয়া দিলাম এবং তাহার জান্নাতে প্রবেশ করা সাব্যস্ত করিয়া দিলাম। (আবু দাউদ)

٦٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُ بَعْضًا. رواه أبوداود، باب الدعاء عند اللقاء، رقم:٢٥٤٠

৬২. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুই সময়ে দোয়া ফেরৎ দেওয়া হয় না। এক আযানের সময়, দ্বিতীয় যখন যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। (আবু দাউদ)

٦٣- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ. رواه مسلم، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ۰۰۰۰۰، رقم:٨٥١

৬৩. হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনার সময় ইহা বলিবে—

وَأَنَاأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا

তাহার গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

অর্থ ঃ আমিও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, তিনি এক, তাহার কোন শরীক নাই এবং এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও

রাসূল এবং আমি আল্লাহ তায়ালাকে রব স্বীকার করার উপর, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে রাসূল স্বীকার করার উপর এবং ইসলামকে দ্বীন স্বীকার করার উপর সন্তুষ্ট আছি। (মুসলিম)

٦٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِىْ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَالَ مِثْلَ هٰذَا يَقِيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا ووافقه الذهبى ١/٢٠٤

৬৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ছিলাম। হযরত বেলাল (রাযিঃ) আযান দেওয়ার জন্য দাঁড়াইলেন। তিনি যখন আযান শেষ করিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি একীনের সহিত এই কলেমাগুলি বলিবে যাহা মুয়াযযিন বলিয়াছে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

ফায়দা ঃ এই রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আযানের জওয়াব দাতা সেই শব্দগুলি পুনরাবৃত্তি করিবে যাহা মুয়াযযিন বলিয়াছে। অবশ্য হযরত ওমর (রাযিঃ)এর রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ও حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ এর জওয়াবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলিতে হইবে। (মুসলিম)

٦٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَاِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ. رواه أبوداود، باب ما يقول إذا سمع المؤذن، ورواه ابن حبان ... الصمد بن عبد العزيز المقرى ذكره ابن حبان فى الثقات، مجمع الزوائد ٢/٨٥

৬৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মুয়াযযিনগণ আজর ও সওয়াব হিসাবে আমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী রহিয়াছে। (এমন কোন আমল আছে কি যে আমরাও মুয়াযযিনের ন্যায় ফজীলত হাসিল করিতে পারি?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সেই কলেমাগুলি বল যেগুলি মুয়াযযিন বলে। অতঃপর আযানের জওয়াব শেষ করিয়া দোয়া কর, (যাহা চাহিবে) তাহা দেওয়া হইবে। (আবু দাউদ)

٦٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُوْلُوا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِىَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِىْ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ، وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ، فَمَنْ سَاَلَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ. رواه مسلم، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه.....، رقم:٨٤٩

৬৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যখন মুয়াযযিনের আওয়াজ শুন তখন মুয়াযযিন যেরূপ বলে সেরূপ তোমরাও বল, অতঃপর আমার প্রতি দরূদ পাঠাও। যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠায় আল্লাহ তায়ালা ইহার বিনিময়ে দশটি রহমত প্রেরণ করেন। অতঃপর আমার জন্য আল্লাহর নিকট উসীলার দোয়া কর। কারণ উসীলা জান্নাতে একটি বিশেষ মর্যাদা, যাহা আল্লাহ তাআলার বান্দাগণের মধ্য হইতে একজনের জন্য নির্ধারণ করা হইয়াছে। আমি আশা করি সেই বান্দা আমিই হইব। যে ব্যক্তি আমার জন্য উসীলার দোয়া করিবে সে আমার শাফায়াতের হকদার হইবে। (মুসলিম)

٦٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه البخارى، باب الدعاء عند النداء، رقم:٦١٤ ورواه البيهقى فى سننه الكبرى، وزاد فى آخره: إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ١/٤١٠

৬৭. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনিয়া এই দোয়া করিবে—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

কেয়ামতের দিন তাহার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হইবে।

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ দাওয়াত ও (আযানের পর) আদায়কৃত নামাযের রব, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে উসীলা দান করুন এবং সম্মান দান করুন, এবং তাহাকে সেই মাকামে মাহমূদে পৌঁছাইয়া দিন যাহার ওয়াদা আপনি তাহার সহিত করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে, আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।(বোখারী, বাইহাকী)

٦٨- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُنَادِى الْمُنَادِى: اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ النَّافِعَةِ، صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَارْضَ عَنْهُ رِضًا لَا تَسْخَطُ بَعْدَهُ، اسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ دَعْوَتَهُ. رواه أحمد ٣٣٧/٣

৬৮. হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনিয়া এই দোয়া করিবে—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ النَّافِعَةِ، صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَارْضَ عَنْهُ رِضًا لَا تَسْخَطُ بَعْدَهُ

আল্লাহ তায়ালা তাহার দোয়া কবুল করিবেন।

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, হে এই পরিপূর্ণ দাওয়াত (আযান) ও উপকারী নামাযের রব, হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর উপর রহমত নাযিল করুন, আর আপনি তাহার প্রতি এরূপ সন্তুষ্ট হইয়া যান যে, উহার পর আর কখনও অসন্তুষ্ট হইবেন না। (মুসনাদে আহমাদ)

٦٩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَالُوْا: فَمَاذَا نَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: سَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. رواه الترمذى وقال:

৬৯. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া রদ হয় না, অর্থাৎ কবুল হইয়া যায়। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কি

দোয়া করিব? তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের আফিয়াত (অর্থাৎ নিরাপত্তা) চাও। (তিরমিযী)

٧٠- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيْبَ الدُّعَاءُ. رواه أحمد ٣٤٢/٣

৭০. হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন নামাযের জন্য একামত বলা হয় তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং দোয়া কবুল করা হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

٧١- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدٰى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةٌ، وَيُمْحٰى عَنْهُ بِالْأُخْرٰى سَيِّئَةٌ، فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلَا يَسْعَ، فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا. قَالُوْا: لِمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا. رواه الإمام مالك فى الموطأ، جامع الوضوء ص ٢٢

৭১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে, অতঃপর নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে যায়, যতক্ষণ সে এই উদ্দেশ্যের উপর কায়েম থাকে ততক্ষণ নামাযের সওয়াব পাইতে থাকে। তাহার এক কদমে একটি নেকী লেখা হয়। অপর কদমে একটি গুনাহ মিটাইয়া দেওয়া হয়। তোমাদের কেহ একামত শুনিয়া দৌড়াইবে না। আর তোমাদের যাহার ঘর মসজিদ হইতে যত দূরে হইবে ততই তাহার সওয়াব বেশী হইবে। হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ)এর শাগরেদগণ ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু হোরায়রা, ঘর দূরে হওয়ার কারণে সওয়াব কেন বেশী হইবে? বলিলেন, কদম বেশী হওয়ার কারণে।

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক (রহঃ))

٧٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِيْ بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِيْ صَلَاةٍ حَتّٰى يَرْجِعَ فَلَا يَقُلْ هٰكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ٢٠٦/١

৭২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন ঘর হইতে অযূ করিয়া মসজিদে আসে তখন ঘরে ফিরা পর্যন্ত নামাযের সওয়াব পাইতে থাকে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের একহাতের অঙ্গুলিগুলি অপর হাতের অঙ্গুলিসমূহের মধ্যে ঢুকাইয়া বলিলেন, এরূপ করা উচিত নয়। (মুসতাদরাকে হাকেম)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যেমন নামাযরত অবস্থায় একহাতের অঙ্গুলি অপর হাতের অঙ্গুলির মধ্যে ঢুকানো দুরস্ত নাই এবং অকারণে এরূপ করা পছন্দনীয় নয় তেমনি যে ব্যক্তি ঘর হইতে অযূ করিয়া নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে তাহার জন্যও এরূপ করা সমীচীন নয়। কারণ নামাযের সওয়াব হাসিল করার কারণে এই ব্যক্তিও যেন নামাযরত রহিয়াছে। যেমন অন্যান্য রেওয়ায়াতে ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝানো হইয়াছে।

٧٣- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنٰى إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرٰى إِلَّا حَطَّ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً، فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدْ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى فِيْ جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ صَلّٰى مَا أَدْرَكَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ، كَانَ كَذٰلِكَ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ، كَانَ كَذٰلِكَ. رواه

أبوداود، باب ما جاء في الهدى في المشي إلى الصلاة، رقم:٥٦٣

৭৩. হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রহঃ) একজন আনসারী সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যখন তোমাদের কেহ উত্তমরূপে অযূ করিয়া নামাযের উদ্দেশ্যে বাহির হয় তখন প্রত্যেক ডান পা উঠানোর উপর আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য একটি নেকী লিখিয়া দেন এবং প্রত্যেক বাম পা রাখার উপর তাহার একটি গুনাহ মাফ করিয়া দেন। (এখন তাহার ইচ্ছা) ছোট ছোট কদম রাখুক অথবা লম্বা লম্বা কদম রাখুক। যদি এই ব্যক্তি মসজিদে আসিয়া জামাতের সহিত নামায পড়িয়া লয় তবে তাহার মাগফিরাত করিয়া দেওয়া হয়। আর যদি

মসজিদে আসিয়া দেখে, জামাত হইতেছে এবং লোকেরা নামাযের কিছু অংশ পড়িয়া ফেলিয়াছে আর কিছু বাকি আছে। অতঃপর সে জামাতের সহিত যে পরিমাণ পায় পড়িয়া লয়, অবশিষ্ট নামায নিজে পুরা করিয়া লয় তবুও তাহার মাগফিরাত করিয়া দেওয়া হয়। আর যদি এই ব্যক্তি মসজিদে আসিয়া দেখে যে, লোকেরা নামায পড়িয়া ফেলিয়াছে, অতঃপর সে নিজের নামায পড়িয়া লয় তবুও তাহার মাগফিরাত করিয়া দেওয়া হয়। (আবু দাউদ)

٧٤- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلٰى صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلٰى تَسْبِيْحِ الضُّحٰى لَا يُنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلٰى إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِيْ عِلِّيِّيْنَ.

رواه أبوداود، باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلوة، رقم:٥٥٨

৭৪. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের ঘর হইতে উত্তমরূপে অযূ করিয়া ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে বাহির হয় সে এহরাম বাঁধিয়া হজ্জে গমনকারী ব্যক্তির ন্যায় সওয়াব লাভ করে। আর যে ব্যক্তি শুধু চাশতের নামায আদায়ের জন্য কষ্ট করিয়া নিজের জায়গা হইতে বাহির হয় সে ওমরা আদায়কারীর ন্যায় সওয়াব লাভ করে। এক নামাযের পর আরেক নামায এইভাবে আদায় করা যে মধ্যবর্তী সময়ে কোন অনর্থক কাজ বা অনর্থক কথা না হয়, এই আমল উঁচা মরতবার আমলের মধ্যে লেখা হয়। (আবু দাউদ)

٧٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ وَيُسْبِغُهُ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ لَا يُرِيْدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيْهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللّٰهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ.

رواه ابن خزيمة في صحيحه ٢/٣٧٤

৭৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযূ করে এবং অযূকে পরিপূর্ণরূপে করে। অতঃপর সে শুধু নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে আল্লাহ তায়ালা সেই বান্দার উপর

এরূপ খুশী হন যেরূপ দূরে চলিয়া যাওয়া কোন আত্মীয় হঠাৎ আগমন করিলে ঘরের লোকেরা খুশী হয়। (ইবনে খুযাইমাহ)

٧٦- عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فِيْ بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَهُوَ زَائِرُ اللّٰهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ. رواه الطبراني في الكبير وأحد إسناديه رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٢/١٤٩

৭৬. হযরত সালমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজ ঘর হইতে উত্তমরূপে অযূ করিয়া মসজিদে আসে সে আল্লাহ তায়ালার মেহমান। (আল্লাহ তায়ালা তাহার মেজবান।) আর মেজবানের দায়িত্ব হইল মেহমানের সম্মান করা। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٧٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوْا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، قَالُوْا: نَعَمْ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَدْ أَرَدْنَا ذٰلِكَ. فَقَالَ: يَا بَنِيْ سَلِمَةَ! دِيَارَكُمْ! تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ! تُكْتَبْ آثَارُكُمْ. رواه مسلم، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، رقم:١٥١٩

৭৭. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, মসজিদে নাবাবীর আশেপাশে কিছু খালি জমিন পড়িয়াছিল। (মদীনা মুনাওয়ারার একটি গোত্র) বনু সালামা (যাহাদের ঘরগুলি মসজিদ হইতে দূরে ছিল, তাহারা) মসজিদের নিকটবর্তী কোথাও স্থানান্তরিত হইবার ইচ্ছা করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই সংবাদ পৌছিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, তোমরা মসজিদের নিকট স্থানান্তরিত হইতে চাও। তাহারা আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই আমরা ইহাই চাহিতেছি। তিনি এরশাদ করিলেন, হে বনু সালামা, তোমরা সেখানেই থাক। তোমাদের (মসজিদ পর্যন্ত আসার) সমস্ত কদম লেখা হয়। সেখানেই থাক, তোমাদের (মসজিদ পর্যন্ত আসার) সমস্ত কদম লেখা হয়। (মুসলিম)

٧٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مِنْ حِيْنِ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى مَسْجِدِيْ فَرِجْلٌ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً، وَرِجْلٌ تَحُطُّ عَنْهُ سَيِّئَةً حَتَّى يَرْجِعَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٥٠٣/٤

৭৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন ঘর হইতে আমার মসজিদের উদ্দেশ্যে বাহির হয় তখন তাহার ঘরে ফিরা পর্যন্ত প্রত্যেক কদমে একটি নেকী লেখা হয় এবং প্রত্যেক দ্বিতীয় কদমে একটি গুনাহ মিটাইয়া দেওয়া হয়। (ইবনে হিব্বান)

٧٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ _قَالَ: تَعْدِلُ بَيْنَ الإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ فِيْ دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ، صَدَقَةٌ_ قَالَ: وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيْطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ. رواه مسلم، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ....، رقم:٢٣٣٥

৭৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষের উপর জরুরী যে, সূর্য উদয় হয় এমন প্রতিদিন আপন শরীরের প্রতিটি জোড় বা গ্রন্থির পক্ষ হইতে (উহার সুস্থ ও সচল থাকার শোকর হিসাবে) একটি করিয়া সদকা আদায় করে। তোমাদের দুই ব্যক্তির মধ্যে ইনসাফ করিয়া দেওয়া একটি সদকা, কাহাকেও তাহার বাহনের উপর বসাইতে অথবা তাহার সামানপত্র উহার উপর উঠাইতে তাহার সাহায্য করা একটি সদকা, ভাল কথা বলা একটি সদকা, নামাযের জন্য যে কদম উঠাও উহার প্রতিটি এক একটি সদকা, পথ হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া দাও, ইহাও একটি সদকা। (মুসলিম)

٨٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ لَيُضِيْءُ لِلَّذِيْنَ يَتَخَلَّلُوْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ بِنُوْرٍ سَاطِعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن، مجمع الزوائد٢/١٤٨

৮০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহারা অন্ধকারে মসজিদের দিকে যায় কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে (চারিদিক) আলোকিত করে এমন নূর দ্বারা নূরান্বিত করিবেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٨١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْمَشَّاءُوْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ، أُولٰئِكَ الْخَوَّاضُوْنَ فِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. رواه ابن ماجه وفی إسناده اسماعيل بن رافع تكلم فيه الناس، وقال الترمذی: ضعفه بعض أهل العلم وسمعت محمدا يعنی البخاری يقول هو ثقة مقارب الحديث، الترغيب ٢١٣/١

৮১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, অন্ধকারে অধিক পরিমাণে মসজিদে যাতায়াতকারী লোকেরাই আল্লাহ তায়ালার রহমতের ভিতর ডুবদানকারী। (ইবনে মাজাহ, তারগীব)

٨٢- عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أبوداوٗد، باب ما جاء فی المشی إلی الصلوة فی الظلم، رقم: ٥٦١

৮২. হযরত বুরাইদাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহারা অন্ধকারে অধিক পরিমাণে মসজিদে যাতায়াত করে তাহাদিগকে কেয়ামতের দিন পূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনাইয়া দাও। (আবু দাউদ)

٨٣- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ يُكَفِّرُ الْخَطَايَا، وَيَزِيْدُ فِي الْحَسَنَاتِ؟ قَالُوْا: بَلٰى، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ -أَوِ الطُّهُوْرِ- فِي الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلٰى هٰذَا الْمَسْجِدِ، وَالصَّلَاةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَمَا مِنْ أَحَدٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا حَتّٰى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ، أَوْ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الَّتِيْ بَعْدَهَا، إِلَّا

قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ. (الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ١٢٧/٢

৮৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন জিনিস বলিয়া দিব না, যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা গুনাহসমূহকে মাফ করিয়া দেন এবং নেকীসমূহকে বৃদ্ধি করিয়া দেন? সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই বলিয়া দিন। এরশাদ করিলেন, মনের অনিচ্ছা সত্ত্বে (যেমন শীতের মৌসুমে) উত্তমরূপে অযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক পরিমাণে কদম উঠানো, এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকা। যে ব্যক্তি নিজ ঘর হইতে অযূ করিয়া মসজিদে আসে এবং মুসলমানদের সহিত জামাতে নামায আদায় করে। অতঃপর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে ফেরেশতাগণ তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকেন, আয় আল্লাহ, এই ব্যক্তিকে মাফ করিয়া দিন, আয় আল্লাহ, এই ব্যক্তির উপর রহম করুন। (ইবনে হিব্বান)

٨٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُوْ اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلٰى، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ. رواه مسلم، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، رقم: ٥٨٧

৮৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন আমল বলিয়া দিব না যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা গুনাহসমূহকে মিটাইয়া দেন এবং মর্তবাসমূহ বুলন্দ করিয়া দেন? সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই বলিয়া দিন। এরশাদ করিলেন, অনিচ্ছা ও কষ্ট হওয়া সত্ত্বে পরিপূর্ণ অযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক পরিমাণে কদম উঠানো, এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকা, ইহাই প্রকৃত রেবাত। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ রেবাতের প্রসিদ্ধ অর্থ হইল, শত্রু হইতে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত হেফাজতের জন্য ছাউনী স্থাপন করা, যাহা অত্যন্ত বিরাট আমল। এই হাদীস শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই

আমলগুলিকে সম্ভবতঃ এইজন্য রেবাত বলিয়াছেন যে, যেমন সীমান্তে ছাউনী স্থাপন করিয়া হেফাজত করা হয় তেমনি এই সমস্ত আমল দ্বারা নফস ও শয়তানের আক্রমন হইতে নিজের হেফাজত করা হয়। (মেরকাত)

٨٥- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَتَبَ لَهُ كَاتِبَاهُ ـ أَوْكَاتِبُهُ ـ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَالْقَاعِدُ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ مِنْ حِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَيْهِ. رواه أحمد ١٥٧/٤

৮৫. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে অযূ করে, অতঃপর মসজিদে আসিয়া নামাযের অপেক্ষায় থাকে তখন তাহার আমল লেখক ফেরেশতাগণ মসজিদের প্রতি তাহার যে কদম উঠিয়াছে প্রত্যেকটির বিনিময়ে দশটি করিয়া নেকী লেখেন। আর নামাযের অপেক্ষায় যে বসিয়া থাকে সে এবাদতকারীর সমতুল্য হয় এবং ঘর হইতে বাহির হওয়ার পর ঘরে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তাহাকে নামায আদায়কারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

٨٦- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى): يَامُحَمَّدُ! قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ، قَالَ: فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلٰى؟ قُلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ، قَالَ: مَا هُنَّ؟ قُلْتُ: مَشْيُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَالْجُلُوْسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ فِي الْمَكْرُوْهَاتِ، قَالَ: ثُمَّ فِيْمَ؟ قُلْتُ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَلِيْنُ الْكَلَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، قَالَ: سَلْ، قُلْتُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمَنِيْ، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِيْ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِيْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلٰى حُبِّكَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّهَا حَقٌّ فَادْرُسُوْهَا ثُمَّ

تَعَلَّمُوْهَا. (وهو بعض الحديث) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ومن سورة ص، رقم:٣٢٣٥

৮৬. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নের মাধ্যমে) এরশাদ করিয়াছেন, হে মুহাম্মাদ, আমি আরজ করিলাম, হে আমার রব আমি হাজির আছি। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন, নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ কোন সকল আমল উত্তম হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর বিতর্ক করিতেছে? আমি আরজ করিলাম, সেই সকল আমলের ব্যাপারে যাহা গুনাহের কাফফারা হয়। এরশাদ হইল, সেই আমলসমূহ কি? আমি আরজ করিলাম, জামাতের সহিত নামায আদায়ের জন্য পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া, এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকা এবং অনিচ্ছা সত্ত্বে (যেমন শীতের মৌসুমে) উত্তমরূপে অযূ করা। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন, আর কোন আমল উত্তম হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর বিতর্ক করিতেছে? আমি বলিলাম, খানা খাওয়ানো, নরম কথা বলা এবং রাত্রে যখন লোকজন ঘুমাইয়া থাকে তখন নামায পড়া। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন, চাও। আমি এই দোয়া করিলাম—

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمَنِيْ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِيْ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِيْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلٰى حُبِّكَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট নেক কাজ করার, খারাপ কাজ ত্যাগ করার এবং মিসকীনদের মহব্বত করার প্রার্থনা করিতেছি, আর এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমাকে মাফ করিয়া দিন, আমার উপর রহম করুন, আর যখন কোন কাওমকে পরীক্ষায় ফেলিবার ও আযাবে লিপ্ত করিবার ফয়সালা করেন তখন আমাকে পরীক্ষা ব্যতিরেকে নিজের নিকট ডাকিয়া লইবেন। আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আপনার মহব্বত এবং সেই ব্যক্তির মহব্বত চাহিতেছি যে আপনার সহিত মহব্বত রাখে এবং সেই আমলের মহব্বত চাহিতেছি যাহা আমাকে আপনার মহব্বতের নিকটবর্তী করিয়া দিবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এই দোয়া

হক, অতএব এই দোয়া শিখিবার উদ্দেশ্যে বারবার পড়। (তিরমিযী)

٨٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ تَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ يُحْدِثْ. رواه البخاري، باب إذا قال: أحدكم آمين ...، رقم:٣٢٢٩

৮৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ নামাযের সওয়াব পাইতে থাকে যতক্ষণ সে নামাযের অপেক্ষায় থাকে। ফেরেশতাগণ তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকেন, ইয়া আল্লাহ, এই ব্যক্তিকে মাফ করিয়া দিন, তাহার উপর রহম করুন। (নামায শেষ করিবার পরও) যতক্ষণ সে নামাযের স্থানে অযূর সহিত বসিয়া থাকে ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তাহার জন্য এই দোয়াই করিতে থাকেন। (বোখারী)

٨٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، كَفَارِسٍ اشْتَدَّ بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَلَى كَشْحِهِ وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الْأَكْبَرِ. رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وإسناد أحمد صالح، الترغيب ٢٨٤/١

৮৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এক নামাযের পর অপর নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে সে সেই ঘোড়সওয়ারের ন্যায় যাহার ঘোড়া তাহাকে লইয়া দ্রুতগতিতে আল্লাহর রাস্তায় দৌড়ায়। নামাযের অপেক্ষাকারী (নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে) সবচেয়ে বড় আত্মরক্ষা ব্যূহে অবস্থান করে।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, তারগীব)

٨٩- عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، ثَلَاثًا، وَلِلثَّانِيْ مَرَّةً. رواه ابن ماجه، باب فضل الصف المقدم، رقم:٩٩٦

৮৯. হযরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম কাতারওয়ালাদের জন্য

তিনবার এবং দ্বিতীয় কাতারওয়ালাদের জন্য একবার মাগফিরাতের দোয়া করিতেন। (ইবনে মাজাহ)

٩٠- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَعَلَى الثَّانِيْ؟ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَعَلَى الثَّانِيْ؟ قَالَ: وَعَلَى الثَّانِيْ، وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَحَاذُوْا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ، وَلِيْنُوْا فِيْ أَيْدِيْ إِخْوَانِكُمْ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيْمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذَفِ -يَعْنِيْ- أَوْلَادَ الضَّأْنِ الصِّغَارِ. رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد موثقون، مجمع الزوائد ٢٥٢/٢

৯০. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রথম কাতারওয়ালাদের উপর রহমত নাযিল করেন এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, দ্বিতীয় কাতারওয়ালাদের জন্যও কি এই ফযীলত? তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা প্রথম কাতারওয়ালাদের উপর রহমত নাযিল করেন এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন। সাহাবা (রাযিঃ) (দ্বিতীয়বার) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, দ্বিতীয় কাতারওয়ালাদের জন্যও কি এই ফযীলত? তিনি এরশাদ করিলেন, দ্বিতীয় কাতারওয়ালাদের জন্যও এই ফযীলত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও এরশাদ করিয়াছেন যে, নিজেদের কাতারগুলিকে সোজা রাখ, কাঁধে কাঁধে বরাবর কর। কাতার সোজা করার ব্যাপারে তোমাদের ভাইদের জন্য নরম হইয়া যাও এবং কাতারের মাঝে খালি জায়গাকে পূর্ণ কর, কারণ শয়তান (কাতারের মাঝে খালি জায়গা দেখিয়া) তোমাদের মাঝখানে মেষশাবকের ন্যায় ঢুকিয়া পড়ে। (মুসনাদে আহমাদ তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ ভাইদের জন্য নরম হইয়া যাওয়ার অর্থ এই যে, যদি কেহ কাতার সোজা করার জন্য তোমার গায়ে হাত রাখিয়া আগপিছ হইতে বলে তবে তাহার কথা মানিয়া লইও।

٩١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا. رواه مسلم، باب تسوية الصفوف ۰۰۰۰، رقم:٩٨٥

৯১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পুরুষদের কাতারের মধ্যে সর্বাধিক সওয়াব প্রথম কাতারে, আর সর্বাপেক্ষা কম সওয়াব শেষ কাতারে। মেয়েদের কাতারের মধ্যে সর্বাধিক সওয়াব শেষ কাতারে আর সর্বাপেক্ষা কম সওয়াব প্রথম কাতারে। (মুসলিম)

٩٢- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ، يَمْسَحُ صُدُوْرَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُوْلُ: لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ. وَكَانَ يَقُوْلُ: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْأُوَلِ. رواه أبوداوٗد، باب تسوية الصفوف، رقم:٦٦٤

৯২. হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতারের এক কিনারা হইতে অপর কিনারা পর্যন্ত যাইতেন। আমাদের সিনা ও কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কাতারগুলিকে সোজা করিতেন এবং বলিতেন, কাতারে আগপিছ হইও না। যদি এমন হয় তবে তোমাদের অন্তরে একের সহিত অন্যের বিভেদ সৃষ্টি হইয়া যাইবে। আর ইহাও বলিতেন, আল্লাহ তায়ালা প্রথম কাতারওয়ালাদের উপর রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন। (আবু দাউদ)

٩٣- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَلُوْنَ الصُّفُوْفَ الْأُوَلَ، وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِيْهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا. رواه أبوداوٗد، باب فى الصلوة تقام ۰۰۰۰، رقم:٥٤٣

৯৩. হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রথম কাতারের নিকটবর্তী কাতারওয়ালাদের উপর রহমত নাযিল করেন

এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ তায়ালার নিকট সেই কদম অপেক্ষা কোন কদম অধিক প্রিয় নয় যাহা কাতারের খালি স্থানকে পুরা করার জন্য মানুষ উঠায়। (আবু দাউদ)

٩٤- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ. رواه أبوداوٗد، باب من يستحب أن يلى الإمام فى الصف ۰۰۰۰، رقم:٦٧٦

৯৪. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কাতারের ডান দিকে দাঁড়ানো লোকদের উপর রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন। (আবু দাউদ)

٩٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ عَمَّرَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ الْأَيْسَرِ لِقِلَّةِ أَهْلِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ. رواه الطبرانى فى الكبير وفيه: بقية، وهو مدلس وقد عنعنه ولكنه ثقة، مجمع الزوائد٢/٢٥٧

৯৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে কাতারের বামদিকে এইজন্য দাঁড়ায় যে, সেখানে লোক কম দাঁড়াইয়াছে তবে সে দুইটি সওয়াব পাইবে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ সাহাবা (রাযিঃ) যখন জানিতে পারিলেন যে, কাতারের বাম দিক অপেক্ষা ডান দিকের ফযীলত বেশী তখন তাহাদের আগ্রহ পয়দা হইল যে, ডান দিকে দাঁড়াইবেন, ফলে বামদিকে জায়গা খালি থাকিতে লাগিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাম দিকে দাঁড়াইবার ফযীলতও এরশাদ করিলেন।

٩٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ١/٢١٤

৯৬. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কাতারের খালি জায়গা পূরণকারীদের উপর রহমত নাযিল করেন, এবং ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

٩٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَا يَصِلُ عَبْدٌ صَفًّا إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهِ دَرَجَةً، وَذَرَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مِنَ الْبِرِّ.

(وهو بعض الحديث) رواه الطبراني في الأوسط ولا بأس بإسناده، الترغيب ٣٢٢/١

৯৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাতারকে মিলায় আল্লাহ তায়ালা ইহার দ্বারা তাহার একটি মর্তবা উন্নত করিয়া দেন এবং ফেরেশতাগণ তাহার উপর রহমত ছিটাইয়া দেন। (তাবারানী তরগীব)

٩٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلٰوةِ، وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ خَطْوَةٍ مَشَاهَا رَجُلٌ إِلٰى فُرْجَةٍ فِي الصَّفِّ فَسَدَّهَا. رواه البزار بإسناد حسن، وابن حبان في صحيحه كلاهما بالشطر الأول، ورواه بتمامه الطبراني في الأوسط، الترغيب ٣٢٢/١

৯৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক তাহারা যাহারা নামাযে আপন কাঁধকে নরম রাখে। আর সেই কদম সর্বাধিক সওয়াব দনকারী যাহা মানুষ কাতারের খালি জায়গা পূরণের জন্য উঠায়। (বাযযার, ইবনে হিব্বান, তাবারানী, তরগীব)

ফায়দা ঃ নামাযে আপন কাঁধকে নরম রাখার অর্থ এই যে, যখন কেহ কাতারের মধ্যে ঢুকিতে চায় তখন ডানে বামের নামাযী তাহার জন্য আপন কাঁধ নরম করিয়া দেয় যেন আগত ব্যক্তি কাতারে ঢুকিতে পারে।

٩٩- عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِي الصَّفِّ غُفِرَ لَهُ. رواه البزار وإسناده حسن، مجمع الزوائد ٢٥١/٢

৯৯. হযরত আবু জুহাইফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাতারে খালি জায়গা পূরণ করে তাহার মাগফিরাত করিয়া দেওয়া হয়।
(বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٠٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللّٰهُ. (وهو بعض الحديث) رواه أبو داود، باب تسوية الصفوف، رقم:٦٦٦

১০০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাতারকে মিলায় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আপন রহমতের সহিত মিলাইয়া দেন, আর যে ব্যক্তি কাতারকে ভঙ্গ করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আপন রহমত হইতে দূরে সরাইয়া দেন। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ কাতার ভঙ্গ করার অর্থ এই যে, কাতারের মাঝখানে এমন জায়গায় সামানপত্র রাখিয়া দিল যদ্দরুন কাতার পূরা হইতে পারিল না অথবা কাতারে খালি জায়গা দেখিয়াও উহাকে পূরণ করিল না। (মেরকাত)

١٠١- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: سَوُّوا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلٰوةِ. رواه البخاري، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، رقم:٧٢٣

১০১. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কাতারগুলিকে সোজা কর, কারণ উত্তমরূপে নামায আদায় করার মধ্যে কাতারসমূহ সোজা করাও শামিল রহিয়াছে। (বোখারী)

١٠٢- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ مَشٰى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ، فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ، أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ. رواه مسلم، باب فضل الوضوء والصلوة عقبه، رقم:٥٤٩

১০২. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে অযূ করে, অতঃপর ফরয নামাযের জন্য পায়ে হাঁটিয়া যায় এবং মসজিদে যাইয়া জামাতের সহিত নামায আদায় করে আল্লাহ তায়ালা তাহার গুনাহসমূহকে মাফ করিয়া দেন।
(মুসলিম)

١٠٣- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لَيَعْجَبُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْجَمْعِ. رواه أحمد وإسناده حسن، مجمع الزوائد ١٦٣/٢

১০৩. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা জামাতের সহিত নামায পড়ার উপর খুশী হন।

(মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٠٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلٰى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِضْعٌ وَّعِشْرُوْنَ دَرَجَةً. رواه أحمد ١/٣٧٦

১০৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একা নামায পড়া অপেক্ষা জামাতের সহিত নামায পড়া বিশগুণেরও বেশী ফযীলত রাখে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٠٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلٰى صَلَاتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَفِيْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ ضِعْفًا. (الحديث) رواه البخاري، باب فضل صلوة الجماعة، رقم:٦٤٧

১০৫. হযরত আবু হোরায়ারা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের জামাতের সহিত নামায পড়া তাহার ঘরে এবং বাজারে নামায পড়া অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশী সওয়াব রাখে। (বোখারী)

١٠٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً. رواه مسلم، باب فضل صلوة الجماعة .....، رقم:١٤٧٧

১০৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জামাতের সহিত নামায আজর ও সওয়াব হিসাবে একা নামায অপেক্ষা সাতাইশ গুণ বেশী। (মুসলিম)

١٠٧- عَنْ قُبَاثِ بْنِ أَشْيَمَ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: صَلَاةُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَزْكٰى عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ صَلَاةِ أَرْبَعَةٍ تَتْرٰى، وَصَلَاةُ أَرْبَعَةٍ يَؤُمُّ أَحَدُهُمْ أَزْكٰى عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ

صَلَاةِ ثَمَانِيَةٍ تَتْرٰى، وَصَلَاةُ ثَمَانِيَةٍ يَؤُمُّ أَحَدُهُمْ أَزْكٰى عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ مِائَةٍ تَتْرٰى. رواه البزار والطبراني في الكبير ورجال الطبراني موثقون، مجمع الزوائد ٢/١٦٣

১০৭. হযরত কুবাছ ইবনে আশইয়াম লাইসী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুই ব্যক্তির জামাতের নামায, একজন ইমাম হয় অপরজন মুক্তাদী, আল্লাহ তায়ালার নিকট চারজনের পৃথক পৃথক নামায অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। এমনিভাবে চারজনের জামাতের নামায আটজনের পৃথক পৃথক নামায অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় এবং আটজনের জামাতের নামায একশত জনের পৃথক পৃথক নামায অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়।

(বাযযার, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٠٨- عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكٰى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكٰى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ. (وهو بعض الحديث) رواه أبوداؤد، باب في فضل صلوة الجماعة، رقم:٥٥٤ سنن أبي داوُد طبع دار الباز للنشر والتوزيع

১০৮. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন এক ব্যক্তির জন্য অপর একজনের সহিত মিলিয়া জামাতে নামায আদায় করা তাহার একা নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম এবং তিনজনের জামাতে নামায পড়া দুইজনের জামাতে নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। এমনিভাবে জামাতের মধ্যে যত লোকজন বেশী হয় তত আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক প্রিয় হয়। (আবু দাউদ)

١٠٩- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الصَّلَاةُ فِيْ جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِيْ فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا بَلَغَتْ خَمْسِيْنَ صَلَاةً. رواه أبوداود.

১০৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জামাতের সহিত নামাযের সওয়াব পঁচিশ নামাযের সমান হয়। যখন কেহ মাঠে

— ১৫

ময়দানে নামায পড়ে এবং উহার রুকূ, সেজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করে। অর্থাৎ তসবীহগুলিকে ধীরস্থিরভাবে পড়ে তখন সেই নামাযের সওয়াব পঞ্চাশ নামাযের সমান হইয়া যায়। (আবু দাউদ)

١١٠- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ. رواه أبوداؤد، باب التشديد في ترك الجماعة، رقم:٥٤٧

১১০. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে গ্রামে অথবা মাঠে তিনজন মানুষ থাকে আর সেখানে জামাতে নামায না হয় তাহাদের উপর সম্পূর্ণরূপে শয়তান বিজয়ী হইয়া যায়। অতএব জামাতের সহিত নামায পড়াকে জরুরী মনে কর। একা বকরীকে বাঘে খাইয়া ফেলে (আর মানুষের বাঘ শয়তান)। (আবু দাউদ)

١١١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِيْ أَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِيْ فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ. رواه البخاري، باب الغسل والوضوء في المخضب ....، رقم:١٩٨

১১১. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হইলেন এবং তাঁহার কষ্ট বাড়িয়া গেল, তখন তিনি তাঁহার অন্যান্য বিবিগণের নিকট হইতে অনুমতি লইলেন যেন তাঁহার অসুস্থতার খেদমত আমার ঘরে করা হয়। বিবিগণ তাঁহাকে এই ব্যাপারে অনুমতি দিলেন। (অতঃপর যখন নামাযের সময় হইল তখন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মসজিদে যাওয়ার জন্য) দুই ব্যক্তির উপর ভর করিয়া এইভাবে বাহির হইলেন যে, (দুর্বলতার দরুন) তাঁহার পা মোবারক মাটির উপর হেঁচড়াইতেছিল। (বোখারী)

١١٢- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلّٰى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ حَتّٰى تَقُوْلَ الْأَعْرَابُ: هٰؤُلَاءِ مَجَانِيْنُ أَوْ

مَجَانُوْنَ، فَإِذَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ لَأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوْا فَاقَةً وَحَاجَةً. قَالَ فَضَالَةُ: وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي ﷺ، رقم:٢٣٦٨

১১২. হযরত ফাযালাহ ইবনে ওবায়েদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়াইতেন তখন কাতারে দাঁড়ানো কোন কোন আসহাবে সুফফা অত্যাধিক ক্ষুধার দরুন পড়িয়া যাইতেন। এমনকি বহিরাগত গ্রাম্য লোকেরা তাহাদিগকে দেখিয়া মনে করিত, ইহারা পাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নামায শেষ করিয়া তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট যে সওয়াব রহিয়াছে তাহা যদি তোমাদের জানা থাকিত তবে ইহা অপেক্ষা আরো অধিক অভাব অনটনে ও অনাহারে থাকা পছন্দ করিতে। হযরত ফাযালাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। (তিরমিযী)

١١٣- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. رواه مسلم، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، رقم:١٤٩١

১১৩. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে এশার নামায জামাতের সহিত পড়ে সে যেন অর্ধরাত্রি এবাদত করিল, আর যে ফজরের নামাযও জামাতের সহিত পড়িয়া লয় সে যেন সারারাত্র এবাদত করিল। (মুসলিম)

١١٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ. (الحديث) رواه مسلم، باب فضل صلاة الجماعة ....، رقم:١٤٨٢

১১৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুনাফিকদের জন্য

সর্বাপেক্ষা কঠিন হইল এশা ও ফজরের নামায। (মুসলিম)

١١٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. (وهو طرف من الحديث) رواه البخارى، باب الإستهام فى الأذان، رقم:٦١٥

১১৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি দ্বিপ্রহরের গরমে জোহরের নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার ফযীলত লোকেরা জানিত তবে জোহরের নামাযের জন্য দৌড়াইয়া যাইত। আর যদি তাহারা এশা ও ফজরের নামাযের ফযীলত জানিত তবে (অসুস্থতার দরুন) হামাগুড়ি দিয়া হইলেও এই নামাযের জন্য মসজিদে যাইত। (বোখারী)

١١٦- عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَمَنْ أَخْفَرَ ذِمَّةَ اللّٰهِ كَبَّهُ اللّٰهُ فِى النَّارِ لِوَجْهِهِ. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٩/٢

১১৬. হযরত আবু বাকরাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সহিত আদায় করে সে আল্লাহ তায়ালার হেফাজতের মধ্যে থাকে। যে কেহ আল্লাহ তায়ালার হেফাজতভুক্ত ব্যক্তিকে কষ্ট দিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উপুড় করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١١٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى لِلّٰهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِىْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْأُوْلَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ. رواه الترمذى، باب ما جاء فى فضل التكبيرة الأولى، رقم:٢٤١ قال الحافظ المنذرى: رواه الترمذى وقال: لا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى مسلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو قال المملى رحمه الله: ومسلم وطعمة وبقية رواته ثقات، الترغيب ٢٦٣/١

১১৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন

এখলাসের সহিত তকবীরে উলার সঙ্গে জামাতে নামায পড়ে সে দুইটি পরওয়ানা লাভ করে। এক পরওয়ানা জাহান্নাম হইতে মুক্তির, দ্বিতীয় নেফাক (মুনাফেকী) হইতে মুক্তির। (তিরমিযী)

١١٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِىْ فَيَجْمَعُ حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ آتِىَ قَوْمًا يُصَلُّوْنَ فِىْ بُيُوْتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ. رواه أبوداؤد، باب التشديد فى ترك الجماعة، رقم:٥٤٩

১১৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, কতিপয় যুবককে বলি যে, তাহারা অনেকগুলি লাকড়ি জোগাড় করিয়া আনে। অতঃপর আমি ঐ সকল লোকদের নিকট যাই যাহারা বিনা ওজরে ঘরে নামায পড়িয়া লয় এবং তাহাদের ঘরগুলিকে জ্বালাইয়া দেই। (আবু দাউদ)

١١٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا. رواه مسلم، باب فضل من استمع وأنصت فى الخطبة، رقم:١٩٨٨

১১৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযূ করে, অতঃপর জুমুআর নামাযের জন্য আসে, খুব মনোযোগ দিয়া খোতবা শুনে এবং খোতবার সময় চুপ থাকে তাহার এই জুমুআ হইতে বিগত জুমুআ পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরও তিন দিনের গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি পাথরের কঙ্করে হাত লাগাইয়াছে, অর্থাৎ খোতবার সময় উহা দ্বারা খেলিতে রহিয়াছে (অথবা হাত, চাটাই বা কাপড় ইত্যাদি লইয়া খেলা করিতে রহিয়াছে) সে অনর্থক কাজ করিয়াছে (এবং উহার কারণে জুমুআর খাছ সওয়াব নষ্ট করিয়া দিয়াছে)। (মুসলিম)

١٢٠- عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ

عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ، فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. رواه أحمد٥/٤٢٠

১২০. হযরত আবু আইউব আনসারী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে, খুশবু থাকিলে উহা ব্যবহার করে, ভাল কাপড় পরিধান করে এবং তারপর মসজিদে যায়। অতঃপর মসজিদে আসিয়া সময় থাকে তো নফল নামায পড়িয়া লয় এবং কাহাকেও কষ্ট দেয় না, অর্থাৎ লোকদের ঘাড় টপকাইয়া যায় না। তারপর যখন ইমাম খোতবা দেওয়ার জন্য আসেন তখন হইতে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকে, অর্থাৎ কোন কথাবার্তা না বলে তবে এই আমলসমূহ এই জুমুআ হইতে বিগত জুমুআ পর্যন্ত গুনাহসমূহ মাফ হইয়া যাওয়ার কারণ হইয়া যায়। (মুসনাদে আহমাদ)

١٢١- عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهْرِ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. رواه البخاري، باب الدهن للجمعة، رقم:٨٨٣

১২১. হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে, যথাসম্ভব পাক পবিত্রতা হাসিল করে। নিজের তৈল লাগায় অথবা নিজ ঘর হইতে খুশবু ব্যবহার করে, অতঃপর মসজিদে যায়। মসজিদে পৌছিয়া এমন দুই ব্যক্তির মাঝখানে বসে না যাহারা পূর্ব হইতে একত্রে বসিয়া আছে, যে পরিমাণ তৌফিক হয় জুমুআর পূর্বে নামায পড়ে। অতঃপর যখন ইমাম খোতবা দেয় উহা মনোযোগ সহকারে চুপ করিয়া শ্রবণ করে তবে এই জুমুআ হইতে বিগত জুমুআ পর্যন্ত সকল গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। (বোখারী)

١٢٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ! إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللّٰهُ لَكُمْ عِيْدًا فَاغْتَسِلُوْا وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ. رواه الطبراني في الأوسط والصغير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٢/٣٨٨

১২২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জুমুআর দিন এরশাদ করিলেন, মুসলমানগণ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য এই দিনকে ঈদের দিন বানাইয়াছেন। অতএব এই দিনে গোসল করিও, মেসওয়াকের এহতেমাম করিও। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٢٣- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيَسُلُّ الْخَطَايَا مِنْ أُصُوْلِ الشَّعْرِ اسْتِلَالًا. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٢/١٧٧، طبع مؤسسة المعارف، بيروت

১২৩. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জুমুআর দিনের গোসল চুলের গোড়া হইতে পর্যন্ত গুনাহগুলিকে বাহির করিয়া দেয়। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٢٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِيْ يُهْدِيْ بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِيْ يُهْدِيْ بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ. رواه البخاري، باب الاستماع إلى الخطبة يوم الجمعة، رقم:٩٢٩

১২৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জুমুআর দিন ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজায় দাঁড়াইয়া যান, প্রথম আগমনকারীর নাম প্রথমে তারপর আগমনকারীর নাম তারপরে লিখেন। (এইভাবে আগমানকারীদের নাম তাহাদের আগমনের নিয়মে একের পর এক লিখিতে থাকেন।) যে ব্যক্তি জুমুআর জন্য সকাল গমন করে সে উট সদকা করার সওয়াব লাভ

করে। তারপর আগমনকারী গাভী সদকা করার সওয়াব লাভ করে, অতঃপর আগমনকারী দুম্বা সদকা, তারপর আগমনকারী মুরগী সদকা ও তারপর আগমনকারী ডিম সদকা করার সওয়াব লাভ করে। যখন ইমাম খোতবা দেওয়ার জন্য আসেন তখন ফেরেশতাগণ রেজিষ্টার খাতা যাহাতে আগমনকারীদের নাম লেখা হইয়াছে বন্ধ করিয়া ফেলেন এবং খোতবা শুনিতে মশগুল হইয়া যান। (বোখারী)

١٢٥- عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: لَحِقَنِيْ عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ، وَأَنَا مَاشٍ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أَبْشِرْ، فَإِنَّ خُطَاكَ هٰذِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله، رقم:١٦٣٢

১২৫. হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবু মারয়াম (রহঃ) বলেন, আমি জুমুআর জন্য পায়ে হাঁটিয়া যাইতেছিলাম। এমন সময় হযরত আবায়াহ ইবনে রাফে' (রহঃ)এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমার জন্য সুসংবাদ, কারণ তোমার কদমগুলি আল্লাহর রাস্তায় আছে। আমি হযরত আবু আবস (রাযিঃ)কে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার কদম আল্লাহর রাস্তায় ধুলাযুক্ত হয় তাহার সেই কদম দোযখের আগুনের উপর হারাম। (তিরমিযী)

١٢٦- عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشٰى، وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا. رواه أبوداود، باب في الغسل للجمعة، رقم:٣٤٥

১২৬. হযরত আওস ইবনে আওস সাকাফী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন খুব উত্তমরূপে গোসল করিয়া অতি প্রত্যুষে মসজিদে যায়, পায়ে হাঁটিয়া যায় সওয়ারীতে আরোহন করে না,

ইমামের নিকটবর্তী হইয়া বসে এবং মনোযোগ সহকারে খোতবা শ্রবণ করে। খোতবার সময় কোন প্রকার কথা বলে না সে জুমুআর জন্য যত কদম হাঁটিয়া আসে উহার প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে এক বৎসরের রোযার সওয়াব ও এক বৎসরের রাত্রের এবাদতের সওয়াব লাভ করে।

(আবু দাউদ)

١٢٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَغَدَا وَابْتَكَرَ، وَدَنَا فَاقْتَرَبَ، وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا أَجْرُ قِيَامِ سَنَةٍ وَصِيَامِهَا.

رواه أحمد ٢/٢٠٩

১২৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন উত্তমরূপে গোসল করে, অতি প্রত্যুষে জুমুআর জন্য যায়, ইমামের অতি নিকটবর্তী হইয়া বসে, মনোযোগ সহকারে খোতবা শ্রবণ করে, খোতবার সময় চুপ থাকে সে যত কদম হাঁটিয়া মসজিদে আসে উহার প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে সারা বৎসরের তাহাজ্জুদ ও সারা বৎসরের রোযার সওয়াব লাভ করে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٢٨- عَنْ أَبِيْ لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ. وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ. وَفِيْهِ خَمْسُ خِلَالٍ: خَلَقَ اللّٰهُ فِيْهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللّٰهُ فِيْهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، وَفِيْهِ تَوَفَّى اللّٰهُ آدَمَ، وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللّٰهَ فِيْهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. رواه ابن ماجه، باب في فضل الجمعة، رقم:١٠٨٤

১২৮. হযরত আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জুমুআর দিন সমস্ত দিনের সরদার, আল্লাহ তায়ালার নিকট সমস্ত দিনের

মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত। এই দিন আল্লাহর নিকট ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন অপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান। এই দিনে পাঁচটি জিনিস হইয়াছে। এই দিনে আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দিনেই তাহাকে জমিনে নামাইয়াছেন। এই দিনেই তাহাকে মৃত্যু দিয়াছেন। এইদিনে একটি মুহূর্ত এমন রহিয়াছে যে, বান্দা সেই মুহূর্তে যাহা চায় আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহাকে উহা দান করেন, শর্ত হইল কোন হারাম জিনিস না চায়। এই দিনে কেয়ামত কায়েম হইবে। সমস্ত নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ, আসমান, জমিন, হাওয়া, পাহাড়, সমুদ্র সকলেই জুমুআর দিনকে ভয় করে। (কারণ জুমুআর দিনেই কেয়ামত আসিবে।) (ইবনে মাজাহ)

١٢٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلٰى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تَفْزَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا هٰذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٥/٧

১২৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে সকল দিনে সূর্য উদয় অস্ত যায় তন্মধ্যে জুমুআর দিন অপেক্ষা কোন দিন উত্তম নয়। অর্থাৎ জুমুআর দিন সকল দিন অপেক্ষা উত্তম। মানুষ ও জিন ব্যতীত সকল প্রাণী জুমুআর দিনকে (এইজন্য) ভয় করে (যে, নাজানি কেয়ামত কায়েম হইয়া যায়।) (ইবনে হিব্বান)

١٣٠- عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ فِيْهَا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ. رواه أحمد، الفتح الرباني ٦/١٣

১৩০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জুমুআর দিনে এমন এক মুহূর্ত রহিয়াছে যে, মুসলমান বান্দা সেই মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালার নিকট যাহা চায় আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহাকে উহা দান করিয়া দেন। আর সেই মুহূর্ত আসরের পরে হয়।
(মুসনাদে আহমাদ, ফাতহে রাব্বানী)

١٣١- عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلٰى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ.

رواه مسلم، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم: ١٩٧٥

১৩১. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জুমুআর (সেই) মুহূর্ত সম্পর্কে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, সেই মুহূর্ত জুমুআর খোতবা আরম্ভ হইতে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ জুমুআর দিনে দোয়া কবুল হওয়ার সময় নির্ধারণ সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস রহিয়াছে। অতএব সম্পূর্ণ দিনেই অধিক পরিমাণে দোয়া ও এবাদতের এহতেমাম করা উচিত। (নাবাবী)

সুন্নাত ও নফল নামায

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰى أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا﴾ [بنى اسرائيل:٧٩]

আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—এবং রাত্রের কিছু অংশে জাগ্রত হইয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়ুন, যাহা আপনার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অতিরিক্ত একটি নামায। আশা করা যায় যে, এই তাহাজ্জুদ পড়ার কারণে আপনার রব আপনাকে মাকামে মাহমুদে স্থান দিবেন। (বনি ইসরাঈল)

ফায়দা ঃ কেয়ামতের দিন যখন সকল মানুষ পেরেশান হইবে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশের দ্বারা সেই পেরেশানী হইতে নাজাত মিলিবে এবং হিসাব কিতাব আরম্ভ হইবে। এই সুপারিশের হককে মাকামে মাহমূদ বলা হয়। (বায়ানুল কুরআন)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا﴾ [الفرقان:٦٤]

আল্লাহ তায়ালা আপন নেক বান্দাদের একটি গুণ এই বর্ণনা করিয়াছে যে,—তাহারা আপন রবের সামনে সেজদারত হইয়া এবং দাঁড়াইয়া রাত কাটায়। (ফুরকান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۙ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ☆ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ [السجدة:١٦،١٧]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে যে,—তাহারা রাত্রে নিজেদের বিছানা হইতে উঠিয়া আযাবের ভয়ে এবং সওয়াবের আশায় আপন রবকে ডাকে। (অর্থাৎ নামায, যিকির ও দোয়ায় মশগুল থাকে) এবং যাহা কিছু আমরা তাহাদিগকে দান করিয়াছি তাহা হইতে দান করে। এই সকল লোকদের জন্য চক্ষু শীতলকারী যে সমস্ত জিনিস গায়বের খাজানায় রক্ষিত আছে তাহা কেহই জানে না। ইহা তাহারা সেই সকল আমলের বিনিময়ে পাইবে যাহা তাহারা করিত। (সেজদা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ☆ اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ☆ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ☆ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ﴾ [الذّريٰت:١٥-١٨]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,—মুত্তাকী লোকেরা বাগান ও ঝর্ণাসমূহে থাকিবে, তাহাদের রব তাহাদিগকে যে পুরস্কার দান করিবেন তাহা তাহারা আনন্দচিত্তে গ্রহণ করিতে থাকিবে। তাহারা ইতিপূর্বে (অর্থাৎ দুনিয়াতে) নেক কাজ করিত। তাহারা রাত্রে খুবই কম শয়ন করিত (অর্থাৎ রাত্রের অধিকাংশ এবাদতে মশগুল থাকিত) এবং রাত্রের শেষাংশে এস্তেগফার করিত। (যারিয়াত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ☆ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا☆ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا☆ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا☆ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا☆ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا☆ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا﴾ [المزمل:١-٧]

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—হে, চাদরাবৃত, রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়াইয়া থাকুন, অবশ্য কিছুক্ষণ আরাম করিয়া লউন, অর্থাৎ অর্ধ রাত্র অথবা অর্ধরাত্র হইতে কিছু কম, অথবা অর্ধ রাত্র হইতে কিছু বেশী আরাম করিয়া লউন। আর (এই তাহাজ্জুদ নামাযে) কুরআনে করীমকে থামিয়া থামিয়া পড়ুন। (তাহাজ্জুদ নামাযের হুকুমের মধ্যে একটি হেকমত এই যে,

রাত্রে উঠার কষ্ট স্বীকার করার দরুন যেন স্বভাবের মধ্যে কামেলরূপে ভারী কালাম সহ্য করার ক্ষমতা সৃষ্টি হইয়া যায়। কেননা) আমরা অতিসত্বর আপনার উপর ভারী কালাম অর্থাৎ কুরআনে কারীম নাযিল করিব। (দ্বিতীয় হেকমত এই যে,) রাত্রের উঠা নফসকে খুব দুর্বল করে এবং তখন কথা ঠিক ঠিক উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ কেরাআত, জিকির ও দোয়ার শব্দগুলি খুবই শান্তভাবে আদায় হয় এবং আমলের মধ্যে মন লাগে। (তৃতীয় হেকমত এই যে,) দিনের বেলা আপনার অনেক কাজ থাকে (যেমন তবলীগী কাজ) অতএব রাত্রের সময় একাগ্রতার সহিত এবাদতে এলাহীর জন্য হওয়া চাই।) (মুযযাম্মিল)

হাদীস শরীফ

١٣٢-عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِعَبْدٍ فِيْ شَيْءٍ اَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيْهِمَا، وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلٰى رَاْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِيْ صَلَاتِهِ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ. رواه الترمذي، باب ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، رقم:٢٩١١

১৩২. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কোন বান্দাকে দুই রাকাত নামাযের তৌফিক দিয়া দেন ইহা হইতে উত্তম জিনিস আর কিছু নাই। বান্দা যতক্ষণ নামাযে মশগুল থাকে ততক্ষণ তাহার মাথার উপর কল্যাণসমূহ ছিটানো হয় এবং বান্দা সেই জিনিস হইতে বেশী আর কোন জিনিস দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিতে পারে না যাহা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার যাত বা সত্তা হইতে বাহিরে হইয়াছে, অর্থাৎ কুরআন শরীফ। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ উক্ত হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বেশী নৈকট্য কুরআন শরীফের তেলাওয়াত দ্বারা হাসিল হয়।

١٣٣-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرٍ فَقَالَ: مَنْ صَاحِبُ هٰذَا الْقَبْرِ؟ فَقَالُوا: فُلَانٌ فَقَالَ: رَكْعَتَانِ اَحَبُّ إِلَيَّ هٰذَا مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢/٥١٦

১৩৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কবরের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কবরটি কাহার? সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, অমুক ব্যক্তির। তিনি এরশাদ করিলেন, এই কবরবাসী লোকটির নিকট দুই রাকাত নামায তোমাদের অবশিষ্ট দুনিয়ার সমস্ত জিনিস অপেক্ষা অধিক প্রিয়। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদের উদ্দেশ্য এই যে, দুই রাকাতের মূল্য সমগ্র দুনিয়ার আসবাবপত্র হইতে বেশী। আর ইহা কবরে যাওয়ার পর বুঝে আসিবে।

١٣٤- عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ، وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَأَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ فَجَعَلَ ذٰلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ! قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلَاةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ كَمَا يَتَهَافَتُ هٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ. رواه أحمد٥/١٧٩

১৩৪. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীতের মৌসুমে বাহিরে আসিলেন। গাছ হইতে পাতা ঝরিয়া পড়িতেছিল। তিনি একটি গাছের দুইটি ডাল হাতে লইলেন। উহার পাতা আরও ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আবু যার! আমি আরজ করিলাম, হাজির আছি ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি এরশাদ করিলেন, মুসলমান বান্দা যখন আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে নামায পড়ে তখন তাহার গুনাহ এইভাবে তাহার উপর হইতে ঝরিয়া পড়ে যেমন এই গাছ হইতে পাতা ঝরিয়া পড়িতেছে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٣٥- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَابَرَ عَلٰى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ. رواه النسائى، باب ثواب من صلى فى اليوم والليلة ثنتى عشرة ركعة ....، رقم:١٧٩٦

১৩৫. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি বার রাকাত পড়ার পাবন্দী করে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতে মহল তৈয়ার করেন। চার রাকাত জোহরের পূর্বে, দুই রাকাত জোহরের পর, দুই রাকাত মাগরিবের পর, দুই রাকাত এশার পর এবং দুই রাকাত ফজরের পূর্বে। (নাসায়ী)

١٣٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلٰى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ. رواه مسلم، باب استحباب ركعتى سنة الفجر ....، رقم:١٦٨٦

১৩৬. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নফল (ও সুন্নাতের)এর মধ্যে কোন নামাযের এত গুরুত্ব ছিল না যত ফজরের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নাত পড়ার গুরুত্ব ছিল। (মুসলিম)

١٣٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِىْ شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ: لَهُمَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا. رواه مسلم، باب استحباب ركعتى سنة الفجر ....، رقم:١٦٨٩

১৩৭. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত সম্পর্কে এরশাদ করিয়াছেন যে, এই দুই রাকাত আমার নিকট সমগ্র দুনিয়া হইতে প্রিয়। (মুসলিম)

١٣٨- عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ أَبِىْ سُفْيَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ حَافَظَ عَلٰى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَى النَّارِ. رواه النسائى، باب الإختلاف على اسماعيل بن أبى خالد، رقم:١٨١٧

১৩৮. হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জোহরের পূর্বে চার রাকাত ও জোহরের পর চার রাকাত নিয়মিত পড়ে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দোযখের আগুনের উপর হারাম করিয়া দেন। (নাসায়ী)

ফায়দা ঃ জোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ এবং

জোহরের পর চার রাকাতের মধ্যে দুই রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ও দুই রাকাত নফল।

١٣٩- عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصَلِّيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَتَمَسُّ وَجْهَهُ النَّارُ أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ. رواه النسائي، باب الإختلاف على اسماعيل بن أبي خالد، رقم:١٨١٤

১৩৯. হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন মুমিন বান্দা জোহরের পর চার রাকাত পড়ে ইনশাআল্লাহ জাহান্নামের আগুন তাহাকে কখনও স্পর্শ করিবে না। (নাসায়ী)

١٤٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ.

رواه الترمذي وقال: حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب، باب ما جاء في الصلاة عند الزوال، رقم:٤٧٨ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي

১৪০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলার পর জোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়িতেন। তিনি এরশাদ করিয়াছেন, ইহা এমন সময় যখন আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়। এইজন্য আমি চাই যে, এই সময় আমার কোন নেক আমল আসমানের দিকে যাক। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ জোহরের পূর্বে চার রাকাতের দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, চার রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। কোন কোন ওলামায়ে কেরামের নিকট সূর্য ঢলার পর চার রাকাত জোহরের সুন্নাতে মুআক্কাদা ব্যতীত ভিন্ন নামায।

١٤١- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ صَلَاةِ السَّحَرِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يُسَبِّحُ اللّٰهَ تِلْكَ السَّاعَةَ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿يَتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ

وَهُمْ دٰخِرُوْنَ﴾ [النحل:٤٨] **الْآيَةَ كُلَّهَا.** رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ومن سورة النحل، رقم:٣١٢٨

১৪১. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, সূর্য ঢলার পর জোহরের পূর্বে চার রাকাত তাহাজ্জুদের চার রাকাতের সমতুল্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই সময় সমস্ত জিনিস আল্লাহ তায়ালার তসবীহ পাঠ করে, অতঃপর কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করিয়াছেন, যাহার অর্থ এই যে, ছায়াযুক্ত জিনিসসমূহ ও উহাদের ছায়া (সূর্য ঢলার সময়) বিনয়ের সহিত আল্লাহ তায়ালাকে সেজদা করতঃ কখনও একদিকে কখনও অপরদিকে ঝুকিয়া পড়ে। (তিরমিযী)

١٤٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأً صَلّٰى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا. رواه أبوداؤد، باب الصلاة قبل العصر، رقم:١٢٧١

১৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে আসরের পূর্বে চার রাকাত পড়ে। (আবু দাউদ)

١٤٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه البخاري، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، رقم:٣٧

১৪৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রাত্রে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার উপর বিশ্বাস করিয়া তাহার আজর ও পুরস্কারের আগ্রহে (তারাবীর) নামায পড়ে, তাহার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যায়। (বোখারী)

١٤٤- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: شَهْرٌ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. رواه ابن ماجه، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم:١٣٢٨

১৪৪. হযরত আবদুর রহমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) রমযান মাসের আলোচনা প্রসঙ্গে এরশাদ করিলেন, ইহা এমন মাস যাহার রোযা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর ফরজ করিয়াছেন এবং আমি তোমাদের জন্য উহার তারাবীহকে সুন্নাত সাব্যস্ত করিয়াছি। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার উপর বিশ্বাস করিয়া এবং তাহার আজর ও পুরস্কারের আগ্রহ লইয়া এই মাসের রোযা রাখে ও তারাবীহ পড়ে সে গুনাহ হইতে এরূপ পাক হইয়া যায় যেন সে আজই আপন মাতৃগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। (ইবনে মাজাহ)

١٤٥- عَنْ أَبِيْ فَاطِمَةَ الْأَزْدِيِّ أَوِ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيْ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ: يَا أَبَا فَاطِمَةَ! إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَلْقَانِيْ فَأَكْثِرِ السُّجُوْدَ.

رواه أحمد ٣/٨٢٤

১৪৫. হযরত আবু ফাতেমা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, হে আবু ফাতেমা, তুমি যদি (আখেরাতে) আমার সহিত মিলিত হইতে চাও তবে বেশী পরিমাণে সেজদা করিও, অর্থাৎ অধিক পরিমাণে নামায পড়িও।

(মুসনাদে আহমাদ)

١٤٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ: انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَيُكْمِلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلٰى ذٰلِكَ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيمة الصلاة ....، رقم: ٤١٣

১৪৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন মানুষের আমলের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব করা হইবে। যদি নামায উত্তম হইয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত হয় তবে সে ব্যক্তি সফলকাম ও কৃতকার্য হইবে। আর যদি নামায খারাপ হয় তবে সে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হইবে। যদি ফরয নামাযে কোন ত্রুটি হইয়া থাকে তবে

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, দেখ, আমার বান্দার নিকট কিছু নফলও আছে কিনা? যাহা দ্বারা ফরযের ত্রুটি পূরণ করা যায়। যদি নফল থাকে তবে আল্লাহ তায়ালা উহা দ্বারা ফরযের ত্রুটি পূরণ করিয়া দিবেন। অতঃপর এইভাবে বাকি আমল—রোযা, যাকাত ইত্যাদির হিসাব হইবে। অর্থাৎ ফরয রোযার ত্রুটি নফল রোযার দ্বারা পূরণ করা হইবে এবং যাকাতের ত্রুটি নফল সদকা দ্বারা পূরা করা হইবে। (তিরমিযী)

١٤٧- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِيْ عِنْدِيْ لَمُؤْمِنٌ خَفِيْفُ الْحَاذِ ذُوْحَظٍّ مِنَ الصَّلَاةِ، أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلٰى ذٰلِكَ. ثُمَّ نَقَرَ بِإِصْبَعِهِ فَقَالَ: عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ قَلَّتْ بَوَاكِيْهِ قَلَّ تُرَاثُهُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في الكفاف ....، رقم: ٢٣٤٧

১৪৭. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার বন্ধুদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা ঈর্ষার পাত্র সে যে হালকা পাতলা হয়। অর্থাৎ দুনিয়ার আসবাবপত্র ও পরিবার পরিজনের বেশী বোঝা না হয়, নামায হইতে অধিক অংশলাভ করিয়াছে। অর্থাৎ নফল বেশী পরিমাণে পড়িয়া থাকে, আপন রবের এবাদত উত্তমরূপে করে, আল্লাহ তায়ালাকে (যেমন প্রকাশ্যে মান্য করিয়া থাকে তেমনি) গোপনেও মান্য করে, লোকদের মধ্যে অপরিচিত থাকে, তাহার প্রতি অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয় না, অর্থাৎ লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ না হয়, রুজি শুধু জীবন ধারণ পরিমাণ হয় যাহার উপর সবর করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া দেয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত দ্বারা তুড়ি বাজাইলেন (যেমন কোন কাজ তাড়াতাড়ি হইয়া গেলে মানুষ তুড়ি বাজায়) এবং এরশাদ করিলেন, তাড়াতাড়ি তাহার মৃত্যু আসিয়া যায় আর তাহার জন্য না কান্নাকাটি করার মত কোন মহিলা থাকে আর না তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বেশী থাকে। (তিরমিযী)

١٤٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلْمَانَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحْنَا خَيْبَرَ أَخْرَجُوْا غَنَائِمَهُمْ مِنَ الْمَتَاعِ وَالسَّبْيِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَبَاعُوْنَ غَنَائِمَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ:

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! لَقَدْ رَبِحْتُ رِبْحًا مَا رَبِحَ الْيَوْمَ مِثْلَهُ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ هٰذَا الْوَادِىْ قَالَ: وَيْحَكَ وَمَا رَبِحْتَ؟ قَالَ: مَا زِلْتُ اَبِيْعُ وَاَبْتَاعُ حَتّٰى رَبِحْتُ ثَلَاثَمِائَةِ اُوْقِيَّةٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَنَا اُنَبِّئُكَ بِخَيْرِ رَجُلٍ رَبِحَ، قَالَ: مَا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. رواه أبوداؤد، باب فى التجارة فى الغزو، رقم:٢٦٦٧ مختصر سنن أبى داؤد للمنذرى

১৪৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালমান (রহঃ) বলেন, একজন সাহাবী আমাকে বলিয়াছেন যে, আমরা যখন খায়বার জয় করিলাম তখন লোকেরা নিজ নিজ গনীমতের মাল বাহির করিল। উহাতে বিভিন্ন প্রকার সামানপত্র ও কয়েদী ছিল। বেচাকেনা আরম্ভ হইয়া গেল। (অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস খরিদ করিতে লাগিল এবং অন্যান্য অতিরিক্ত জিনিস বিক্রয় করিতে লাগিল।) ইতিমধ্যে একজন সাহাবী (রাযিঃ) (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আজকের এই ব্যবসায় আমার এত মুনাফা হইয়াছে যে, সমস্ত লোকদের মধ্যে আর কাহারো এত মুনাফা হয় নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কত কামাইয়াছ? তিনি বলিলেন, আমি সামান খরিদ করিতে ও বিক্রয় করিতে থাকিলাম, যাহাতে তিনশত উকিয়া চান্দি মুনাফা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি তোমাকে সর্বোত্তম মুনাফা অর্জনকারী ব্যক্তি বলিয়া দিতেছি, তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কি সেই মুনাফা (যাহা সেই ব্যক্তি অর্জন করিয়াছে)? এরশাদ করিলেন, ফরজ নামাযের পর দুই রাকাত নফল। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ এক উকিয়া চল্লিশ দেরহামে হয়। আর এক দেরহামে প্রায় তিন গ্রাম রূপা হয়। এই হিসাবে প্রায় তিন হাজার তোলা রূপা (মুনাফা অর্জন) হইয়াছে।

١٤٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ -اِذَا هُوَ نَامَ- ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ. فَاِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ

انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَاِنْ تَوَضَّاَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَاِنْ صَلّٰى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ، فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَاِلَّا اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ. رواه أبوداؤد، باب قيام الليل، رقم:١٣٠٦ وفى رواية ابن ماجه: فَيُصْبِحُ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ قَدْ اَصَابَ خَيْرًا. وَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ، اَصْبَحَ كَسِلًا خَبِيْثَ النَّفْسِ لَمْ يُصِبْ خَيْرًا. باب ما جاء فى قيام الليل، رقم:١٣٢٩

১৪৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন শয়ন করে তখন শয়তান তাহার ঘাড়ের উপর তিনটি গিরা লাগাইয়া দেয়। প্রত্যেক গিরাতে সে এই বলিয়া ফুঁ দেয় যে, এখনও রাত্রি অনেক বাকি আছে, ঘুমাইতে থাক। মানুষ যদি জাগ্রত হইয়া আল্লাহ তায়ালার নাম উচ্চারণ করে তবে একটি গিরা খুলিয়া যায়। আর যদি অযূ করিয়া লয় তবে দ্বিতীয় গিরাও খুলিয়া যায়। অতঃপর যদি তাহাজ্জুদ পড়িয়া লয় তবে সমস্ত গিরাগুলি খুলিয়া যায়। অতএব সকালবেলা সে অত্যন্ত সতেজ মন ও হাসিখুশী থাকে। তাহার অনেক বড় কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। আর যদি তাহাজ্জুদ না পড়ে তবে সে অলস ও ভারাক্রান্ত থাকে এবং অনেক বড় কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়।

(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

١٥٠- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: رَجُلَانِ مِنْ اُمَّتِىْ يَقُوْمُ اَحَدُهُمَا مِنَ اللَّيْلِ فَيُعَالِجُ نَفْسَهُ اِلَى الطُّهُوْرِ، وَعَلَيْهِ عُقَدٌ فَيَتَوَضَّاُ، فَاِذَا وَضَّاَ يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَاِذَا وَضَّاَ وَجْهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَاِذَا مَسَحَ رَاْسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَاِذَا وَضَّاَ رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَيَقُوْلُ الرَّبُّ -عَزَّوَجَلَّ- لِلَّذِيْنَ وَرَاءَ الْحِجَابِ: اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ هٰذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ مَا سَاَلَنِىْ عَبْدِىْ هٰذَا فَهُوَ لَهُ. رواه أحمد، الفتح الربانى ٣٠٤/١

১৫০. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমার উম্মতের দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি রাত্রে উঠে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজেকে অযূর জন্য প্রস্তুত করে, কারণ তাহার উপর শয়তানের গিরা লাগিয়া থাকে। যখন সে অযূর মধ্যে নিজের উভয় হাত ধৌত করে

তখন একটি গিরা খুলিয়া যায়। যখন চেহারা ধৌত করে তখন দ্বিতীয় গিরা খুলিয়া যায়, যখন মাথা মাসাহ করে তখন আরও একটি গিরা খুলিয়া যায়, যখন পা ধৌত করে তখন আরও একটি গিরা খুলিয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে যাহারা মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে রহিয়াছেন, বলেন, আমার এই বান্দাকে দেখ, সে কিরূপ কষ্ট সহ্য করিতেছে, আমার এই বান্দা আমার নিকট যাহা চাহিবে তাহা সে পাইবে। (মুসনাদে আহমাদ আল ফাতহুর রাব্বানী)

١٥١- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ، وَلَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ، ثُمَّ قَالَ: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ، أَوْ دَعَا اسْتُجِيْبَ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلّٰى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ.

رواه البخارى، باب فضل من تعارّ من الليل فصلّى، رقم:١١٥٤

১৫১. হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার রাত্রে চোখ খুলিয়া যায়, অতঃপর সে এই দোয়া পড়িয়া লয়—

لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ، وَلَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

অতঃপর **اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ** (অর্থাৎ আয় আল্লাহ আমাকে মাফ করিয়া দিন) বলে, অথবা আর কোন দোয়া করে তবে উহা কবুল হইয়া যায়। তারপর যদি অযূ করিয়া নামায পড়িতে লাগিয়া যায় তবে তাহার নামায কবুল করা হয়। (বোখারী)

١٥٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ

وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا أَنْتَ -أَوْ- لَآ إِلٰـهَ غَيْرُكَ. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أميّة **وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.** رواه البخارى باب التهجد بالليل، رقم:١١٢٠

১৫২. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠিতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি আসমানসমূহ ও জমিন এবং উহাতে যে সকল মাখলুক আবাদ রহিয়াছে সকলের রক্ষণাবেক্ষণকারী, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, জমিন আসমান ও উহার মধ্যে অবস্থিত সকল মাখলুকের উপর আপনারই রাজত্ব। সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি জমিন–আসমানের আলো দানকারী, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি জমিন আসমানের বাদশাহ, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, প্রকৃত অস্তিত্ব আপনারই, আপনার ওয়াদা হক (টলিতে পারে না)। আপনার সাক্ষাৎ অবশ্যই লাভ

হইবে, আপনার ফরমান হক, জান্নাতের অস্তিত্ব হক, জাহান্নামের অস্তিত্ব হক, সমস্ত নবী আলাইহিমুস সালামগণ সত্য, (হযরত) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য (রাসূল), কেয়ামত অবশ্যই আসিবে, আয় আল্লাহ আমি নিজেকে আপনার সোপর্দ করিলাম, আমি আপনাকে অন্তর দ্বারা মানিলাম, আপনারই উপর ভরসা করিলাম, আপনারই দিকে মনোনিবেশ করিলাম, (অস্বীকারকারীদের মধ্য হইতে) যাহার সহিত বিবাদ করিয়াছি তাহা আপনারই সাহায্যে করিয়াছি এবং আপনারই দরবারে ফরিয়াদ পেশ করিয়াছি, অতএব আমার সেই সকল গুনাহ মাফ করিয়া দিন যাহা আমি আজ পর্যন্ত করিয়াছি আর যাহা পরে করিব, আর যে গুনাহ আমি গোপনে করিয়াছি, আর যাহা প্রকাশ্যে করিয়াছি। আপনিই তৌফিক দান করতঃ দ্বীনি আমলের দিকে অগ্রগামী করেন আপনিই তৌফিক ছিনাইয়া লইয়া পশ্চাদগামী করেন। আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, নেক কাজ করার শক্তি ও বদ কাজ হইতে বাঁচার শক্তি একমাত্র আল্লাহর পক্ষ হইতেই হয়। (বোখারী)

١٥٣-عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ، صَلٰوةُ اللَّيْلِ. رواه مسلم، باب فضل صوم المحرم، رقم:٢٧٥٥

১৫৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, রমযানুল মোবারকের পরে সর্বাপেক্ষা উত্তম রোযা মাহে মুহাররমের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বাপেক্ষা উত্তম নামায রাত্রের নামায। (মুসলিম)

١٥٤-عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَابُدَّ مِنْ صَلٰوةٍ بِلَيْلٍ وَلَوْ حَلْبَ شَاةٍ، وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ. رواه الطبرانى فى الكبير وفيه: محمد بن اسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد٢/٥٢١ وهوثقة، مجمع الزوائد١٠/٩٢

১৫৪. হযরত ইয়াস ইবনে মুআবিয়া মুযানী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তাহাজ্জুদ অবশ্যই পড় যদিও বকরীর দুধ দোহন পরিমাণ এত অল্প সময়ের জন্যই হউক না কেন। আর এশার পর যে নামাযই পড়া হইবে তাহা তাহাজ্জুদের মধ্যে গণ্য হইবে। (তাবরানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ ঘুম হইতে জাগ্রত হইবার পর যে নামায পড়া হয় উহাকে তাহাজ্জুদ বলে। কোন কোন ওলামায়ে কেরামের নিকট এশার পর ঘুমাইবার পূর্বে যে নফল পড়িয়া লওয়া হইবে উহাও তাহাজ্জুদ। (এলাউস সুনান)

١٥٥-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: فَضْلُ صَلٰوةِ اللَّيْلِ عَلٰى صَلٰوةِ النَّهَارِ كَفَضْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ عَلٰى صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٢/٥١٩

১৫৫. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, রাত্রের নফল নামায দিনের নফল নামায হইতে এরূপ উত্তম যেরূপ গোপন সদকা প্রকাশ্য সদকা হইতে উত্তম। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٥٦-عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلٰى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ١/٣٠٨

১৫৬. হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তাহাজ্জুদ অবশ্যই পড়িও। উহা তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের তরীকা। আর উহা দ্বারা তোমাদের আপন রবের নৈকট্য লাভ হইবে, গুনাহ মাফ হইবে এবং গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٥٧-عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ، وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمُ الَّذِىْ إِذَا انْكَشَفَتْ فِئَةٌ قَاتَلَ وَرَاءَهَا بِنَفْسِهِ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، فَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ وَإِمَّا أَنْ يَنْصُرَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَيَكْفِيَهُ، فَيَقُوْلُ: انْظُرُوا إِلٰى عَبْدِىْ هٰذَا كَيْفَ صَبَرَ لِىْ بِنَفْسِهِ؟ وَالَّذِىْ لَهُ امْرَأَةٌ حَسَنَةٌ وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ، فَيَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُوْلُ: يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُنِى، وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ، وَالَّذِىْ إِذَا كَانَ فِىْ سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ فَسَهِرُوا ثُمَّ هَجَعُوا فَقَامَ مِنَ السَّحَرِ فِىْ ضَرَّاءَ وَسَرَّاءَ. رواه الطبرانى فى الكبير بإسناد حسن، الترغيب ١/٤٣٤

১৫৭. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন ব্যক্তি এমন আছে যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা মহব্বত করেন, এবং তাহাদেরকে দেখিয়া অত্যন্ত খুশী হন, তন্মধ্যে একজন সেই ব্যক্তি যে জেহাদে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একাই লড়াই করিতে থাকে যখন তাহার সমস্ত সাথী ময়দান ছাড়িয়া চলিয়া যায়। অতঃপর সে হয়ত শহীদ হইয়া যাইবে অথবা আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সাহায্য করিবেন এবং তাহাকে জয়যুক্ত করিবেন। আল্লাহ তায়ালা (ফেরেশতাদেরকে) বলেন, আমার এই বান্দাকে দেখ, আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কিভাবে ময়দানে দৃঢ়পদ রহিয়াছে। দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যাহার পার্শ্বে সুন্দরী স্ত্রী রহিয়াছে এবং উত্তম ও নরম বিছানা রহিয়াছে তথাপি সে (এইসব ছাড়িয়া) তাহাজ্জুদে মশগুল হইয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, দেখ, নিজের খাহেশকে ত্যাগ করিতেছে আর আমাকে স্মরণ করিতেছে। ইচ্ছা করিলে সে ঘুমাইয়া থাকিতে পারিত। তৃতীয় সেই ব্যক্তি যে সফরে কাফেলার সহিত রহিয়াছে। কাফেলার লোকজন অধিক রাত্র জাগ্রত থাকিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, আর এই ব্যক্তি মনের ইচ্ছায় অনিচ্ছায়—সর্বাবস্থায় তাহাজ্জুদের জন্য উঠিয়া দাঁড়ায়। (তাবারানী, তরগীব)

١٥٨- عَنْ أَبِىْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللّٰهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَفْشَى السَّلَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده قوى٢/٢٦٢

১৫৮. হযরত আবু মালেক আশআরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জান্নাতে এরূপ বালাখানা রহিয়াছে, যাহার ভিতরের জিনিস বাহির হইতে এবং বাহিরের জিনিস ভিতর হইতে দেখা যায়। এই সকল বালাখানা আল্লাহ তায়ালা ঐ সকল লোকের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন যাহারা লোকদেরকে খানা খাওয়ায়, অধিক পরিমাণে সালাম প্রচার করে এবং রাত্রে এমন সময় নামায পড়ে যখন লোকেরা ঘুমাইয়া থাকে। (ইবনে হিব্বান)

١٥٩- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ جِبْرَئِيْلُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَاعْمَلْ مَا

شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِىٌّ بِهِ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاءُهُ عَنِ النَّاسِ. رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن، الترغيب ١/٤٣١

১৫৯. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) বলেন, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি যতদিনই জীবিত থাকুন না কেন একদিন মৃত্যু আসিবেই। আপনি যাহা ইচ্ছা আমল করুন উহার বদলা বা বিনিময় আপনাকে দেওয়া হইবে। যাহাকে ইচ্ছা মহব্বত করুন অবশেষে একদিন পৃথক হইতে হইবে। জানিয়া রাখুন, মুমিনের বুযুর্গী তাহাজ্জুদ পড়ার মধ্যে, আর মুমিনের সম্মান লোকদের হইতে অমুখাপেক্ষী থাকার মধ্যে। (তাবারানী, তরগীব)

١٦٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَا عَبْدَ اللّٰهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ. رواه البخارى، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، رقم:١١٥٢

১৬০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, আবদুল্লাহ, তুমি অমুকের মত হইও না। সে রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়িত আবার তাহাজ্জুদ ছাড়িয়া দিল। (বোখারী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ কোন ওজর ব্যতীত নিজের দৈনন্দিনের দ্বীনী আমলকে ছাড়িয়া দেওয়া ভাল নয়। (মোজাহেরে হক)

١٦١- عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَتَشَهَّدْ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لْيُلْحِفْ فِى الْمَسْئَلَةِ، ثُمَّ إِذَا دَعَا فَلْيَتَسَاكَنْ وَلْيَتَبَاءَسْ وَلْيَتَضَعَّفْ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَذَاكَ الْخِدَاجُ أَوْ كَالْخِدَاجِ. رواه أحمد٤/١٦٧

১৬১. হযরত মুত্তালিব ইবনে রাবীআহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, রাত্রের নামায দুই দুই রাকাত করিয়া। অতএব তোমাদের কেহ যখন নামায পড়িবে তখন প্রতি দুই রাকাতের শেষে তাশাহহুদ পড়িবে। অতঃপর দোয়ার মধ্যে মিনতি করিবে, বিনীত ভাব অবলম্বন করিবে, অসহায়তা ও অক্ষমতা প্রকাশ করিবে। যে এরূপ করে নাই তাহার নামায অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ তাশাহহুদের পর দোয়া করা, নামাযের মধ্যেও এবং সালামের পরও করা যাইতে পারে।

١٦٢- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً وَهُوَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَدِيْنَةِ قَالَ: فَقُمْتُ أُصَلِّي وَرَاءَهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مِائَةَ آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَهَا فَلَمْ يَرْكَعْ، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مِائَتَيْ آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَهَا فَلَمْ يَرْكَعْ، فَقُلْتُ إِذَا خَتَمَهَا رَكَعَ، فَخَتَمَ فَلَمْ يَرْكَعْ، فَلَمَّا خَتَمَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ، اَللّٰهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ، وِتْرًا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقُلْتُ إِنْ خَتَمَهَا رَكَعَ، فَخَتَمَهَا وَلَمْ يَرْكَعْ، وَقَالَ: اَللّٰهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ افْتَتَحَ سُوْرَةَ الْمَائِدَةِ، فَقُلْتُ: إِذَا خَتَمَ رَكَعَ، فَخَتَمَهَا فَرَكَعَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ، وَيُرَجِّعُ شَفَتَيْهِ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُوْلُ غَيْرَ ذٰلِكَ، ثُمَّ سَجَدَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى، وَيُرَجِّعُ شَفَتَيْهِ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُوْلُ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَا أَفْهَمُ غَيْرَهُ ثُمَّ افْتَتَحَ سُوْرَةَ الْأَنْعَامِ فَتَرَكْتُهُ وَذَهَبْتُ. رواه عبد الرزاق في مصنفه ٢/١٤٧

১৬২. হযরত হোযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাযিঃ) বলেন, আমি এক রাত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়া গেলাম। তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নামায পড়িতেছিলেন। আমিও তাঁহার পিছনে নামায পড়িতে দাঁড়াইয়া গেলাম। আমার ধারণা ছিল যে, তিনি জানেন না যে, আমি তাঁহার পিছনে নামায পড়িতেছি। তিনি সূরা বাকারা আরম্ভ করিলেন, আমি মনে মনে বলিলাম, হয়ত একশত আয়াতের পর রুকু করিবেন। কিন্তু তিনি যখন একশত আয়াত পড়িয়া রুকু করিলেন না তখন ভাবিলাম, দুইশত আয়াত পড়িয়া রুকু করিবেন। কিন্তু তিনি যখন

দুইশত আয়াত পড়িয়া রুকু করিলেন না তখন আমি ভাবিলাম, হয়ত সূরা শেষ করিয়া রুকু করিবেন। যখন তিনি সূরা শেষ করিলেন তখন তিনবার اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ পড়িলেন। অতঃপর সূরা আলে এমরান আরম্ভ করিলেন। আমি ধারণা করিলাম যে, ইহা শেষ করিয়া তো রুকু করিবেনই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সূরা শেষ করিলেন, কিন্তু রুকু করিলেন না, বরং তিন বার اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ পড়িলেন। অতঃপর সূরা মায়েদাহ আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমি চিন্তা করিলাম, সূরা মায়েদাহ শেষ করিয়া রুকু করিবেন। সুতরাং তিনি সূরা মায়েদাহ শেষ করিয়া রুকু করিলেন। আমি তাঁহাকে রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পড়িতে শুনিলাম এবং তিনি নিজের ঠোঁট মোবারক নাড়াইতেছিলেন। (যাহাতে) আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি উহার সহিত আরও কিছু পড়িতেছেন। অতঃপর তিনি সেজদা করিলেন। আমি তাঁহাকে সেজদাতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى পড়িতে শুনিলাম এবং তিনি তাঁহার ঠোঁট মোবারক নাড়াইতেছিলেন। যাহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি উহার সহিত আরও কিছু পড়িতেছেন যাহা আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম না। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আনআম আরম্ভ করিলে আমি তাহাকে নামাযরত অবস্থায় ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম। (কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আর নামায পড়িতে হিম্মত করিতে পারিলাম না।) (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক)

١٦٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْلَةً حِيْنَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِيْ بِهَا قَلْبِيْ، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِيْ، وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِيْ، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِيْ، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِيْ، وَتُزَكِّيْ بِهَا عَمَلِيْ، وَتُلْهِمُنِيْ بِهَا رُشْدِيْ، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِيْ، وَتَعْصِمُنِيْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ، اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ إِيْمَانًا وَيَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ فِي الْقَضَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِيْ وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِيْ وَضَعُفَ عَمَلِيْ افْتَقَرْتُ إِلٰى رَحْمَتِكَ، فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُوْرِ، وَيَا شَافِيَ الصُّدُوْرِ، كَمَا تُجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْرِ، أَنْ تُجِيْرَنِيْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ،

وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُوْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُوْرِ. اَللّٰهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِىْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِىْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِىْ مِنْ خَيْرٍ، وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيْهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّىْ أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيْهِ وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيْدِ، وَالْأَمْرِ الرَّشِيْدِ، أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُوْدِ مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُوْدِ، الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ، الْمُوْفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ، أَنْتَ رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَالِّيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ سِلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوًّا لِأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ وَنُعَادِىْ بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ، اَللّٰهُمَّ هٰذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَهٰذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِىْ نُوْرًا فِىْ قَلْبِىْ وَنُوْرًا فِىْ قَبْرِىْ وَنُوْرًا مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ، وَنُوْرًا مِنْ خَلْفِىْ، وَنُوْرًا عَنْ يَمِيْنِىْ، وَنُوْرًا عَنْ شِمَالِىْ، وَنُوْرًا مِنْ فَوْقِىْ، وَنُوْرًا مِنْ تَحْتِىْ، وَنُوْرًا فِىْ سَمْعِىْ، وَنُوْرًا فِىْ بَصَرِىْ، وَنُوْرًا فِىْ شَعْرِىْ، وَنُوْرًا فِىْ بَشَرِىْ، وَنُوْرًا فِىْ لَحْمِىْ، وَنُوْرًا فِىْ دَمِىْ، وَنُوْرًا فِىْ عِظَامِىْ، اَللّٰهُمَّ أَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا وَأَعْطِنِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِىْ نُوْرًا، سُبْحَانَ الَّذِىْ تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِىْ لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِىْ لَا يَنْبَغِى التَّسْبِيْحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِى الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب منه دعاء: اللّٰهم إنى أسئلك رحمة من عندك ....، رقم:٣٤١٩

১৬৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাত্রে তাহাজ্জুদ নামায শেষ করিবার পর আমি তাহাকে এই দোয়া করিতে শুনিয়াছি—

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِىْ بِهَا قَلْبِىْ، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِىْ، وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِىْ، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِىْ، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِىْ، وَتُزَكِّىْ بِهَا عَمَلِىْ، وَتُلْهِمُنِىْ بِهَا رُشْدِىْ، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِىْ، وَتَعْصِمُنِىْ بِهَا مِنْ كُلِّ

سُوْءٍ، اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِىْ إِيْمَانًا وَيَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ فِى الْقَضَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِىْ وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِىْ وَضَعُفَ عَمَلِىْ افْتَقَرْتُ إِلٰى رَحْمَتِكَ، فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِىَ الْأُمُوْرِ، وَيَاشَافِىَ الصُّدُوْرِ، كَمَا تُجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْرِ، أَنْ تُجِيْرَنِىْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُوْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُوْرِ. اَللّٰهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِىْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِىْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِىْ مِنْ خَيْرٍ، وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيْهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّىْ أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيْهِ وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيْدِ، وَالْأَمْرِ الرَّشِيْدِ، أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُوْدِ مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُوْدِ، الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ، الْمُوْفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ، أَنْتَ رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَالِّيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ سِلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوًّا لِأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ وَنُعَادِىْ بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ، اَللّٰهُمَّ هٰذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَهٰذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِىْ نُوْرًا فِىْ قَلْبِىْ وَنُوْرًا فِىْ قَبْرِىْ وَنُوْرًا مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ، وَنُوْرًا مِنْ خَلْفِىْ، وَنُوْرًا عَنْ يَمِيْنِىْ، وَنُوْرًا عَنْ شِمَالِىْ، وَنُوْرًا مِنْ فَوْقِىْ، وَنُوْرًا مِنْ تَحْتِىْ، وَنُوْرًا فِىْ سَمْعِىْ، وَنُوْرًا فِىْ بَصَرِىْ، وَنُوْرًا فِىْ شَعْرِىْ، وَنُوْرًا فِىْ بَشَرِىْ، وَنُوْرًا فِىْ لَحْمِىْ، وَنُوْرًا فِىْ دَمِىْ، وَنُوْرًا فِىْ عِظَامِىْ، اَللّٰهُمَّ أَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا وَأَعْطِنِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِىْ نُوْرًا، سُبْحَانَ الَّذِىْ تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِىْ لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِىْ لَا يَنْبَغِى التَّسْبِيْحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِى الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আপনার খাস রহমত চাহিতেছি, যাহা দ্বারা আপনি আমার দিলকে হেদায়াত নসীব করুন এবং উহা দ্বারা আমার কাজকে সহজ করিয়া দিন, আর সেই রহমত দ্বারা

আমার পেরেশানীর অবস্থাকে দূর করিয়া দিন এবং আমার অনুপস্থিতির বিষয়গুলির দেখাশুনা করুন, আর যাহা আমার নিকট আছে উহাকে সেই রহমত দ্বারা উন্নতি ও সম্মান নসীব করুন এবং আমার আমলকে সেই রহমত দ্বারা (শিরক ও রিয়া) হইতে পাক করিয়া দিন, আর সেই রহমত দ্বারা আমার অন্তরে এমন কথা ঢালিয়া দিন যাহা আমার জন্য সঠিক ও উপযোগী হয় এবং আমি যে জিনিসকে ভালবাসি সেই রহমত দ্বারা আমাকে উহা দান করুন, এবং সেই রহমত দ্বারা আমাকে সর্বপ্রকার খারাবী হইতে হেফাজত করুন। আয় আল্লাহ, আমাকে এমন ঈমান ও একীন নসীব করুন যাহার পর আর কোন প্রকার কুফর না থাকে এবং আমাকে আপনার সেই রহমত দান করুন যাহা দ্বারা আমার দুনিয়া আখেরাতে আপনার পক্ষ হইতে ইজ্জত ও সম্মানজনক স্থান লাভ হইবে। আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ফয়সালা বা সিদ্ধান্তের বিশুদ্ধতা এবং আপনার নিকট শহীদগণের ন্যায় মেহমানদারী, ভাগ্যবানদের ন্যায় জীবন এবং শত্রুর মোকাবিলায় আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আমার প্রয়োজন পেশ করিতেছি, যদিও আমার বুদ্ধি অসম্পূর্ণ ও আমার আমল দুর্বল, আমি আপনার রহমতের মুখাপেক্ষী। হে কার্যসম্পাদনকারী ও অন্তরসমূহের শেফাদানকারী, যেমন আপনি আপন কুদরত দ্বারা (একই সঙ্গে প্রবাহিত) সমুদ্রগুলির একটি হইতে অপরটিকে পৃথক করিয়া রাখেন, (অর্থাৎ লোনাকে মিষ্টি হইতে এবং মিষ্টিকে লোনা হইতে পৃথক রাখেন) তেমনি আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাকে আপনি দোযখের আগুন হইতে এবং সেই আযাব হইতে যাহা দেখিয়া মানুষ হায় হায় (অর্থাৎ মৃত্যু কামনা) করিতে আরম্ভ করে এবং কবরের আযাব হইতে দূরে রাখুন। আয় আল্লাহ, যে কল্যাণ পর্যন্ত আমার আকল বুদ্ধি পৌছিতে পারে নাই এবং আমার আমল উহা অর্জন করার ব্যাপারে দুর্বল রহিয়াছে এবং আমার নিয়তও সেই পর্যন্ত পৌছে নাই এবং আমি আপনার নিকট সেই কল্যাণ সম্পর্কে আবেদনও করি নাই, যাহা আপনি আপনার মাখলুক হইতে কোন বান্দার সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন অথবা এমন কোন কল্যাণ যাহা আপনি আপনার কোন বান্দাকে দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছেন, হে সমস্ত জগতের পালনকর্তা, আমিও আপনার নিকট সেই কল্যাণ কামনা করি এবং আপনার রহমতের উসিলায় উহা চাহিতেছি। হে দৃঢ় অঙ্গীকারকারী ও নেককাজের মালিক আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আযাবের দিন নিরাপত্তা ও কেয়ামতের দিন জান্নাতে ঐ সমস্ত লোকদের সঙ্গী হওয়ার প্রার্থনা করিতেছি যাহারা

আপনার নৈকট্যপ্রাপ্ত, আপনার দরবারে উপস্থিত, রুকু সেজদায় পড়িয়া থাকে, অঙ্গীকারকে পালন করে। নিশ্চয় আপনি বড় মেহেরবান ও অত্যন্ত মহব্বত করনেওয়ালা এবং নিশ্চয় আপনি যাহা চাহেন তাহা করেন। আয় আল্লাহ, আমাদিগকে অন্যদের জন্য সৎপথের প্রদর্শক ও স্বয়ং হেদায়াতপ্রাপ্ত বানাইয়া দিন। এমন করিবেন না যে, নিজেও পথভ্রষ্ট হই এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করি। আপনার দোস্তদের সহিত যেন আমাদের সন্ধি হয় আপনার দুশমনদের যেন দুশমন হই। যে আপনার সহিত মহব্বত রাখে তাহার সহিত আপনার মহব্বতের কারণে মহব্বত করি। আর যে আপনার বিরোধিতা করে তাহার সহিত আপনার দুশমনির কারণে যেন দুশমনি করি। আয় আল্লাহ, এই দোয়া করা আমার কাজ আর কবুল করা আপনার কাজ, আর ইহা আমার চেষ্টা এবং আপনার যাতের উপর ভরসা রাখি। আয় আল্লাহ, আমার অন্তরে নূর ঢালিয়া দিন, আমার কবরকে নূরানী করিয়া দিন, আমার সামনে নূর, আমার পিছনে নূর, আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, অর্থাৎ আমার চারিদিকে আপনারই নূর হউক, এবং আমার কানে নূর আমার চোখে নূর, আমার লোমে লোমে নূর, আমার চামড়ায় নূর, আমার গোশতে নূর, আমার রক্তে নূর, আমার হাঁড়ে হাঁড়ে নূরই নূর করিয়া দিন। আয় আল্লাহ, আমার নূরকে বৃদ্ধি করিয়া দিন, আমাকে নূর দান করুন, আমার জন্য নূর নির্ধারিত করিয়া দিন। পবিত্র সেই সত্তা ইজ্জত যাহার চাদর এবং তাহার ফরমান সম্মানিত। পবিত্র সেই সত্তা মহিমা ও মহত্ব যাহার পোশাক ও তাঁহার দান। পবিত্র সেই সত্তা যাহার শানই একমাত্র দোষ হইতে পাক হওয়ার উপযুক্ত। পবিত্র সেই সত্তা যিনি বড় অনুগ্রহ ও নেয়ামতের মালিক। পবিত্র সেই সত্তা, যিনি অত্যন্ত মহিমাময় সম্মানিত। পবিত্র সেই সত্তা যিনি অতীব মর্যাদা ও দয়ার মালিক। (তিরমিযী)

١٦٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلّٰى فِىْ لَيْلَةٍ بِمِائَةِ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ صَلّٰى فِىْ لَيْلَةٍ بِمِائَتَىْ آيَةٍ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ الْمُخْلِصِيْنَ. رواه الحاكم وقال:

صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى ١/٣٠٩

১৬৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন রাত্রে নামাযের মধ্যে একশত আয়াত পড়ে, সে ঐ রাত্রে আল্লাহর এবাদত

হইতে গাফেল ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হয় না, আর যে ব্যক্তি কোন রাত্রে নামাযের মধ্যে দুইশত আয়াত পড়ে, সে ঐ রাত্রে এখলাসের সহিত এবাদতকারীদের মধ্যে গণ্য হয়। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٦٥-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ قَرَأَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ. رواه ابن خزيمة فی صحيحه ١٨١/٢

১৬৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদে দশ আয়াত পড়িয়া লয় সে ঐ রাত্রে গাফেলীনদের মধ্যে গণ্য হয় না। যে একশত আয়াত পড়িয়া লয় সে এবাদতগুজারদের মধ্যে গণ্য হয়। আর যে একহাজার আয়াত পড়িয়া লয় সে ঐ সকল লোকদের মধ্যে গণ্য হয় যাহারা কিনতার পরিমাণ সওয়াব লাভ করে।

(ইবনে খুযাইমা)

١٦٦- عَنْ أَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أُوْقِيَّةٍ، كُلُّ أُوْقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده حسن٦/٣١١

১৬৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বার হাজার উকিয়াতে এক কিনতার হয় এবং প্রত্যেক উকিয়া জমিন আসমানের মধ্যবর্তী সমুদয় জিনিস হইতে উত্তম। (ইবনে হিব্বান)

١٦٧- عَنْ أَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِیْ وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللّٰهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلّٰى، فَإِنْ أَبٰى نَضَحَتْ فِیْ وَجْهِهِ الْمَاءَ. رواه النسائی، باب الترغيب فی قيام الليل، رقم:١٦١١

১৬৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ

তায়ালা সেই ব্যক্তির উপর রহমত নাযিল করুন, যে রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জুদ পড়ে, অতঃপর নিজ স্ত্রীকেও জাগ্রত করে এবং সেও নামায পড়ে। আর যদি (ঘুমের আধিক্যের দরুন) সে না উঠে তবে তাহার মুখের উপর হালকা পানির ছিটা দিয়া জাগ্রত করে। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা সেই মহিলার উপর রহমত নাযিল করুন, যে রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জুদ পড়ে, অতঃপর নিজ স্বামীকে জাগ্রত করে এবং সেও নামায পড়ে। আর যদি সে না উঠে তবে তাহার মুখের উপর হালকা পানির ছিটা দিয়া উঠাইয়া দেয়।

(নাসাঈ)

ফায়দা ঃ এই হাদীস সেই স্বামী স্ত্রীর জন্য যাহারা তাহাজ্জুদের আগ্রহ রাখে এবং এইভাবে একে অপরকে জাগ্রত করার দ্বারা তাহাদের মধ্যে মনমালিন্যতা সৃষ্টি না হয়। (মাআরিফে হাদীস)

١٦٨- عَنْ أَبِیْ سَعِيْدٍ وَأَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَ فِی الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ. رواه أبوداؤد، باب قيام الليل، رقم:١٣٠٩

১৬৮. হযরত আবু হোরায়রা ও হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ যখন রাত্রে তাহার পরিবার পরিজনকে জাগ্রত করে এবং স্বামী স্ত্রী উভয়ে (কমসে কম) তাহাজ্জুদের দুই রাকাত পড়িয়া লয় তখন তাহারা অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরকারীদের মধ্যে গণ্য হইয়া যায়। (আবু দাউদ)

١٦٩- عَنْ عَطَاءٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِيْنِیْ بِأَعْجَبِ مَا رَأَيْتِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَتْ: وَأَیُّ شَأْنِهِ لَمْ يَكُنْ عَجَبًا؟ إِنَّهُ أَتَانِیْ لَيْلَةً فَدَخَلَ مَعِیَ لِحَافِیْ ثُمَّ قَالَ: ذَرِيْنِیْ أَتَعَبَّدُ لِرَبِّیْ، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّیْ، فَبَكٰى حَتّٰى سَالَتْ دُمُوْعُهُ عَلٰى صَدْرِهِ، ثُمَّ رَكَعَ فَبَكٰى ثُمَّ سَجَدَ فَبَكٰى، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَبَكٰى، فَلَمْ يَزَلْ كَذٰلِكَ حَتّٰى جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَمَا يُبْكِيْكَ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا، وَلِمَ لَا أَفْعَلُ وَقَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَیَّ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ: ﴿إِنَّ

فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ﴾ الآيَاتِ. أخرجه ابن حبان فى صحيحه، إقامة الحجة ص ١١٢

১৬৯. হযরত আতা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর নিকট আরজ করিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন আশ্চর্য বিষয় যাহা আপনি দেখিয়াছেন, আমাকে শুনাইয়া দিন। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন জিনিস আশ্চর্য ছিল না। এক রাত্রে তিনি আমার নিকট ছিলেন এবং আমার সহিত আমার লেপের ভিতর শয়ন করিলেন। অতঃপর বলিলেন, ছাড়, আমি আমার রবের এবাদত করি। এই বলিয়া তিনি বিছানা হইতে উঠিলেন, অযূ করিলেন, অতঃপর নামাযের জন্য দাঁড়াইয়া গেলেন এবং কাঁদিতে লাগিলেন। এমনকি অশ্রু সীনা মোবারকের উপর বহিতে লাগিল। অতঃপর রুকু করিলেন, উহাতেও এইভাবে কাঁদিতে থাকিলেন। অতঃপর সেজদা করিলেন, উহাতেও এইভাবে কাঁদিতে থাকিলেন। অতঃপর সেজদা হইতে উঠিলেন এবং এইভাবে কাঁদিতে থাকিলেন। অবশেষে হযরত বেলাল (রাযিঃ) আসিয়া ফজরের নামাযের জন্য আওয়াজ দিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা যখন আপনার অগ্র–পশ্চাতের সকল গুনাহ (যদি হইয়াও থাকে) মাফ করিয়া দিয়াছেন তখন আপনি এত কেন কাঁদিতেছেন? তিনি এরশাদ করিলেন, তবে কি আমি শোকরগুজার বান্দা হইব না? আর আমি এরূপ কেন করিব না, যখন আজ আমার উপর

﴿اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ﴾

হইতে সূরা আলে এমরানের শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহ নাযিল হইয়াছে? (ইবনে হিব্বান, একামাতুল হুজ্জাত)

١٧٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنِ امْرِیءٍ تَكُوْنُ لَهُ صَلٰوةٌ بِلَیْلٍ فَغَلَبَهُ عَلَیْهَا نَوْمٌ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَجْرَ صَلٰوتِهٖ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَیْهِ. رواه النسائى، باب من كان له صلاة بالليل رقم:١٧٨٥

১৭০. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ পড়িতে অভ্যস্ত, (কিন্তু কোন রাত্রে) ঘুমের আধিক্যের দরুন চোখ না খুলে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য তাহাজ্জুদের সওয়াব লিখিয়া দেন, এবং তাহার ঘুম আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহার জন্য পুরস্কার স্বরূপ। অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়া ছাড়াই (সেই রাত্রে) সে তাহাজ্জুদের সওয়াব পাইয়া যায়। (নাসাঈ)

١٧١- عَنْ اَبِی الدَّرْدَاءِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِیَّ ﷺ قَالَ: مَنْ اَتٰی فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِی اَنْ يَقُوْمَ، يُصَلِّی مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتّٰی اَصْبَحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوٰی وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهٖ عَزَّوَجَلَّ.

رواه النسائى، باب من أتى فراشه وهو ينوى القيام فنام، رقم:١٧٨٨

১৭১. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুমাইবার জন্য বিছানায় আসিল আর তাহার তাহাজ্জুদ পড়িবার নিয়ত ছিল কিন্তু এমনই ঘুমাইল যে, সে সকালে জাগ্রত হইল, সে তাহার নিয়তের কারণে তাহাজ্জুদের সওয়াব লাভ করিবে আর তাহার ঘুম আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে একটি পুরস্কার স্বরূপ। (নাসাঈ)

١٧٢- عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِیِّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَعَدَ فِیْ مُصَلَّاهُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتّٰی يُسَبِّحَ رَكْعَتَیِ الضُّحٰی لَا يَقُوْلُ اِلَّا خَيْرًا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ، وَاِنْ كَانَتْ اَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ. رواه أبوداود، باب صلوة الضحى، رقم:١٢٨٧

১৭২. হযরত মুআয ইবনে আনাস জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায শেষ করিয়া উক্ত জায়গায় বসিয়া থাকে, ভাল কথা ছাড়া কোন কথা না বলে। অতঃপর দুই রাকাত এশরাকের নামায পড়ে তাহার গুনাহ মাফ হইয়া যায়, যদিও তাহা সমুদ্রের ফেনা হইতে অধিক হয়। (আবু দাউদ)

١٧٣- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّی الْغَدَاةَ ثُمَّ ذَكَرَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ حَتّٰی تَطْلُعَ

الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ تَمَسَّ جِلْدَهُ النَّارُ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٣/٤٢٠

১৭৩. হযরত হাসান ইবনে আলী (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়িয়া সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল থাকে। অতঃপর দুই অথবা চার রাকাত (এশরাকের নামায) পড়ে দোযখের আগুন তাহার চামড়া (ও) স্পর্শ করিবে না। (বায়হাকী)

١٧٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس ....، رقم: ٥٨٦

১৭৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সহিত আদায় করে। অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল থাকে, তারপর দুই রাকাত নফল পড়ে তবে সে হজ্জ ও ওমরার সওয়াব লাভ করে। হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বার এরশাদ করিয়াছেন, পরিপূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সওয়াব, পরিপূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সওয়াব, পরিপূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সওয়াব লাভ করে। (তিরমিযী)

١٧٥- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ -عَزَّوَجَلَّ- يَقُوْلُ: ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزَنَّ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ. رواه أحمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢/٤٩٢

১৭৫. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদমের সন্তান, দিনের শুরুতে চার রাকাত পড়িতে অক্ষম হইও না আমি তোমার সারা দিনের কাজ সম্পন্ন করিয়া দিব।

(মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ এই ফযীলত এশরাক নামাযের জন্য। অথবা ইহার দ্বারা চাশতের নামাযও উদ্দেশ্য হইতে পারে।

١٧٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْثًا فَأَعْظَمُوا الْغَنِيْمَةَ، وَأَسْرَعُوا الْكَرَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، مَا رَأَيْنَا بَعْثًا قَطُّ أَسْرَعَ كَرَّةً وَلَا أَعْظَمَ غَنِيْمَةً مِنْ هٰذَا الْبَعْثِ! فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعَ كَرَّةً مِنْهُ، وَأَعْظَمَ غَنِيْمَةً؟ رَجُلٌ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ عَمِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ الْغَدَاةَ، ثُمَّ عَقَّبَ بِصَلَاةِ الضَّحْوَةِ فَقَدْ أَسْرَعَ الْكَرَّةَ، وَأَعْظَمَ الْغَنِيْمَةَ. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/٤٩١

১৭৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাহিনী পাঠাইলেন। যাহারা অতি অল্প সময়ে সমস্ত গনীমতের মাল লইয়া ফিরিয়া আসিল। একজন সাহাবী (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা এমন বাহিনী দেখি নাই যাহারা এত অল্প সময়ে সমস্ত গনীমতের মাল লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা কম সময়ে এই গনীমতের মাল হইতে অধিক গনীমত অর্জনকারী ব্যক্তির কথা বলিব না! সে ঐ ব্যক্তি যে নিজের ঘর হইতে উত্তমরূপে অযু করিয়া মসজিদে যায়, ফজরের নামায পড়ে। অতঃপর (সূর্যোদয়ের পর) এশরাকের নামায পড়ে। এই ব্যক্তি অতি অল্প সময়ে অনেক বেশী মুনাফা উপার্জনকারী।

(আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٧٧- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى. رواه مسلم، باب استحباب صلاة الضحى ....، رقم: ١٦٧١

১৭৭. হযরত আবু যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের প্রত্যেক

ব্যক্তির উপর অবশ্য কর্তব্য যে, তাহার শরীরের প্রত্যেকটি জোড়ের সুস্থতার শোকরস্বরূপ প্রত্যহ সকালে একটি করিয়া সদকা করে। প্রতিবার সুবহানাল্লাহ বলা সদকা। প্রতিবার আলহামদুলিল্লাহ বলা সদকা, প্রতিবার লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সদকা, প্রতিবার আল্লাহু আকবার বলা সদকা, ভাল কাজের হুকুম করা সদকা, অন্যায় কাজ হইতে বাধা প্রদান করা সদকা এবং প্রত্যেক জোড়ের শোকর আদায়ের জন্য চাশতের সময় দুই রাকাত পড়া যথেষ্ট হইয়া যায়। (মুসলিম)

١٧٨- عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: فِي الْإِنْسَانِ ثَلٰثُمِائَةٍ وَسِتُّوْنَ مَفْصِلًا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ. قَالُوا: وَمَنْ يُطِيْقُ ذٰلِكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ؟ قَالَ: النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا، وَالشَّيْءُ تُنَحِّيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحٰى تُجْزِئُكَ. رواه أبوداؤد، باب في إماطة الأذى عن الطريق، رقم:٥٢٤٢

১৭৮. হযরত বুরাইদাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মানুষের মধ্যে তিনশত ষাটটি জোড় আছে। তাহার উপর অবশ্য কর্তব্য যে, প্রত্যেক জোড়ের সুস্থতার শোকরস্বরূপ একটি করিয়া সদকা আদায় করে। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এত সদকা কে আদায় করিতে পারে? এরশাদ করিলেন, মসজিদে যদি থুথু পড়িয়া থাকে তবে উহাকে মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া সদকার সওয়াব রাখে, রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া দেওয়াও সদকা, যদি এইসব কাজের সুযোগ না পায়, তবে তোমাদের জন্য এই সকল সদকার বিনিময়ে চাশতের দুই রাকাত নামায পড়া যথেষ্ট হইবে। (আবু দাউদ)

١٧٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ حَافَظَ عَلٰى شُفْعَةِ الضُّحٰى غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. رواه ابن ماجه، باب ماجاء في صلوة الضحى، رقم:١٣٨٢

১৭৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে চাশতের দুই রাকাত পড়ার এহতেমাম করে তাহার গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয় যদিও তাহা সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য হয়। (ইবনে মাজাহ)

١٨٠- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى الضُّحٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ صَلّٰى أَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِيْنَ، وَمَنْ صَلّٰى سِتًّا كُفِيَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ، وَمَنْ صَلّٰى ثَمَانِيًا كَتَبَهُ اللّٰهُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ صَلّٰى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا لِلّٰهِ مَنٌّ يَمُنُّ بِهِ عَلٰى عِبَادِهِ وَصَدَقَةٌ، وَمَا مَنَّ اللّٰهُ عَلٰى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ. رواه الطبراني في الكبير وفيه: موسى بن يعقوب الزمعي، وثقه ابن معين وابن حبان، وضعفه ابن المديني وغيره، وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢/٤٩٤

১৮০. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাকাত নফল পড়ে সে আল্লাহ তায়ালার এবাদত হইতে গাফেল ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হয় না। যে চার রাকাত নফল পড়ে তাহাকে এবাদতগুজারদের মধ্যে লেখা হয়। যে ছয় রাকাত নফল পড়ে তাহাকে সেই দিনের কাজকর্মে সাহায্য করা হয়। যে আট রাকাত নফল পড়ে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অনুগত বান্দাদের মধ্যে লিখিয়া দেন, আর যে বার রাকাত নফল পড়ে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতে মহল তৈয়ার করিয়া দেন। প্রত্যেক দিনে ও রাত্রে আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাগণের উপর সদকা ও এহসান করিতে থাকেন। আর আপন বান্দার উপর আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বড় এহসান এই যে, তাহাকে যিকিরের তৌফিক দান করেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٨١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلّٰى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. رواه الترمذي وقال: حديث أبي هريرة حديث غريب، باب ما جاء في فضل التطوع ....، رقم:٤٣٥

১৮১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর ছয় রাকাত এইভাবে পড়ে যে, উহার মাঝে কোন অনর্থক কথা না বলে তবে তাহার বার বৎসর এবাদতের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হয়। (তিরমিযী)

এই কলেমাগুলিই দশবার পড়িবেন। চার রাকাত এই নিয়মে পড়িবেন। এই নিয়মে প্রত্যেক রাকাতে এই কলেমাগুলি পঁচাত্তর বার পড়িবেন। (হে আমার চাচা,) যদি আপনার দ্বারা সম্ভব হয় তবে প্রত্যহ একবার এই নামায পড়িবেন। আর যদি প্রত্যহ পড়িতে না পারেন তবে প্রতি জুমুআর দিন পড়িবেন। আর যদি আপনি ইহাও করিতে না পারেন তবে বৎসরে একবার পড়িবেন। আর যদি ইহাও সম্ভব না হয় তবে জীবনে একবার পড়িয়া লইবেন। (আবু দাউদ)

١٨٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَجَّهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَعْفَرَ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ إِلٰى بِلَادِ الْحَبَشَةِ فَلَمَّا قَدِمَ اعْتَنَقَهُ، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَهَبُ لَكَ، أَلَا أُبَشِّرُكَ أَلَا أَمْنَحُكَ أَلَا أُتْحِفُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. ثم ذكر نحو ما تقدم، أخرجه الحاكم وقال: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه ومما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الأئمة من اتباع التابعين إلى عصرنا هذا إياه ومواظبتهم عليه وتعليمهم الناس منهم عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال الذهبي هذا إسناد صحيح لا غبار عليه ٣١٩/١

১৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালেব (রাযিঃ)কে হাবশায় রওয়ানা করিলেন। যখন তিনি হাবশা হইতে মদীনা তায়্যিবায় আসিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সহিত গলাগলি করিলেন এবং তাহার কপালে চুম্বন করিলেন। অতঃপর এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাকে একটি হাদিয়া দিব না? আমি কি তোমাকে একটি সুসংবাদ দিব না? আমি কি তোমাকে একটি তোহফা দিব না? তিনি আরজ করিলেন, অবশ্যই এরশাদ করুন। অতঃপর তিনি সালাতুত তাসবীহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিলেন।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

١٨٥- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّيْ! إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللّٰهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ، قَالَ: ثُمَّ صَلّٰى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذٰلِكَ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَصَلّٰى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّهَا

الْمُصَلِّيْ ادْعُ تُجَبْ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب في إيجاب الدعاء...، رقم: ٣٤٧٦

১৮৫. হযরত ফাযালাহ ইবনে ওবায়েদ (রাযিঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়াছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করিয়া নামায পড়িল। অতঃপর এই দোয়া করিল—

"اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ"

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমাকে মাফ করিয়া দিন, আমার উপর রহম করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযীকে বলিলেন, তুমি দোয়া করিতে তাড়াহুড়া করিয়াছ। যখন তুমি নামায শেষ করিয়া বস, তখন প্রথম আল্লাহ তায়ালার শান অনুযায়ী তাঁহার প্রশংসা করিবে এবং আমার উপর দরুদ পাঠাইবে, তারপর দোয়া করিবে।

হযরত ফাযালাহ (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর অপর এক ব্যক্তি নামায পড়িল। সে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠাইল। তিনি এই ব্যক্তিকে বলিলেন, এখন তুমি দোয়া কর, কবুল হইবে। (তিরমিযী)

١٨٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِأَعْرَابِيٍّ، وَهُوَ يَدْعُوْ فِيْ صَلَاتِهِ، وَهُوَ يَقُوْلُ: يَا مَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُوْنُ، وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُوْنُ، وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُوْنَ، وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ، وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ، يَعْلَمُ مَثَاقِيْلَ الْجِبَالِ، وَمَكَايِيْلَ الْبِحَارِ، وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ، وَعَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ، وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، وَلَا تُوَارِيْ مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً، وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا، وَلَا بَحْرٌ مَا فِيْ قَعْرِهِ، وَلَا جَبَلٌ مَا فِيْ وَعْرِهِ، اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِيْ آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِيْمَهُ، وَخَيْرَ أَيَّامِيْ يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيْهِ، فَوَكَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْأَعْرَابِيِّ رَجُلًا فَقَالَ: إِذَا صَلّٰى فَائْتِنِيْ بِهِ، فَلَمَّا صَلّٰى أَتَاهُ، وَقَدْ كَانَ أُهْدِيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبٌ مِنْ بَعْضِ الْمَعَادِنِ، فَلَمَّا أَتَاهُ الْأَعْرَابِيُّ وَهَبَ لَهُ الذَّهَبَ، وَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ يَا أَعْرَابِيُّ؟ قَالَ: مِنْ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ: هَلْ

تَدْرِیْ لِمَ وَهَبْتُ لَكَ الذَّهَبَ؟ قَالَ: لِلرَّحِمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ: إِنَّ لِلرَّحِمِ حَقًّا، وَلٰكِنْ وَهَبْتُ لَكَ الذَّهَبَ بِحُسْنِ ثَنَاءِكَ عَلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ. رواه الطبرانی فی الأوسط ورجاله رجال الصحیح غیرعبد الله بن محمد بن أبی عبد الرحمن الأذرمی وهو ثقة، مجمع الزوائد١٠/٢٤٢

১৮৬. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন গ্রাম্য ব্যক্তির নিকট দিয়া গেলেন। সে নামাযে এইরূপ দোয়া করিতেছিল—

يَا مَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُوْنُ، وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُوْنُ، وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُوْنَ، وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ، وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ، يَعْلَمُ مَثَاقِيْلَ الْجِبَالِ، وَمَكَايِيْلَ الْبِحَارِ، وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ، وَعَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ، وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، وَلَا تُوَارِیْ مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً، وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا، وَلَا بَحْرٌ مَا فِیْ قَعْرِهِ، وَلَا جَبَلٌ مَا فِیْ وَعْرِهِ، اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِیْ آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِیْ خَوَاتِيْمَهُ، وَخَيْرَ أَيَّامِیْ يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيْهِ

অর্থ ঃ হে ঐ যাত যাহাকে চক্ষুসমূহ দেখিতে পারে না এবং কাহারো ধারণা যাহার পর্যন্ত পৌছিতে পারে না, আর না কোন প্রশংসাকারী তাহার প্রশংসা করিতে পারে, আর না যামানার মুসীবত তাহার উপর কোন প্রভাব ফেলিতে পারে, আর না তিনি যামানার কোন আপদ বিপদকে ভয় করেন। (হে ঐ যাত) যিনি পাহাড়সমূহের ওজন, সাগরসমূহের পরিমাপ, বারিবিন্দুর সংখ্যা ও বৃক্ষপত্রের সংখ্যা সম্পর্কে জানেন, আর (হে ঐ যাত যিনি) ঐ সকল জিনিসকে জানেন, যাহার উপর রাতের আঁধার ছাইয়া যায় এবং যাহার উপর দিন তাহার আলো বিকিরণ করে, না কোন আসমান অপর আসমানকে তাঁহার নিকট হইতে আড়াল করিতে পারে, আর না কোন জমিন অপর জমিনকে, আর না সমুদ্র ঐ জিনিসকে তাহার নিকট হইতে গোপন করিতে পারে যাহা উহার তলদেশে রহিয়াছে, আর না কোন পাহাড় ঐ জিনিসকে গোপন করিতে পারে যাহা উহার কঠিন স্তরের ভিতর রহিয়াছে। আপনি আমার জীবনের শেষাংশকে সর্বোত্তম অংশ বানাইয়া দিন এবং আমার সর্বশেষ আমলকে সর্বোত্তম আমল বানাইয়া দিন এবং সেই দিনকে আমার সর্বোত্তম দিন বানাইয়া দিন যেদিন

আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে—অর্থাৎ মৃত্যুর দিন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া বলিলেন যে, এই ব্যক্তি যখন নামায শেষ করিবে তখন তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। অতএব উক্ত ব্যক্তি নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন এক খনি হইতে কিছু স্বর্ণ হাদিয়াস্বরূপ আসিয়াছিল। তিনি তাহাকে সেই স্বর্ণ হাদিয়াস্বরূপ দান করিলেন। অতঃপর সেই গ্রাম্য লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ গোত্রের? সে আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বনু আমের গোত্রের। তিনি এরশাদ করিলেন, আমি তোমাকে এই স্বর্ণ কেন হাদিয়া দিলাম, তাহা কি তুমি জান? সে আরজ করিল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ এই জন্য যে, আপনার সহিত আমাদের আত্মীয়তা রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আত্মীয়তারও হক রহিয়াছে, তবে আমি তোমাকে এই স্বর্ণ এইজন্য দিয়াছি যে, তুমি অত্যন্ত সুন্দরভাবে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিয়াছ। (তাবরানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ নফল নামাযের যে কোন রোকনে এইরূপ দোয়া করা যাইতে পারে।

١٨٧-عَنْ أَبِیْ بَكْرٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّیْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ إِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْٓا أَنْفُسَهُمْ﴾ إِلٰى آخِرِ الْآيَةِ [آل عمران:١٣٥].

رواه أبوداوٗد، باب فی الإستغفار، رقم:١٥٢١

১৮৭. হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তির দ্বারা কোন গুনাহ হইয়া যায়, অতঃপর সে উত্তমরূপে অযূ করে এবং উঠিয়া দুই রাকাত পড়ে। তারপর সে আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা চায় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْٓا أَنْفُسَهُمْ (الآية)

অর্থ ঃ এবং ঐ সকল বান্দা (যাহাদের অবস্থা এই যে,) যখন তাহাদের

দ্বারা কোন গুনাহ হইয়া যায় অথবা কোন মন্দ কাজ করিয়া নিজেদের উপর জুলুম করিয়া বসে তখন অতি শীঘ্রই তাহারা আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর তাহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট আপন গুনাহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়। প্রকৃতই আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কে আছে গুনাহ মাফ করিতে পারে? তাহারা মন্দ কাজের উপর হঠকারিতা করে না এবং তাহারা একীন রাখে (যে, তওবা দ্বারা গুনাহ মাফ হইয়া যায়)।

(আবু দাউদ)

١٨٨- عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا ثُمَّ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلٰى بَرَازٍ مِنَ الْأَرْضِ فَصَلّٰى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، وَاسْتَغْفَرَ اللّٰهَ مِنْ ذٰلِكَ الذَّنْبِ إِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ.

رواه البيهقي في شعب الإيمان ٥/٤٠٣

১৮৮. হযরত হাসান (রহঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তির দ্বারা কোন গুনাহ হইয়া যায়, অতঃপর সে উত্তমরূপে অযূ করে এবং খোলা ময়দানে যাইয়া দুই রাকাত পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট সেই গুনাহ হইতে মাফ চায় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই মাফ করিয়া দেন। (বাইহাকী)

١٨٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُوْرِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ، يَقُوْلُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ -أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ -أَوْ قَالَ: فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهٖ، قَالَ: وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهٗ. رواه البخاري،

باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، رقم: ١١٦٢

১৮৯. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে আমাদের কাজকর্মের ব্যাপারে এস্তেখারা করিবার তরীকা এরূপ গুরুত্বসহকারে শিক্ষা দিতেন যেরূপ গুরুত্ব সহকারে আমাদিগকে কুরআন মজীদের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলিতেন, যখন তোমাদের কেহ কোন কাজ করিবার ইচ্ছা করে (আর সে উহার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তিত হয়, তখন তাহার এইভাবে এস্তেখারা করা উচিত যে,) সে প্রথমে দুই রাকাত নফল পড়িয়া লইবে, অতঃপর এইভাবে দোয়া করিবে—

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ، فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ، فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهٖ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আপনার এলমের মাধ্যমে কল্যাণ কামনা করি, আপনার কুদরত দ্বারা শক্তি চাই, এবং আপনার নিকট আপনার মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। কেননা আপনি প্রত্যেক কাজের কুদরত ও ক্ষমতা রাখেন আর আমি কোন কাজের ক্ষমতা রাখি না। আপনি সবকিছু জানেন, আর আমি কিছুই জানি না এবং আপনিই সমস্ত গোপন বিষয়কে অতি উত্তমরূপে জানেন। আয় আল্লাহ, যদি আপনার এলেম অনুযায়ী এই কাজ আমার দ্বীন, আমার দুনিয়া ও পরিণতি হিসাবে আমার জন্য কল্যাণকর হয় তবে উহা আমার জন্য নির্ধারিত করিয়া দিন এবং সহজ করিয়া দিন, অতঃপর উহার মধ্যে আমার জন্য বরকতও দান করুন। আর যদি আপনার এলেম অনুযায়ী এই কাজ আমার দ্বীন, আমার দুনিয়া ও পরিণতি হিসাবে আমার জন্য কল্যাণকর না হয় তবে এই কাজকে আমার নিকট হইতে পৃথক রাখুন এবং আমাকে উহা হইতে বিরত রাখুন এবং যেখানে যে কাজেই আমার জন্য কল্যাণ থাকে তাহা আমাকে নসীব করুন। অতঃপর আমাকে সেই কাজের উপর সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত করিয়া দিন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও এরশাদ করিয়াছেন যে, দোয়ার

মধ্যে নিজের প্রয়োজনের নাম লইবে। (বোখারী)

ফায়দা ঃ উদাহরণ স্বরূপ সফরের জন্য এস্তেখারা করিতে হইলে هٰذَا السَّفَرَ বলিবে। আর বিবাহের জন্য এস্তেখারা করিতে হইলে هٰذَا النِّكَاحَ বলিবে। যদি আরবীতে বলিতে না পারে তবে দোয়ার মধ্যে যখন উভয় স্থানে هٰذَا الْاَمْرَ পর্যন্ত পৌছিবে তখন নিজের যে প্রয়োজনের জন্য এস্তেখারা করিতেছে উহার ধ্যান করিবে।

١٩٠- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتّٰى انْتَهٰى إِلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، فَانْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَإِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتّٰى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ، وَذٰلِكَ أَنَّ ابْنًا لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاتَ يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ. فَقَالَ النَّاسُ فِي ذٰلِكَ. رواه البخاري، باب الصلاة في كسوف القمر، رقم:١٠٦٣

১৯০. হযরত আবু বাকরাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সূর্যগ্রহণ হইল। তিনি নিজের চাদর হেঁচড়াইয়া (দ্রুতগতিতে) মসজিদে পোঁছিলেন। সাহাবা (রাযিঃ) তাঁহার নিকট সমবেত হইলেন। তিনি তাহাদিগকে দুই রাকাত নামায পড়াইলেন। ইতিমধ্যে গ্রহণও শেষ হইয়া গেল। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহ তায়ালার কুদরতের নিদর্শন হইতে দুইটি নিদর্শন। কাহারো মৃত্যুর কারণে গ্রহণ হয় না, (বরং জমিন আসমানের অন্যান্য মাখলুকের ন্যায় তাহাদের উপরও আল্লাহ তায়ালার হুকুম চলে। তাহাদের আলো ও অন্ধকার আল্লাহ তায়ালার হাতে) অতএব যখন সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয়, তখন নামায ও দোয়ায় মশগুল থাক, যতক্ষণ না উহাদের গ্রহণ শেষ হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহেবজাদা হযরত ইবরাহীম (রাযিঃ)এর যেহেতু (সেইদিনই) ইন্তেকাল হইয়াছিল, সেহেতু কেহ কেহ বলিতে লাগিয়াছিল যে, এই গ্রহণ তাহার মৃত্যুর কারণে হইয়াছে। এইজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা এরশাদ করিয়াছেন। (বোখারী)

١٩١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلّٰى فَاسْتَسْقٰى، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. رواه مسلم، باب كتاب صلاة الإستسقاء، رقم:٢٠٧٠

১৯১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ মাযেনী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করিবার উদ্দেশ্যে ঈদগাহতে গেলেন এবং তিনি কেবলার দিকে মুখ করিয়া নিজের চাদর মোবারককে উল্টাইয়া পরিধান করিলেন। (ইহা দ্বারা যেন শুভলক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য ছিল যে, এইভাবে আল্লাহ তায়ালা আমাদের অবস্থা পরিবর্তন করিয়া দেন।) (মুসলিম)

١٩٢- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلّٰى. رواه أبوداود، باب وقت قيام النبي ﷺ من الليل، رقم:١٣١٩

১৯২. হযরত হোযাইফা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল যে, যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থিত হইত তৎক্ষণাৎ তিনি নামাযে মশগুল হইয়া যাইতেন।
(আবু দাউদ)

١٩٣- عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلٰى أَهْلِهِ بَعْضُ الضِّيقِ فِي الرِّزْقِ أَمَرَ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ "وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ" (الآية). إتحاف السادة المتقين عن مصنف عبد الرزاق وعبد بن حميد٣/١١

১৯৩. হযরত মা'মার (রহঃ) একজন কোরাইশী ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের উপর যখন খরচপত্রের কোন প্রকার অভাব হইত তখন তিনি তাহাদিগকে নামাযের হুকুম করিতেন এবং এই আয়াত তেলাওয়াত করিতেন—

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى﴾

অর্থ ঃ নিজ পরিবারস্থ লোকদেরকে নামাযের হুকুম করুন এবং নিজেও নামাযের পাবন্দী করুন। আমরা আপনার নিকট রিযিক চাহি না। রিযিক আপনাকে আমরা দিব। এবং উত্তম পরিণতি তো কেবল পরহেযগারীরই। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, ইত্তেহাফুস সাদাহ)

١٩٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللّٰهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيَقُلْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، أَسْئَلُكَ أَلَّا تَدَعَ لِىْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِىْ، ثُمَّ يَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ. رواه ابن ماجه، باب ماجاء فى صلوٰة الحاجة، رقم:١٣٤٨ قال البوصيرى: قلت: رواه الترمذى من طريق فائد به دون قوله: ثُمَّ يَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا إلى آخره ورواه الحاكم فى المستدرك باختصار وزاد بعد قوله: وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وله شاهد من حديث انس رواه الاصبهانى ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده من طريق فائد به....، مصباح الزجاجة ٢٤٦/١

১৯৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা আসলামী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিলেন এবং এরশাদ করিলেন, যে কোন ব্যক্তির যে কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, উহার সম্পর্ক আল্লাহ তায়ালার সহিত হউক বা মাখলুকের মধ্যে কাহারো সহিত হউক, তাহার উচিত যে, অযূ করিয়া দুই রাকাত নামায পড়ে। অতঃপর এইভাবে দোয়া করে—

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، أَسْئَلُكَ أَلَّا تَدَعَ لِىْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِىْ "اللّٰه تعالٰى

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। তিনি বড় ধৈর্যশীল অত্যন্ত দয়াবান। আল্লাহ তায়ালা সকল দোষ হইতে পবিত্র, আরশে আযীমের মালিক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি সমস্ত

জগতের পালনকর্তা। আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ঐ সকল জিনিস চাহিতেছি যাহা আপনার রহমতকে ওয়াজিব করে এবং যাহা দ্বারা আপনার মাগফিরাত নিশ্চিত হইয়া যায়। আমি আপনার নিকট সকল নেক কাজ হইতে অংশ ও সকল গুনাহ হইতে নিরাপদ থাকার প্রার্থনা করিতেছি। আমি আপনার নিকট ইহাও চাই যে, আমার এমন কোন গুনাহ বাকি না রাখেন, যাহা আপনি ক্ষমা করিয়া না দেন, আর না এমন কোন চিন্তা যাহা আপনি দূর করিয়া না দেন, আর না এমন কোন প্রয়োজন মিটাইতে বাকি রাখেন যাহাতে আপনার সন্তুষ্টি রহিয়াছে।

এই দোয়ার পর দুনিয়া আখরাত সম্পর্কে যাহা ইচ্ছা চাহিবে, তাহা সে পাইবে। (ইবনে মাজাহ)

١٩٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّىْ أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فِىْ تِجَارَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٥٧٢/٢

১৯৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাহরাইন যাইতে চাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, (সফরের পূর্বে) দুই রাকাত নফল পড়িয়া লইও। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٩٦- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَدْخَلَ السُّوْءِ، وَإِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَخْرَجَ السُّوْءِ. رواه البزار ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٥٧٢/٢

১৯৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তুমি ঘরে প্রবেশ কর তখন দুই রাকাত নামায পড়িয়া লইও। এই দুই রাকাত তোমাকে ঘরে প্রবেশের পরের খারাবী হইতে বাঁচাইবে। এমনিভাবে ঘর হইতে বাহির হওয়ার পূর্বে দুই রাকাত পড়িয়া লইও। এই দুই রাকাত তোমাকে বাহির হওয়ার পরের খারাবী হইতে বাঁচাইবে।

(বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٩٧- عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَهُ: كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ أُمَّ الْقُرْآنِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيْلِ وَلَا فِي الزَّبُوْرِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلَهَا وَإِنَّهَا لَلسَّبْعُ الْمَثَانِيْ.

رواه أحمد، الفتح الرباني ١٨/ ٦٥

১৯৭. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিলেন, তুমি নামাযের শুরুতে কি পড়? হযরত কা'ব (রাযিঃ) বলেন, আমি সূরা ফাতেহা পড়িলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ তায়ালা এইরূপ কোন সূরা না তাওরাতে, না ঈঞ্জীলে, না যাবুরে, না বাকি কুরআনে নাযিল করিয়াছেন এবং ইহাই সেই (সূরা ফাতেহার) সাত আয়াত যাহা প্রত্যেক নামাযে বার বার পড়া হয়।

(মুসনাদে আহমাদ, ফাতহে রাব্বানী)

١٩٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: أَثْنٰى عَلَيَّ عَبْدِيْ، فَإِذَا قَالَ: ﴿مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾ قَالَ: مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ ـ وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِيْ ـ فَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾ قَالَ: هٰذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ﴾ قَالَ: هٰذَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ. (وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة ....، رقم: ٨٧٨

১৯৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ

তায়ালা বলেন, আমি সূরা ফাতেহাকে নিজের ও নিজের বান্দার মধ্যে আধাআধি ভাগ করিয়া দিয়াছি। (প্রথমার্ধের সম্পর্ক আমার সহিত, আর দ্বিতীয়ার্ধের সম্পর্ক আমার বান্দার সহিত) আমার বান্দা তাহা পাইবে যাহা সে চাহিবে। যখন বান্দা বলে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ —'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি সমস্ত জগতের পালনকর্তা'—তখন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করিয়াছে। যখন বান্দা বলে, اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ —যিনি বড় মেহেরবান অত্যন্ত দয়ালু—তখন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, বান্দা আমার প্রশংসা করিয়াছে। যখন বান্দা বলে, مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ —যিনি পুরস্কার ও শাস্তি দিবসের মালিক—তখন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, আমার বান্দা আমার মহত্ব বর্ণনা করিয়াছে। বান্দা যখন বলে, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ —আমরা আপনারই এবাদত করি আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি—তখন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, ইহা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে, অর্থাৎ এবাদত করা আমার জন্য, আর সাহায্য প্রার্থনা করা বান্দার প্রয়োজন এবং আমার বান্দা যাহা চাহিবে তাহাকে দেওয়া হইবে। যখন বান্দা বলে, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ —আমাদিগকে সোজা পথে পরিচালনা করুন। ঐ সকল লোকদের পথে যাহাদের উপর আপনি মেহেরবানী করিয়াছেন, তাহাদের পথে নহে যাহাদের উপর আপনার গযব নাযিল হইয়াছে আর না তাহাদের পথে যাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে। —তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, সূরার এই অংশ কেবল আমার বান্দার জন্য, আর আমার বান্দা যাহা চাহিয়াছে, তাহা সে পাইয়াছে। (মুসলিম)

١٩٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ﴾ فَقُوْلُوْا: آمِيْنَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه البخاري، باب جهر المأموم بالتامين، رقم: ٧٨٢

১৯৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন ইমাম (সূরা ফাতেহার শেষে) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ বলে তখন তোমরা আ—মীন বল। কারণ যে ব্যক্তির আ—মীন ফেরেশতাদের

আ–মীনের সহিত মিলিয়া যায় (অর্থাৎ উভয়ের আ–মীন একই সময়ে হয়) তাহার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যায়। (বোখারী)

٢٠٠-عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ (فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ): وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ، فَقُوْلُوا آمِيْنَ، يُجِبْكُمُ اللّٰهُ. رواه مسلم، باب التشهد فى الصلاة، رقم:٩٠٤

২০০. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, যখন ইমাম غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ বলে তখন আ–মীন বল, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দোয়া কবুল করিবেন। (মুসলিম)

٢٠١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلٰى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيْهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ. رواه مسلم، باب فضل

২০১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কাহারো কি ইহা পছন্দ হয় যে, যখন সে ঘরে ফিরে তখন সেখানে তিনটি বড় ও মোটা গর্ভবতী উটনী মওজুদ পায়? আমরা আরজ করিলম, নিশ্চয়। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমাদের কেহ যে তিনটি আয়াত নামাযে পাঠ করে তাহা এই তিনটি বড় ও মোটা গর্ভবতী উটনী হইতে উত্তম। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ আরবদের নিকট যেহেতু উট অত্যন্ত পছন্দনীয় জিনিস ছিল, বিশেষ করিয়া এমন উটনী যাহার কুঁজ অত্যন্ত গোশতপূর্ণ হয় সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের উদাহরণ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, নামাযে কুরআনে কারীম পাঠ করা এই পছন্দনীয় সম্পদ হইতেও উত্তম।

٢٠٢-عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ رَكَعَ رَكْعَةً أَوْ سَجَدَ سَجْدَةً، رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ. رواه كله أحمد والبزار بنحوه بأسانيد وبعضها رجاله رجال الصحيح ورواه الطبرانى فى الأوسط، مجمع الزوائد٢/٥١٥

২০২. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি একটি রুকু করে অথবা একটি সেজদা করে তাহার একটি মর্তবা উন্নত করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার একটি গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়।

(মুসনাদে আহমাদ, বাযযার, তাবারানী মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٠٣-عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي يَوْمًا وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ. رواه البخارى، كتاب الأذان، رقم:٧٩٩

২০৩. হযরত রেফাআহ ইবনে রাফে' যুরাকী (রাযিঃ) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়িতেছিলাম। যখন তিনি রুকু হইতে মাথা উঠাইলেন তখন বলিলেন—, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ইহার উত্তরে এক ব্যক্তি বলিল— رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ। তিনি নামায শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে এই কলেমাগুলি বলিয়াছিল? উক্ত ব্যক্তি আরজ করিল, আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি ত্রিশ জনের অধিক ফেরেশতাকে দেখিয়াছি যে, তাহারা প্রত্যেকে এই কলেমাগুলির সওয়াব লেখার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করিতেছে যে, কে আগে লিখিবে। (বোখারী)

٢٠٤-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه مسلم، باب التسميع والتحميد والتأمين، رقم:٩١٣

২০৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন ইমাম (রুকু হইতে উঠার সময়) سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে, তখন তোমরা

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলিবে। যাহার এই বলা ফেরেশতাদের বলার সহিত মিলিয়া যায় তাহার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যায়। (মুসলিম)

٢٠٥-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ. رواه مسلم، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم:١٠٨٣

২০৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা নামাযের মধ্যে সেজদার অবস্থায় আপন রবের সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। অতএব (এই অবস্থায়) খুব দোয়া কর। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ নফল নামাযের সেজদায় বিশেষভাবে দোয়ার এহতেমাম করা চাই।

٢٠٦-عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً فَاسْتَكْثِرُوا مِنَ السُّجُوْدِ.

رواه ابن ماجه، باب ماجاء في كثرة السجود، رقم:١٤٢٤

২০৬. হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, যে কোন বান্দা আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে সেজদা করে আল্লাহ তায়ালা এই কারণে অবশ্যই একটি নেকী লিখিয়া দেন, একটি গুনাহ মাফ করিয়া দেন এবং একটি মর্তবা উন্নত করিয়া দেন। অতএব অধিক পরিমাণে সেজদা কর। অর্থাৎ নামায পড়। (ইবনে মাজাহ)

٢٠٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُوْلُ: يَا وَيْلِي! أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ. رواه مسلم، باب بيان إطلاق اسم الكفر ...، رقم:٢٤٤

২০৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন আদম সন্তান সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করিয়া সেজদা করিয়া লয়

তখন শয়তান কাঁদিতে কাঁদিতে এক পার্শ্বে সরিয়া যায় এবং বলে, হায় আফসোস, আদম সন্তানকে সেজদা করার হুকুম করা হইয়াছে আর সে সেজদা করিয়া জান্নাতের উপযুক্ত হইয়া গিয়াছে। আর আমাকে সেজদা করার হুকুম করা হইয়াছে কিন্তু আমি সেজদা করিতে অস্বীকার করিয়া জাহান্নামের উপযুক্ত হইয়াছি। (মুসলিম)

٢٠٨-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ (فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ): إِذَا فَرَغَ اللّٰهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا ـ مِمَّنْ أَرَادَ اللّٰهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ ـ مِمَّنْ يَقُوْلُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، فَيَعْرِفُوْنَهُمْ فِي النَّارِ، يَعْرِفُوْنَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُوْدِ ـ تَأْكُلُ النَّارُ مِنِ ابْنِ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُوْدِ ـ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُوْدِ، فَيَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ. رواه مسلم، باب معرفة طريق الرؤية، رقم:٤٥١

২০৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন বান্দাগণের ফয়সালা হইতে অবসর হইবেন এবং এই এরাদা করিবেন যে, আপন মর্জি অনুসারে যাহাকে ইচ্ছা দোযখ হইতে বাহির করিয়া লইবেন তখন ফেরেশতাগণকে হুকুম করিবেন যে, যাহারা দুনিয়াতে শির্ক করে নাই এবং লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে, তাহাদিগকে দোযখের আগুন হইতে বাহির করিয়া লও। ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে সেজদার চিহ্নসমূহের কারণে চিনিতে পারিবেন। আগুন সেজদার চিহ্নসমূহ ব্যতীত সমস্ত শরীরকে জ্বালাইয়া দিবে। কারণ আল্লাহ তায়ালা দোযখের আগুনের উপর সেজদার চিহ্নসমূহকে জ্বালানো হারাম করিয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত লোকদিগকে (যাহাদের সম্পর্কে ফেরেশতাদেরকে হুকুম দেওয়া হইয়াছিল) জাহান্নামের আগুন হইতে বাহির করিয়া লওয়া হইবে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ সেজদার চিহ্নসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য সেই সপ্ত অঙ্গ যাহার উপর মানুষ সেজদা করে–কপাল, উভয় হাত, উভয় হাঁটু ও উভয় পা। (নাবাবী)

٢٠٩-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا

التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ. رواه مسلم، باب التشهد في الصلاة، رقم:٩٠٣

২০৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এমনভাবে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন যেমনভাবে কুরআনে করীমের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন। (মুসলিম)

٢١٠- عَنْ خِفَافِ بْنِ إِيْمَاءِ بْنِ رَحْضَةَ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ يُشِيْرُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَقُوْلُوْنَ يَسْحَرُ بِهَا، وَكَذَبُوا وَلٰكِنَّهُ التَّوْحِيْدُ.

رواه أحمد مطولا والطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٢/٣٣٣

২১০. হযরত খিফাফ ইবনে ঈমা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের শেষে অর্থাৎ শেষ বৈঠকে বসিতেন তখন নিজ শাহাদত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিতেন। মুশরিকরা বলিত, (নাউযুবিল্লাহ) ইনি এই ইশারা দ্বারা জাদু করেন। অথচ তাহারা মিথ্যা বলিত। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা দ্বারা তৌহিদের প্রতি ইঙ্গিত করিতেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার এক হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত উদ্দেশ্য হইত। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢١١- عَنْ نَافِعٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَأَتْبَعَهَا بَصَرَهُ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ. رواه أحمد٢/١١٩

২১১. হযরত নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) যখন নামাযে (বৈঠকে) বসিতেন তখন নিজের উভয় হাত আপন উভয় হাঁটুর উপর রাখিয়া (শাহাদাতের) অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করিতেন এবং দৃষ্টি অঙ্গুলির উপর রাখিতেন। অতঃপর (নামাযের পর) বলিতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই (শাহাদাতের অঙ্গুলি) শয়তানের জন্য লোহা হইতে অধিক কঠিন। অর্থাৎ তাশাহহুদের অবস্থায় শাহাদাতের অঙ্গুলি দ্বারা আল্লাহ তায়ালার তাওহীদের প্রতি ইঙ্গিত করা শয়তানের উপর বর্শা ইত্যাদি নিক্ষেপ করা অপেক্ষা অধিক কঠিন হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

খুশু'-খুযু

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ق وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ﴾ [البقرة:٢٣٨]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—সমস্ত নামাযের এবং বিশেষ করিয়া মধ্যবর্তী নামায অর্থাৎ আসরের নামাযের পাবন্দী কর। আর আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে আদব ও বিনয়ের সহিত দণ্ডায়মান থাক। (বাকারাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ﴾ [البقرة:٤٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—সবর (ধৈর্য) ও নামাযের দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় এই নামায অবশ্যই দুস্কর, কিন্তু যাহাদের অন্তরে খুশু' রহিয়াছে তাহাদের জন্য কোনই দুস্কর নহে। (বাকারাহ)

ফায়দা ঃ সবরের অর্থ এই যে, মানুষ নিজেকে নফসের খাহেশাত হইতে বিরত রাখে এবং আল্লাহ তায়ালার সমস্ত হুকুমকে পালন করে। এমনিভাবে কষ্ট সহ্য করাও একপ্রকার সবর বা ধৈর্য। (কাশফুর রহমান)

উক্ত আয়াতের মধ্যে দ্বীনের উপর আমল করার জন্য সবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার হুকুম করা হইয়াছে। (ফাতহুল মুলহিম)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ☆ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ﴾ [المؤمنون:١-٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিশ্চয় সেই ঈমানদারগণ সফলকাম হইয়াছে যাহারা নিজেদের নামাযে খুশু' খুযু করে। (মুমিনূন)

হাদীস শরীফ

٢١٢- عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنِ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوْبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيْرَةً، وَذٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ. رواه مسلم، باب فضل الوضوء.....

صحيح مسلم ١/٢٠٦ طبع دار إحياء التراث العربي

২১২. হযরত ওসমান (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে কোন মুসলমান ফরজ নামাযের সময় হওয়ার পর উহার জন্য উত্তমরূপে অযূ করে। অতঃপর অত্যন্ত খুশু’র সহিত নামায পড়ে, উহাতে রুকুও সুন্দরভাবে করে তবে এই নামায তাহার পিছনের গুনাহের জন্য কাফফারা হইয়া যায়, যতক্ষণ সে কোন কবীরা গুনাহ না করে। আর নামাযের এই ফযীলত সে সর্বদা পাইতে থাকে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ নামাযের খুশু’ এই যে, অন্তরে আল্লাহ তায়ালার আজমত ও ভয় থাকে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শান্ত থাকে। ইহা ছাড়া কেয়াম অর্থাৎ দাঁড়ানো অবস্থায় দৃষ্টি সেজদার জায়গায়, রুকুতে পায়ের অঙ্গুলীসমূহের প্রতি, সেজদাতে নাকের প্রতি এবং বসা অবস্থায় কোলের উপর থাকাও খুশু’র মধ্যে শামিল। (বায়ানুল কুরআন, শরহে সুনানে আবি দাউদ—আঈনী)

٢١٣- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُوْ فِيْهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه أبوداؤد، باب كراهية الوسوسة......، رقم:٩٠٥

২১৩. হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযূ করে তারপর দুই রাকাত নামায এইভাবে আদায় করে যে, কোন ভুল করে না, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ রাখে তবে তাহার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যায়। (আবু দাউদ)

٢١٤- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ يَقُوْمُ فِىْ صَلَاتِهِ فَيَعْلَمُ مَا

يَقُوْلُ إِلَّا انْفَتَلَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ.

(الحديث) رواه الحاكم وقال: هذاحديث صحيح وله طرق عن أبي اسحاق ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢/٣٩٩

২১৪. হযরত ওকবা ইবনে আমের জুহানী (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, যে কোন মুসলমান পরিপূর্ণভাবে অযূ করে অতঃপর আপন নামাযে এরূপ ধ্যানের সহিত দাঁড়ায় যে, যাহা পড়িতেছে তাহা সে জানে তবে সে যখন নামায শেষ করে তখন তাহার কোন গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না। (এমন হইয়া যায়) যেমন সে সেদিন ছিল যেদিন তাহার মা তাহাকে প্রসব করিয়াছিলেন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢١٥- عَنْ حُمْرَانَ مَوْلٰى عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ. ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هٰذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هٰذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُوْلُوْنَ: هٰذَا الْوُضُوْءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ. رواه مسلم، باب صفة الوضوء وكماله، رقم:٥٣٨

২১৫. হযরত ওসমান (রাযিঃ)এর আযাদকৃত গোলাম হুমরান (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) অযূর জন্য পানি আনাইলেন এবং অযূ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে নিজের উভয় হাতকে (কব্জি পর্যন্ত) তিনবার ধৌত করিলেন, অতঃপর কুলি করিলেন, নাক পরিস্কার করিলেন। তারপর আপন চেহারাকে তিনবার ধৌত করিলেন, তারপর নিজের ডান হাতকে কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করিলেন, অতঃপর বাম হাতকেও এমনিভাবে তিনবার ধৌত করিলেন। তারপর মাথা মাসাহ করিলেন। তারপর ডান পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধৌত করিলেন, পরে বাম পাও এইভাবে তিনবার ধৌত করতঃ বলিলেন,

আমি যেভাবে অযূ করিয়াছি এইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অযূ করিতে দেখিয়াছি। অযূ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি আমার এই নিয়মে অযূ করে, অতঃপর দুই রাকাত নামায এমন ভাবে পড়ে যে, অন্তরে কোন জিনিসের খেয়াল না আনে তবে তাহার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। হযরত ইবনে শিহাব (রহঃ) বলিয়াছেন, আমাদের ওলামারা বলেন, নামাযের জন্য ইহা সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ অযূ।

(মুসলিম)

٢١٦- عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا ـشَكَّ سَهْلٌ- يُحْسِنُ فِيْهِمَا الرُّكُوْعَ وَالْخُشُوْعَ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللّٰهَ غُفِرَ لَهُ. رواه أحمد وإسناده حسن، مجمع الزوائد٢/٥٦٤

২১৬. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযূ করে অতঃপর দুই অথবা চার রাকাত পড়ে। বর্ণনাকারী ইহাতে সন্দেহ করিতেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত বলিয়াছিলেন না চার রাকাত বলিয়াছিলেন। উহাতে রুকু ভালভাবে করে, খুশুর সহিতও পড়ে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার নিকট মাগফিরাত কামনা করে তাহার মাগফিরাত হইয়া যায়।

(মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢١٧- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. رواه أبوداوُد، باب كراهية الوسوسة....، رقم:٩٠٦

২১৭. হযরত ওকবা ইবনে আমের জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে অযূ করে, অতঃপর দুই রাকাত এমনভাবে পড়ে যে, অন্তর নামাযের প্রতি মনোযোগী থাকে এবং অঙ্গ–প্রত্যঙ্গও শান্ত থাকে তবে নিশ্চয় তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যায়। (আবু দাউদ)

٢١٨- عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَىُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: طُوْلُ الْقُنُوْتِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح٥/٥٤

২১৮. হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কোন্ নামায সর্বাপেক্ষা উত্তম? এরশাদ করিলেন, যে নামাযে দীর্ঘক্ষণ কেয়াম অর্থাৎ দাঁড়াইয়া থাকা হয়। (ইবনে হিব্বান)

٢١٩- عَنْ مُغِيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ: غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا؟. رواه البخارى، باب قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك....، رقم:٤٨٣٦

২১৯. হযরত মুগীরাহ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযে এত দীর্ঘ) কেয়াম করিতেন যে, তাঁহার পা মোবারক ফুলিয়া যাইত। তাঁহার খেদমতে আরজ করা হইল যে, আল্লাহ তায়ালা আপনার অগ্রপশ্চাতের গুনাহ (যদি হইয়াও থাকে তবু) মাফ করিয়া দিয়াছেন। (তারপরও আপনি কেন এত কষ্ট স্বীকার করেন?) এরশাদ করিলেন, (এই কারণে) আমি কি শোকরগুজার বান্দা হইব না? (বোখারী)

٢٢٠-عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبْعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا. رواه أبوداوُد، باب ما جاء فى نقصان الصلوة، رقم:٧٩٦

২২০. হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মানুষ নামায শেষ করার পর তাহার জন্য সওয়াবের দশ ভাগের এক ভাগ লেখা হয়, এমনিভাবে কাহারো জন্য নয় ভাগের এক ভাগ, আট ভাগের এক ভাগ, সাত ভাগের এক ভাগ, ছয় ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের এক ভাগ, অর্ধেক অংশ লেখা হয়। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের উদ্দেশ্য এই যে, নামাযের বাহ্যিক বিষয় ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা যত সুন্নাত মোতাবেক হয় ততই আজর ও সওয়াব বেশী পাওয়া যায়। (বযলুল মাজহুদ)

٢٢١- عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: الصَّلَاةُ مَثْنٰى مَثْنٰى، تَشَهَّدُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَضَرُّعٌ، وَتَخَشُّعٌ، وَتَمَسْكُنٌ ثُمَّ تُقْنِعُ يَدَيْكَ تَرْفَعُهُمَا إِلٰى رَبِّكَ عَزَّوَجَلَّ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ تَقُوْلُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ ثَلَاثًا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذٰلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ. رواه أحمد ١٦٧/٤

২২১. হযরত ফজল ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নামায দুই দুই রাকাত করিয়া এইভাবে পড় যে, প্রতি দুই রাকাত শেষে তাশাহহুদ পড়। নামাযে বিনয়, শান্তভাব ও অপারগতা প্রকাশ কর। নামায শেষ করিয়া আপন দুই হাতকে দোয়ার জন্য আপন রবের সামনে এইভাবে উঠাও যে উভয় হাতের তালু তোমার চেহারার দিকে থাকে। অতঃপর তিনবার ইয়া রব ইয়া রব বলিয়া দোয়া কর। যে এরূপ করে নাই তাহার নামায (আজর ও সওয়াব হিসাবে) অসম্পূর্ণ রহিল। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٢٢- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَزَالُ اللّٰهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِيْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ. رواه النسائي، باب التشديد في الإلتفات في الصلاة، رقم:١١٩٦

২২২. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ সে নামাযের মধ্যে অন্য কোন দিকে মনোযোগ না দেয়। যখন বান্দা নামায হইতে আপন মনোযোগ সরাইয়া লয়, তখন আল্লাহ তায়ালাও আপন মনোযোগ সরাইয়া ফেলেন। (নাসাঈ)

٢٢٣- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّيْ أَقْبَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتّٰى يَنْقَلِبَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوْءٍ.

رواه ابن ماجه، باب المصلي يتنخم، رقم:١٠٢٣

২২৩. হযরত হোযাইফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ যখন নামায পড়িতে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেন, যতক্ষণ সে নামায শেষ না করে অথবা (নামাযের ভিতর) এমন কোন আমল করে যাহা নামাযে খুশু'র পরিপন্থী হয়। (ইবনে মাজাহ)

٢٢٤- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصٰى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ. رواه الترمذي وقال: حديث أبي ذر حديث حسن، باب ما جاء في كراهية مسح الحصى ....، رقم:٣٧٩

২২৪. হযরত আবু যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন নামায রত অবস্থায় অযথা হাত দ্বারা কঙ্কর স্পর্শ না করে। কেননা সেই সময় তাহার প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত মনোযোগী হয়। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে মসজিদে কাতারের জায়গায় কঙ্কর বিছাইয়া দেওয়া হইত। কখনও কোন কঙ্কর হয়ত চোখা হইয়া থাকিত, ইহাতে সেজদা করা কষ্টকর হইয়া যাইত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারংবার কঙ্কর সরাইতে এইজন্য নিষেধ করিয়াছেন যে, এই সময় আল্লাহ তায়ালার রহমত মনোযোগী হইবার সময়। কঙ্কর সরানো অথবা এ জাতীয় আর কোন কাজে মশগুল হওয়ার কারণে রহমত হইতে বঞ্চিত হইয়া না যায়।

٢٢٥- عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا فِي الصَّلٰوةِ وَرَفَعْنَا رُؤُوْسَنَا مِنَ السُّجُوْدِ أَنْ نَطْمَئِنَّ عَلَى الْأَرْضِ جُلُوْسًا وَلَا نَسْتَوْفِزَ عَلٰى أَطْرَافِ الْأَقْدَامِ رواه بتمامه هكذا الطبراني في الكبير وإسناده حسن وقد تكلم الأزدي وابن حزم في بعض رجاله بما لا يقدح، مجمع الزوائد ٣٢٥/٢

২২৫. হযরত সামুরা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে হুকুম করিতেন, যখন আমরা নামাযে সেজদা হইতে মাথা উঠাইতাম যেন শান্ত হইয়া জমিনের উপর বসি, পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করিয়া না বসি। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٢٦-عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: اعْبُدِ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتٰى، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهَا تُسْتَجَابُ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ وَلَوْ حَبْوًا فَلْيَفْعَلْ. رواه الطبرانى فى الكبير والرجل الذى من النخع لم أجد من ذكره وقد ورد من وجه آخر وسماه جابرًا. وفى الحاشية: وله شواهد يتقوى به، مجمع الزوائد٢/١٦٥

২২৬. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) ইন্তেকালের সময় বলিলেন, আমি তোমাদের নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করিতেছি যাহা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম। তিনি এরশাদ করিয়াছেন, এমনভাবে আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ, আর যদি এরূপ অবস্থা নসীব না হয় তবে এই ধ্যান রাখ যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দেখিতেছেন। নিজেকে মৃত লোকদের মধ্যে গণ্য কর (নিজেকে জীবিতদের মধ্যে গণ্য করিও না, তখন না কোন কথায় আনন্দ হইবে, আর না কোন কথায় দুঃখ হইবে।) মজলুমের বদদোয়া হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখ, কেননা উহা তৎক্ষণাৎ কবুল হইয়া যায়। তোমাদের কেহ যদি এশা ও ফজরের নামাযে শরীক হওয়ার জন্য জমিনে হেঁচড়াইয়াও যাইতে পারে তবে তাহাকে হেঁচড়াইয়া হইলেও জামাতে শরীক হওয়া উচিত। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٢٧-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. (الحديث) رواه أبومحمد الإبراهيمى فى كتاب الصلوة وابن النجار عن ابن عمر وهو حديث حسن، الجامع الصغير٢/٦٩

২২৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন ব্যক্তির ন্যায় নামায পড় যে চিরবিদায় হইতেছে, অর্থাৎ এমন লোকের ন্যায় যাহার এই ধারণা যে, ইহা আমার জীবনের শেষ নামায। এমনভাবে নামায পড় যেন তুমি আল্লাহ তায়ালাকে দেখিতেছ। যদি এই অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব না হয় তবে কমসেকম এই অবস্থা যেন অবশ্য হয় যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দেখিতেছেন। (জামে' সগীর)

٢٢٨-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِى الصَّلَاةِ، فَتَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقَالَ: إِنَّ فِى الصَّلَاةِ شُغْلًا. رواه مسلم، باب تحريم الكلام فى الصلاة ....، رقم:١٢٠١

২২৮. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, (ইসলামের প্রথম যুগে) আমরা নামাযরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করিতাম এবং তিনি আমাদিগকে সালামের উত্তর দিতেন। যখন আমরা নাজাশীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলাম তখন আমরা (পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী) তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি আমাদিগকে জওয়াব দিলেন না। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, পূর্বে আমরা আপনাকে নামাযরত অবস্থায় সালাম করিতাম আর আপনি আমাদের জওয়াব দিতেন (কিন্তু এইবার আপনি আমাদের জওয়াব দিলেন না।) তিনি এরশাদ করিলেন, নামাযরত অবস্থায় শুধু নামাযের মধ্যেই মশগুল থাকা চাই। (মুসলিম)

٢٢٩-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ وَفِيْ صَدْرِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الرَّحٰى مِنَ الْبُكَاءِ ﷺ. رواه أبوداؤد، باب البكاء فى الصلاة، رقم:٩٠٤

২২৯. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়িতে দেখিয়াছি। তাঁহার সীনা মোবারক হইতে (শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার দরুন) অনবরত ক্রন্দনের এরূপ আওয়াজ আসিতেছিল যেরূপ জাঁতা ঘোরার আওয়াজ হইয়া থাকে। (আবু দাউদ)

٢٣٠-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا قَالَ: مَثَلُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَمَثَلِ الْمِيْزَانِ مَنْ أَوْفٰى اسْتَوْفٰى. رواه البيهقى هكذا ورواه غيره عن الحسن مرسلا وهو الصواب، الترغيب ١/٣٥١

২৩০. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ফরয নামাযের দৃষ্টান্ত পাল্লার ন্যায়। যে ব্যক্তি নামাযকে পূর্ণরূপে আদায় করে সে পরিপূর্ণ সওয়াব লাভ করে। (বাইহাকী, তরগীব)

٢٣١- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِيْ دَهْرِشٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مُرْسَلًا (قَالَ): لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْ عَبْدٍ عَمَلًا حَتّٰى يُحْضِرَ قَلْبَهُ مَعَ بَدَنِهِ. إتحاف السادة٣/١١٢، قال المنذرى: رواه محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة هكذا مرسلا ووصله أبومنصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أبى بن كعب والمرسل أصح، الترغيب ١/٣٤٦

২৩১. হযরত ওসমান ইবনে আবি দাহরিশ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বান্দার সেই আমলকেই কবুল করেন যাহাতে সে নিজের শরীরের সহিত দিলকেও মনোযোগী করিয়া রাখে। (ইত্তেহাফ)

٢٣٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ: الطُّهُوْرُ ثُلُثٌ، وَالرُّكُوْعُ ثُلُثٌ، وَالسُّجُوْدُ ثُلُثٌ، فَمَنْ أَدَّاهَا بِحَقِّهَا قُبِلَتْ مِنْهُ، وَقُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَمَنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ. رواه البزار وقال: لا نعلمه مرفوعا إلا عن المغيرة بن مسلم، قلت: والمغيرة ثقة وإسناده حسن، مجمع الزوائد٢/٣٤٥

২৩২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নামাযের তিনটি অংশ রহিয়াছে। অর্থাৎ এই তিন অংশকে বিশুদ্ধভাবে আদায় করার দ্বারা নামাযের পূর্ণ সওয়াব লাভ হয়। পবিত্রতা হাসিল করা এক তৃতীয়াংশ, রুকু এক তৃতীয়াংশ এবং সেজদা এক তৃতীয়াংশ। যে ব্যক্তি আদবের প্রতি খেয়াল রাখিয়া নামায পড়ে তাহার নামায কবুল করা হয় এবং তাহার সমস্ত আমলও কবুল করা হয়। যাহার নামায (শুদ্ধরূপে না পড়ার দরুন) কবুল হয় না তাহার অন্যান্য আমলও কবুল হয় না।
(বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٣٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ، فَبَصُرَ بِرَجُلٍ يُصَلِّيْ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ اتَّقِ اللّٰهَ، أَحْسِنْ صَلَاتَكَ أَتَرَوْنَ أَنِّيْ لَا أَرَاكُمْ، إِنِّيْ لَأَرٰى مِنْ خَلْفِيْ كَمَا أَرٰى مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، أَحْسِنُوْا صَلَاتَكُمْ وَأَتِمُّوْا رُكُوْعَكُمْ وَسُجُوْدَكُمْ. رواه ابن خزيمة١/٣٣٢

২৩৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে আসরের নামায পড়াইলেন। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে নামায পড়িতে দেখিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে অমুক, আল্লাহকে ভয় কর। নামায সুন্দরভাবে পড়। তোমরা কি মনে কর যে, আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাই না? আমি আমার পিছনের জিনিসকেও এরূপ দেখিতে পাই যেমন নিজের সম্মুখের জিনিসকে দেখিতে পাই। নিজেদের নামাযকে সুন্দরভাবে পড়। রুকূ ও সেজদাকে পরিপূর্ণভাবে আদায় কর। (ইবনে খুযাইমাহ)

ফায়দা ঃ পিছনের জিনিসকেও দেখিতে পাওয়া ইহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মু'জেযা।

٢٣٤- عَنْ وَائِلِ بْنِ حِجْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن، مجمع الزوائد٢/٣٢٥

২৩৪. হযরত ওয়ায়েল ইবনে হিজর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু করিতেন তখন (হাতের) আঙ্গুলসমূহ ফাঁক করিয়া রাখিতেন, আর যখন সেজদা করিতেন তখন আঙ্গুলসমূহ মিলাইয়া লইতেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٣٥- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَسُجُوْدَهُ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ تَعَالٰى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا. إتحاف السادة المتقين عن الطبرانى فى الكبير٣/٢١

২৩৫. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এইভাবে দুই রাকাত পড়ে যে, উহার রুকু ও সেজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার নিকট যাহাই চায় আল্লাহ তায়ালা তৎক্ষণাৎ অথবা (কোন কারণে) কিছু পরে অবশ্যই দান করেন। (তাবারানী, ইত্তেহাফ)

٢٣٦- عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَثَلُ الَّذِيْ لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَيَنْقُرُ فِيْ سُجُوْدِهِ مَثَلُ الْجَائِعِ يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ لَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا. رواه الطبرانى فى الكبير وأبويعلى وإسناده حسن، مجمع الزوائد٢/٣٠٣

২৩৬. হযরত আবু আবদুল্লাহ আশআরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে

যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রুকু পরিপূর্ণরূপে করে না এবং সেজদায়ও শুধু ঠোকর মারে তাহার দৃষ্টান্ত সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ন্যায় যে এক দুইটি খেজুর খায় যাহাতে তাহার ক্ষুধা দূর হয় না। (এমনিভাবে এই নামাযও কোন কাজে আসে না।)

(তাবারানী, আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٣٧-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَوَّلُ شَيْءٍ يُرْفَعُ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الْخُشُوْعُ حَتّٰى لَا تَرٰى فِيْهَا خَاشِعًا. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن، مجمع الزوائد٢/٣٢٦

২৩৭. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই উম্মতের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম খুশু' উঠাইয়া লওয়া হইবে। অবশেষে তোমরা উম্মতের মধ্যে একজনও খুশু'ওয়ালা পাইবে না। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٣٨-عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهٖ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهٖ؟ قَالَ: لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا، أَوْ لَا يُقِيْمُ صُلْبَهٗ فِي الرُّكُوْعِ وَلَا فِي السُّجُوْدِ. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٢/٣٠٠

২৩৮. হযরত আবু কাতাদাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিকৃষ্টতম চোর সেই ব্যক্তি যে নামাযের মধ্য হইতে চুরি করে। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, নামাযের মধ্য হইতে কিভাবে চুরি করে? এরশাদ করিলেন, উহার রুকু সেজদা উত্তমরূপে করে না।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٣٩-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلٰى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيْمُ صُلْبَهٗ بَيْنَ رُكُوْعِهٖ وَسُجُوْدِهٖ. رواه أحمد، الفتح الرباني٣/٢٦٧

২৩৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তির নামাযের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করেন না, যে রুকু ও সেজদার

মাঝখানে অর্থাৎ কাওমাতে নিজের কোমর সোজা করে না।

(মুসনাদে আহমাদ, ফাতহুর রব্বানী)

٢٤٠-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطٰنُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما ذكر في الإلتفات في الصلاة، رقم:٥٩٠

২৪০. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, নামাযে এদিক সেদিক দেখা কেমন? এরশাদ করিলেন, ইহা মানুষের নামাযের মধ্য হইতে শয়তানের ছিনতাই করা। (তিরমিযী)

٢٤١-عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ. رواه مسلم، باب النهي عن رفع البصر ....، رقم:٩٦٦

২৪১. হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহারা নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠাইয়া দেখে তাহারা যেন বিরত হয়। নতুবা তাহাদের দৃষ্টি উপরের দিকেই থাকিয়া যাইবে। (মুসলিম)

٢٤٢-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ فَصَلّٰى كَمَا صَلّٰى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، ثَلَاثًا، فَقَالَ: وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهٗ، فَعَلِّمْنِيْ، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذٰلِكَ فِيْ صَلَاتِكَ كُلِّهَا. رواه البخاري، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها ....، رقم:٧٥٧

২৪২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তশরীফ আনিলেন। অপর এক ব্যক্তিও মসজিদে আসিল এবং নামায পড়িল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করিল। তিনি তাহার সালামের উত্তর দিয়া বলিলেন, যাও, নামায পড়, কারণ তুমি নামায পড় নাই। সে গেল এবং পূর্বে যেরূপ নামায পড়িয়াছিল সেরূপেই নামায পড়িয়া আসিয়া পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করিল। তিনি এরশাদ করিলেন, যাও, নামায পড়, কারণ তুমি নামায পড় নাই। এইভাবে তিনবার হইল। লোকটি আরজ করিল, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আমি ইহা হইতে উত্তম নামায পড়িতে পারি না, আপনি আমাকে নামায শিখাইয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, যখন তুমি নামাযের জন্য দাঁড়াইবে তখন তাকবীর বলিবে। অতঃপর কুরআন মজীদ হইতে যাহা তুমি পড়িতে পার পড়িবে। তারপর যখন রুকুতে যাইবে তখন শান্তভাবে রুকু করিবে, তারপর রুকু হইতে উঠিয়া শান্ত হইয়া দাঁড়াইবে। তারপর সেজদায় যাইয়া শান্তভাবে সেজদা করিবে। তারপর যখন সেজদা হইতে উঠিবে তখন শান্ত হইয়া বসিবে। তুমি সম্পূর্ণ নামাযে এরূপ করিবে। (বোখারী)

অযূর ফাযায়েল

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة:٦]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,—হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্য উঠ তখন প্রথমে নিজেদের মুখমণ্ডলকে এবং কনুই পর্যন্ত নিজেদের হাতসমূহকে ধৌত কর এবং নিজেদের মস্তকসমূহকে মাসাহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত নিজেদের পাসমূহকে ধৌত কর। (মায়েদাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ﴾ [التوبة:١٠٨]

এবং যাহারা অত্যন্ত পাক পবিত্র থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে পছন্দ করেন। (তওবা)

হাদীস শরীফ

٢٤٣-عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَآنِ -أَوْ تَمْلَأُ- مَا بَيْنَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. (الحديث) رواه مسلم، باب فضل الوضوء، رقم:٥٣٤

২৪৩. হযরত আবু মালেক আশআরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, অযূ ঈমানের অর্ধেক, الحمد لله বলা (আমলের) পাল্লাকে (সওয়াব দ্বারা) পরিপূর্ণ করিয়া দেয়, سبحان الله والحمد لله আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানকে (সওয়াব দ্বারা) ভরিয়া দেয়। নামায নূর, সদকা দলীল, সবর করা আলো, আর কুরআন তোমার পক্ষে দলীল অথবা তোমার বিপক্ষে দলীল। অর্থাৎ যদি উহার তেলাওয়াত করিয়া থাক এবং উহার উপর আমল করিয়া থাক তবে তোমার নাজাতের কারণ হইবে, নতুবা তোমার পাকড়াওয়ের কারণ হইবে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ এই হাদীসে অযূকে ঈমানের অর্ধেক এইজন্য বলা হইয়াছে যে, ঈমানের দ্বারা অন্তর হইতে কুফর ও শিরকের নাপাকী দূর হয়। আর অযূর দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাপাকী দূর হয়। নামাযের নূর হওয়ার এক অর্থ এই যে, নামায গুনাহ ও নির্লজ্জতা হইতে বিরত রাখে। যেমন নূর অন্ধকারকে দূর করিয়া দেয়। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, নামাযের দরুন কেয়ামতের দিন নামাযীর চেহারা উজ্জ্বল ও আলোকিত হইবে এবং দুনিয়াতেও নামাযীর চেহারায় সজীবতা হইবে। তৃতীয় অর্থ এই যে, নামায কবর ও কেয়ামতের অন্ধকারে আলো হইবে। সদকা দলীল হওয়ার অর্থ এই যে, মাল-সম্পদ মানুষের নিকট প্রিয় হইয়া থাকে। আর যখন সে উহা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ করে এবং সদকা করে তখন এই সদকা করা তাহার ঈমান সত্য হওয়ার পরিচয় ও প্রমাণ হয়। সবর আলো হওয়ার অর্থ এই যে, সবরকারী ব্যক্তি অর্থাৎ যে আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন করে, নাফরমানী হইতে বিরত থাকে এবং কষ্ট মুসীবতে ধৈর্য ধারণ

করে সে নিজের ভিতর হেদায়াতের আলো ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। (নাভাভী, মেরকাত)

٢٤٤-عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ خَلِيْلِىْ ﷺ يَقُوْلُ: تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوْءُ. رواه مسلم، باب تبلغ الحلية ....، رقم:٥٨٦

২৪৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন মুমিনের অলঙ্কার ঐ পর্যন্ত পৌছিবে যে পর্যন্ত অযূর পানি পৌছে। অর্থাৎ অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের যেখান পর্যন্ত অযূর পানি পৌছিবে সেখান পর্যন্ত অলঙ্কার পরানো হইবে। (মুসলিম)

٢٤٥-عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ أُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. رواه البخارى، باب فضل الوضوء والغر المحجلون ....، رقم:١٣٦

২৪৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় ডাকা হইবে যে, তাহাদের হাত, পা ও চেহারাসমূহ অযূর পানি দ্বারা ধৌত হওয়ার কারণে উজ্জ্বল ও চমকদার হইবে। অতএব যে তাহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিতে চায় সে যেন তাহা বৃদ্ধি করিয়া লয়। (বোখারী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ এরূপ যত্ন সহকারে অযূ করা উচিত যেন অযূর অঙ্গসমূহের মধ্যে কোন স্থান শুস্ক না থাকে। (মুযাহিরে হক)

٢٤٦-عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ. رواه مسلم، باب خروج الخطايا ....، رقم:٥٧٨

২৪৬. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে অযূ করে এবং উত্তমরূপে করে, অর্থাৎ সুন্নাত আদাব ও মুস্তাহাবসমূহ যত্নসহকারে আদায় করে, তাহার গুনাহসমূহ শরীর হইতে বাহির হইয়া

যায়। এমনকি তাহার নখের নীচ হইতেও বাহির হইয়া যায়।

ফায়দা ঃ ওলামায়ে কেরামের সঠিক সিদ্ধান্ত এই যে, অযূ, নামায ইত্যাদি এবাদতের দ্বারা শুধু সগীরা গুনাহ মাফ হয়, কবীরা গুনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। অতএব অযূ, নামায ইত্যাদি এবাদতের সঙ্গে সঙ্গে তওবা ও এস্তেগফারেরও এহতেমাম করা চাই। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা আপন মেহেরবানীতে কাহারো কবীরা গুনাহও মাফ করিয়া দেন তবে তাহা ভিন্ন কথা। (নাভাভী)

٢٤٧-عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَا يُسْبِغُ عَبْدٌ الْوُضُوْءَ إِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. رواه البزار ورجاله موثقون والحديث حسن إن شاء الله، مجمع الزوائد ٥٤٢/١

২৪৭. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে কোন বান্দা কামেলরূপে অযূ করে, অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গকে ভালভাবে তিনবার করিয়া ধৌত করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার অগ্র পশ্চাতের সকল গুনাহ মাফ করিয়া দেন। (বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٤٨-عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ -أَوْ فَيُسْبِغُ- الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ. رواه مسلم، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، رقم:٥٥٣، وفى رواية لمسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. (الحديث) باب الذكر المستحب عقب الوضوء، رقم:٥٥٤، وفى رواية لابن ماجه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .....، باب ما يقال بعد الوضوء، رقم:٤٦٩، وفى رواية لأبى داؤد عَنْ عُقْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، باب ما يقول الرجل إذا توضأ، رقم:١٧٠، وفى رواية للترمذى

২৪৮. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুস্তাহাব ও আদাবসমূহের প্রতি খেয়াল করিয়া উত্তমরূপে অযূ করে, অতঃপর

أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

পাঠ করে তাহার জন্য অবশ্যই জান্নাতের আটটি দরজাই খুলিয়া যায়। যে দরজা দিয়া ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারে। হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ)এর রেওয়ায়াতে

أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ

পড়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ)এর রেওয়ায়াতে এই কলেমাগুলি তিনবার পড়ার কথা উল্লেখিত হইয়াছে। অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত ওকবা (রাযিঃ) হইতে অযূর পর আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠাইয়া এই কলেমাগুলি পড়ার কথা বলা হইয়াছে। অপর আরেকটি রেওয়ায়াতে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে কলেমাগুলি এরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে—

أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ :

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই তিনি একা। তাহার কোন অংশীদার নাই এবং আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, (হযরত) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রাসূল। আয় আল্লাহ! আমাকে ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন যাহারা তওবা করে ও পাক পবিত্র থাকে।

٢٤٩-عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَمَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلٰـهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ كُتِبَ فِيْ رَقٍّ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (وهوجزء من الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٥٦٤

২৪৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অযূ করিবার পর

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

পড়ে তাহার এই কলেমাগুলি একটি কাগজে লিখিয়া উহার উপর মোহর লাগাইয়া দেওয়া হয় যাহা কেয়ামত পর্যন্ত আর খোলা হইবে না। অর্থাৎ উহার সওয়াব আখেরাতের জন্য জমা করিয়া রাখা হইবে।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٥٠-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيْفَةُ الْوُضُوْءِ الَّتِيْ لَابُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ فَلَهٗ كِفْلَانِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا فَذٰلِكَ وُضُوْئِيْ وَوُضُوْءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ. رواه أحمد ٢/٩٨

২৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অযূর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গকে এক একবার করিয়া ধৌত করিল ইহা ফরযের পর্যায়ে হইল। আর যে অযূর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গকে দুই দুইবার করিয়া ধৌত করিল তাহার দ্বিগুণ সওয়াব লাভ হইল, আর যে অযূর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গকে তিন তিনবার করিয়া ধৌত করিল ইহা আমার ও আমার পূর্বেকার নবীদের অযূ হইল। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٥١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الصُّنَابِحِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيْهِ، فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهٗ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهٖ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ كَانَ مَشْيُهٗ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهٗ نَافِلَةً

لَهُ. رواه النسائي، باب مسح الأذنين مع الرأس ....، رقم:١٠٣

وَفِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَفِيْهِ مَكَانَ (ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً) فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلّٰهِ، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. رواه مسلم، باب إسلام عمرو بن عبسة، رقم:١٩٣٠

২৫১. হযরত আবদুল্লাহ সুনাবিহী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন মুমিন বান্দা অযূ করে এবং উহার মধ্যে কুলি করে তখন তাহার মুখের সমস্ত গুনাহ ধৌত হইয়া যায়। যখন নাক পরিষ্কার করে তখন নাকের সমস্ত গুনাহ ধৌত হইয়া যায়, যখন চেহারা ধৌত করে তখন চেহারার গুনাহ ধৌত হইয়া যায়, এমনকি চোখের পাপড়ির গোড়া হইতেও বাহির হইয়া যায়। যখন উভয় হাত ধৌত করে তখন হাতের গুনাহ ধৌত হইয়া যায়। এমনকি হাতের নখের নীচ হইতেও বাহির হইয়া যায়। যখন মাথা মাসাহ করে তখন মাথার গুনাহ ধৌত হইয়া যায়, এমনকি কান হইতেও বাহির হইয়া যায় এবং যখন পা ধৌত করে তখন পায়ের গুনাহ ধৌত হইয়া যায়। এমনকি পায়ের নখের নীচ হইতে বাহির হইয়া যায়। অতঃপর তাহার মসজিদের দিকে পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া এবং নামায পড়া তাহার জন্য অতিরিক্ত (সওয়াবের কারণ) হয়। (নাসাঈ)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আমর ইবনে আবাসা সুলামী (রাযিঃ) বলেন, যদি অযূর পর দাঁড়াইয়া নামায পড়ে এবং উহাতে আল্লাহ তায়ালার এরূপ হামদ ও সানা ও বুযুর্গী বর্ণনা করে যাহা তাঁহার শানের উপযুক্ত এবং নিজের দিলকে (সমস্ত চিন্তা ফিকির হইতে) খালি করিয়া আল্লাহ তায়ালার দিকে রুজু থাকে তবে এই ব্যক্তি নামায শেষ করিবার পর আপন গুনাহ হইতে এরূপ পবিত্র হইয়া যায় যেন আজই তাহার মা তাহাকে প্রসব করিয়াছেন। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ কোন কোন ওলামায়ে কেরাম প্রথম রেওয়ায়াতের এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন যে, অযূর দ্বারা সমস্ত শরীরের গুনাহ মাফ হইয়া যায় এবং নামায পড়ার দ্বারা সমস্ত বাতেনী গুনাহ মাফ হইয়া যায়।

(কাশফুল মুগাত্তা)

٢٥٢-عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ

قَامَ إِلَى وُضُوْءِهِ يُرِيْدُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ نَزَلَتْ خَطِيْئَتُهُ مِنْ كَفَّيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ نَزَلَتْ خَطِيْئَتُهُ مِنْ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ نَزَلَتْ خَطِيْئَتُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ هُوَ لَهُ وَمِنْ كُلِّ خَطِيْئَةٍ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، قَالَ: فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ اللهُ بِهَا دَرَجَتَهُ وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ سَالِمًا. رواه أحمد ٥/٢٦٣

২৫২. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামাযের উদ্দেশ্যে অযূ করার জন্য উঠে, অতঃপর আপন উভয় হাত (কব্জি পর্যন্ত) ধৌত করে তখন পানির প্রথম ফোঁটার সহিত তাহার হাতের উভয় তালুর গুনাহ ঝরিয়া যায়। তারপর যখন সে কুলি করে, নাকে পানি দেয় ও নাক পরিষ্কার করে তখন পানির প্রথম ফোঁটার সহিত তাহার জিহ্বা ও উভয় ঠোঁটের গুনাহ ঝরিয়া যায়। তারপর যখন নিজের চেহারা ধৌত করে তখন পানির প্রথম ফোটার সহিত তাহার কান ও চোখের গুনাহ ঝরিয়া যায়। তারপর যখন উভয় হাত কনুই পর্যন্ত এবং উভয় পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত করে তখন নিজের সমস্ত গুনাহ ও ভুল-ত্রুটি হইতে এরূপ পবিত্র হইয়া যায় যেন আজই তাহার মা তাহাকে প্রসব করিয়াছে। অতঃপর যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তায়ালা সেই নামাযের দ্বারা মর্তবা উচা করিয়া দেন। আর যদি (নামাযে মশগুল না হইয়া শুধু) বসিয়া থাকে তবুও সে গুনাহ হইতে পাকসাফ হইয়া বসিয়া থাকে। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٥٣-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ. رواه أبوداود، باب الرجل يحدد الوضوء ....، رقم:٦٢

২৫৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিতেন, যে ব্যক্তি অযূ থাকা সত্ত্বেও নতুন অযূ করে সে দশ নেকী লাভ করে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, অযূ থাকা সত্ত্বেও নতুন অযূ করার শর্ত হইল, প্রথম অযূ দ্বারা কোন এবাদত করিয়া লওয়া।

(বযলুল মাজহুদ)

٢٥٤-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ. رواه مسلم، باب السواك، رقم:٥٨٩

২৫৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হইয়া যাইবে, এই খেয়াল না হইলে আমি তাহাদিগকে প্রত্যেক নামাযের জন্য মেসওয়াক করিবার হুকুম করিতাম। (মুসলিম)

٢٥٥-عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ: اَلْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ. رواه الترمذى وقال: حديث أبى أيوب حديث حسن غريب، باب ما جاء فى فضل التزويج والحث عليه، رقم:١٠٨٠

২৫৫. হযরত আবু আইউব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, চারটি জিনিস পয়গাম্বরদের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। হায়া ও লজ্জা করা, খুশবু লাগানো, মেসওয়াক করা ও বিবাহ করা। (তিরমিযী)

٢٥٦-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ، إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ. رواه مسلم، باب خصال الفطرة، رقم:٦٠٤

২৫৬. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দশটি জিনিস নবীদের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত, গোঁফ কাটা, দাড়ি লম্বা করা, মেসওয়াক করা, নাকে পানি দিয়া পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙ্গুলের জোড়াগুলি (এবং এমনিভাবে শরীরের যেখানে যেখানে ময়লা জমিতে পারে, যেমন কান নাকের ছিদ্র ও বগলতলা ইত্যাদি) উত্তমরূপে ধৌত করা, বগলের চুল উৎপাটন করা, নাভীর নিচের চুল মুণ্ডন করা এবং পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত মুসআব (রহঃ) বলেন, দশম জিনিসটি

আমি ভুলিয়া গিয়াছি। আমার ধারণা হয়, দশম জিনিস কুলি করা। (মুসলিম)

٢٥٧-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. رواه النسائى، باب الترغيب فى السواك، رقم:٥

২৫৭. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মেসওয়াক মুখ পরিষ্কার করে এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির কারণ হয়। (নাসায়ী)

٢٥٨-عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَا جَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ إِلَّا أَمَرَنِيْ بِالسِّوَاكِ، لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ أُحْفِيَ مُقَدَّمَ فِيَّ. رواه أحمد٥/٢٦٣

২৫৮. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যখনই আমার নিকট আসিতেন আমাকে মেসওয়াকের তাকীদ করিতেন। এমনকি আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, অত্যাধিক মেসওয়াক করার দরুন আমি নিজের মাড়ী ছিলিয়া না ফেলি। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٥٩-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا يَتَسَوَّكُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ. رواه أبوداود، باب السواك لمن قام بالليل، رقم:٥٧

২৫৯. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনে বা রাত্রে যখনই ঘুম হইতে উঠিতেন, তখনই অযূ করার পূর্বে মেসওয়াক অবশ্যই করিতেন। (আবু দাউদ)

٢٦٠-عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ فَيَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُوْ مِنْهُ -أَوْكَلِمَةً نَحْوَهَا- حَتّٰى يَضَعَ فَاهُ عَلٰى فِيْهِ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ إِلَّا صَارَ فِيْ جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِّرُوْا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْاٰنِ. رواه البزار ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٢/٢٦٥

২৬০. হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা যখন মেসওয়াক করিয়া নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন ফেরেশতা তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া যায় এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাহার তেলাওয়াত শুনিতে থাকে। অতঃপর তাহার অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া যায়। এমনকি তাহার মুখের উপর নিজের মুখ রাখিয়া দেয়। কুরআন পাকের যে কোন শব্দ নামাযীর মুখ হইতে বাহির হয় সোজা ফেরেশতার পেটের ভিতর চলিয়া যায় (এবং এইভাবে সে ফেরেশতাদের নিকট প্রিয় হইয়া যায়।) অতএব কুরআনে করীমের তেলাওয়াতের জন্য তোমরা নিজেদের মুখ পরিষ্কার রাখ। অর্থাৎ মেসওয়াকের এহতেমাম করে।

(বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٦١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ. رواه البزار ورجاله موثقون، مجمع الزوائد٢/٢٦٣

২৬১. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মেসওয়াক করিয়া দুই রাকাত পড়া মেসওয়াক ব্যতীত সত্তর রাকাত পড়া হইতে উত্তম।

(বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٦٢-عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ، يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. رواه مسلم، باب السواك، رقم:٥٩٣

২৬২. হযরত হোযাইফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠিতেন তখন মেসওয়াক দ্বারা ভালভাবে ঘঁষিয়া নিজের মুখকে পরিষ্কার করিতেন।

(মুসলিম)

٢٦٣-عَنْ شُرَيْحٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ. رواه مسلم، باب السواك، رقم:٥٩٠

২৬৩. হযরত শুরাইহ (রহঃ) বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে আসিতেন তখন সর্বপ্রথম কি কাজ করিতেন? তিনি বলিলেন, সর্বপ্রথম তিনি মেসওয়াক করিতেন। (মুসলিম)

٢٦٤-عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ حَتّٰى يَسْتَاكَ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد٢/٢٦٦

২৬৪. হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ঘর হইতে নামাযের জন্য ততক্ষণ বাহির হইতেন না যতক্ষণ মেসওয়াক করিয়া না লইতেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٦٥-عَنْ أَبِي خَيْرَةَ الصُّبَاحِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِيْنَ أَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَزَوَّدَنَا الْأَرَاكَ نَسْتَاكُ بِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدَنَا الْجَرِيْدُ، وَلٰكِنَّا نَقْبَلُ كَرَامَتَكَ وَعَطِيَّتَكَ. (الحديث) رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن، مجمع الزوائد٢/٢٦٨

২৬৫. হযরত আবু খায়রাহ সুবাহী (রাযিঃ) বলেন, আমি সেই প্রতিনিধি দলের মধ্যে শামিল ছিলাম যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়াছিল। তিনি আমাদিগকে পাথেয় হিসাবে মেসওয়াক করার জন্য আরাক গাছের ডাল দিলেন। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের নিকট মেসওয়াক করার জন্য খেজুরের ডাল রহিয়াছে, তবে আমরা আপনার এই সম্মানজনক দান ও হাদিয়া কবুল করিতেছি।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

মসজিদের ফযীলত ও আমলসমূহ

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ﴾ [التوبة:١٨]

আল্লাহ তায়ালার মসজিদসমূহ আবাদ করা ঐ সমস্ত লোকদেরই কাজ যাহারা আল্লাহ তায়ালা ও কেয়ামতের দিনের উপর ঈমান আনিয়াছে এবং নামাযের পাবন্দী করিয়াছে এবং যাকাত প্রদান করিয়াছে এবং (আল্লাহ তায়ালার উপর এরূপ তাওয়াক্কুল করিয়াছে যে,) আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় করে না। এরূপ লোকদের ব্যাপারে আশা করা যায় যে, তাহারা হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্গত হইবে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে হেদায়াত দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছেন। (তওবাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۞ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ﴾ [النور:٣٦،٣٧]

আল্লাহ তায়ালা হেদায়াতপ্রাপ্তদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন যে,— তাহারা এমন ঘরে যাইয়া এবাদত করে যাহার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা হুকুম করিয়াছেন যেন উহার আদব করা হয় এবং উহাতে আল্লাহ তায়ালার নাম লওয়া হয়। সেই সকল ঘরে সকাল সন্ধ্যা এমন লোকেরা আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করে যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ হইতে, নামায পড়া হইতে এবং যাকাত দেওয়া হইতে না কোন ক্রয় গাফেল করে, না কোন বিক্রয়। তাহারা এমন দিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিনকে ভয় করিতে থাকে, যেদিন অনেক দিল ও চোখ উল্টাইয়া যাইবে। (নূর)

ফায়দা ঃ এমন ঘর দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মসজিদসমূহ। আর উহার আদব এই যে, উহাতে জানাবত অর্থাৎ গোসল ফরয অবস্থায় প্রবেশ না করা, কোন নাপাক জিনিস উহাতে না ঢুকানো, শোরগোল না করা, দুনিয়াবী কাজ বা দুনিয়াবী কথাবার্তা না বলা, দুর্গন্ধযুক্ত কোন জিনিস খাইয়া সেখানে না যাওয়া। (বয়ানুল কুরআন)

হাদীস শরীফ

٢٦٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللّٰهِ أَسْوَاقُهَا.

رواه مسلم، باب فضل الجلوس في مصلاه ......، رقم:١٥٢٨

২৬৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট সমস্ত স্থান হইতে সর্বাধিক প্রিয় স্থান হইল মসজিদসমূহ, আর সর্বাধিক অপ্রিয় স্থান হইল বাজারসমূহ। (মুসলিম)

٢٦٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: الْمَسَاجِدُ بُيُوْتُ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ تُضِيْءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيْءُ نُجُوْمُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد٢/١٠

২৬৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, মসজিদসমূহ জমিনের বুকে আল্লাহ তায়ালার ঘর। এইগুলি আসমানবাসীদের নিকট এরূপ চমকায় যেরূপ জমিনবাসীদের নিকট আসমানের তারকাসমূহ চমকায়। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٦٨- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيْهِ اسْمُ اللّٰهِ، بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٤/٤٨٦

২৬৮. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এমন কোন মসজিদ বানায়, যাহাতে আল্লাহ তায়ালার নাম লওয়া হয় তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈয়ার করিয়া দেন। (ইবনে হিব্বান)

২৬৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ. رواه البخاری، باب فضل من غدا إلى المسجد ۰۰۰۰۰ رقم:٦٦٢

২৬৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা মসজিদে যায় আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন। সকালে অথবা সন্ধ্যায় যতবার সে মসজিদে যায় ততবারই আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন। (বোখারী)

২৭০- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْغُدُوُّ وَالرَّوَاحُ إِلَى الْمَسْجِدِ مِنَ الْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ. رواه الطبرانی فی الكبير وفيه: القاسم أبوعبد الرحمن ثقة وفيه اختلاف، مجمع الزوائد٢/١٤٧

২৭০. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সকালে ও সন্ধ্যায় মসজিদে যাওয়া আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করার অন্তর্ভুক্ত। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

২৭১- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَإِذَا قَالَ ذٰلِكَ، قَالَ الشَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ. رواه أبوداؤد، باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد، رقم:٤٦٦

২৭১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করিতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থ ঃ 'আমি মহান আল্লাহ ও তাঁহার দয়াময় সত্তা ও তাঁহার চিরস্থায়ী বাদশাহীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি বিতাড়িত শয়তান হইতে।'

যখন এই দোয়া পড়া হয় তখন শয়তান বলে, (এই ব্যক্তি) সারাদিনের জন্য আমার হাত হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে। (আবু দাউদ)

২৭২- عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ أَلِفَ الْمَسْجِدَ أَلِفَهُ اللّٰهُ. رواه الطبرانی فی الأوسط وفيه: ابن لهيعة وفيه كلام، مجمع الزوائد٢/١٣٥

২৭২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মসজিদের সহিত মহব্বত রাখে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মহব্বত করেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

২৭৩- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: الْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ، وَتَكَفَّلَ اللّٰهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ، وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى رِضْوَانِ اللّٰهِ إِلَى الْجَنَّةِ. رواه الطبرانی فی الكبير والأوسط والبزار وقال: إسناده حسن، قلت: ورجال البزار كلهم رجال الصحيح، مجمع الزوائد٢/١٣٤

২৭৩. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মসজিদ মুত্তাকীর ঘর। আর আল্লাহ তায়ালা নিজের দায়িত্বে লইয়াছেন যে, মসজিদ যাহার ঘর হইবে তাহাকে শান্তি দিব। তাহার উপর রহমত নাযিল করিব, পুলসিরাতের রাস্তা সহজ করিয়া দিব, আপন সন্তুষ্টি দান করিব এবং তাহাকে জান্নাত দান করিব। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ, বাযযার)

২৭৪- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنْسَانِ، كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ، فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ. رواه أحمد٥/٢٣٢

২৭৪. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শয়তান মানুষের বাঘ, যেমন বকরীর পালের জন্য বাঘ রহিয়াছে। সে এমন বকরীকেই ধরে যে পাল হইতে দূরে ও আলাদা থাকে। অতএব পাহাড়ী ঘাঁটিতে আলাদা অবস্থান করা হইতে বাঁচিয়া থাক। একত্র হইয়া থাকা,

সাধারণ লোকদের মধ্যে অবস্থান করা ও মসজিদ থাকাকে মজবুত করিয়া ধরিয়া রাখ। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٧٥-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيْمَانِ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ﴾. رواه الترمذي

وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة التوبة، رقم:٣٠٩٣

২৭৫. হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা কাহাকেও অধিক পরিমাণে মসজিদে আসিতে অভ্যস্ত দেখ তখন তাহার ঈমানদার হওয়ার সাক্ষ্য দাও। আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অর্থ ঃ মসজিদসমূহকে ঐ সমস্ত লোকেরাই আবাদ করে, যাহারা আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে। (তিরমিযী)

٢٧٦-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ، إِلَّا تَبَشْبَشَ اللّٰهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ، إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ. رواه ابن ماجه، باب

لزوم المساجد وانتظار الصلوة، رقم:٨٠٠

২৭৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মুসলমান নামায ও আল্লাহ তায়ালার যিকিরের জন্য মসজিদকে আপন ঠিকানা বানাইয়া লয় আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি এমন খুশী হন যেমন ঘরের লোকেরা তাহাদের কোন ঘরের লোকের ফিরিয়া আসার কারণে খুশী হয়।

(ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ মসজিদসমূহকে ঠিকানা বানাইয়া লওয়ার অর্থ হইল, মসজিদের সহিত বিশেষ সম্পর্ক রাখা ও মসজিদে অধিক পরিমাণ আসা।

٢٧٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ كَانَ يُوَطِّنُ الْمَسَاجِدَ فَشَغَلَهُ أَمْرٌ أَوْ عِلَّةٌ، ثُمَّ عَادَ إِلٰى مَا كَانَ، إِلَّا

تَبَشْبَشَ اللّٰهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ. رواه

ابن خزيمة ١٨٦/١

২৭৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মসজিদসমূহকে ঠিকানা বানাইয়া লইয়াছিল। অর্থাৎ অধিক পরিমাণে মসজিদে আসা যাওয়া করিত। অতঃপর কোন কাজে মশগুল হইয়া গিয়াছে অথবা অসুস্থতার দরুন তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তারপর পুনরায় পূর্বের ন্যায় ঠিকানা বানাইয়া লয় তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দেখিয়া এরূপ খুশী হন, যেরূপ ঘরের লোকেরা তাহাদের কোন ঘরের লোকের ফিরিয়া আসার দ্বারা খুশী হয়। (ইবনে খুযাইমাহ)

٢٧٨-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا، الْمَلَائِكَةُ جُلَسَاؤُهُمْ، إِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ، وَإِنْ مَرِضُوا عَادُوهُمْ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ وَقَالَ ﷺ: جَلِيسُ الْمَسْجِدِ عَلٰى ثَلَاثِ خِصَالٍ: أَخٌ مُسْتَفَادٌ، أَوْ كَلِمَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ رَحْمَةٌ مُنْتَظَرَةٌ. رواه أحمد ٤١٨/٢

২৭৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহারা অধিক পরিমাণে মসজিদসমূহে সমবেত হইয়া থাকে তাহারা মসজিদের খুঁটিস্বরূপ। ফেরেশতাগণ তাহাদের সহিত বসেন। যদি তাহারা মসজিদে উপস্থিত না থাকে তবে ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে তালাশ করেন। যদি তাহারা অসুস্থ হইয়া পড়ে তবে ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে দেখিতে যান। যদি তাহারা কোন প্রয়োজনে যায় তবে ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে সাহায্য করেন।

তিনি ইহাও এরশাদ করিয়াছেন যে, যাহারা মসজিদে বসে তাহারা তিনটি ফায়েদা হইতে একটি ফায়েদা লাভ করে, এমন কোন ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যায় যাহার দ্বারা কোন দ্বীনী ফায়দা হইয়া যায়, অথবা কোন হেকমতের কথা শুনিতে পারে। অথবা আল্লাহ তায়ালার এমন রহমত লাভ করে, যাহার জন্য প্রত্যেক মুসলমান অপেক্ষায় থাকে।

(মুসনাদে আহমাদ)

٢٧٩-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. رواه أبوداود، باب اتخاذ المساجد في الدور، رقم:٤٥٥

২৭৯. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মহল্লায় মসজিদ বানাইবার হুকুম করিয়াছেন এবং এই হুকুম দিয়াছেন যে, মসজিদকে যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয় এবং খুশবু দ্বারা সুবাসিত করা হয়। (আবু দাউদ)

٢٨٠-عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَلْقُطُ الْقَذٰى مِنَ الْمَسْجِدِ فَتُوُفِّيَتْ فَلَمْ يُؤْذَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِدَفْنِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا مَاتَ لَكُمْ مَيِّتٌ فَآذِنُوْنِي، وَصَلّٰى عَلَيْهَا، وَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهَا فِي الْجَنَّةِ لِمَا كَانَتْ تَلْقُطُ الْقَذٰى مِنَ الْمَسْجِدِ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/١١٥

২৮০. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, একজন মহিলা মসজিদ হইতে ময়লা উঠাইয়া ফেলিয়া দিতেন। তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহার দাফনের সংবাদ দেওয়া হয় নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যখন তোমাদের কাহারো ইন্তেকাল হইয়া যায় তখন আমাকে উহার সংবাদ দিও। তিনি সেই মহিলার জানাযার নামায পড়িলেন এবং এরশাদ করিলেন, আমি তাহাকে জান্নাতে দেখিয়াছি, কারণ সে মসজিদ হইতে ময়লা উঠাইয়া ফেলিয়া দিত। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

॥ ॥ ॥